আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

## হার্ভার্ডের গবেষণা

# রেডমিটে হচ্ছে টাইপ-২ ডায়াবেটিস

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** মাংস কিনে খাচ্ছেন আমেরিকায়? প্রোসেড রেডমিট? আপনার ডায়াবেটিস **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

২৮ বছরে

# বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৮ || সংখ্যা ০৬ || সোমবার || কার্তিক ২১ || ১৪৩০ || রবিউস সানি ২২ || ১৪৪৫ || Vol. 28 || Issue 06 || November 6 || 2023 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



## ভাড়াটেরা ভাড়া না দেওয়ায়

# ওজনপার্কে নিজের বাড়ীতে আগুন দিয়ে বাংলাদেশী গ্রেফতার

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্ক এলাকার একটি বাড়ীতে ভাড়াটিয়ারা ভাড়া না দেয়ায় ক্ষুব্ধ বাড়ীর মালিক নিজেই ঐ বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। অভিযুক্তের নাম রফিকুল ইসলাম। তার বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগের অভিযোগের পাশাপাশি হত্যা চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে। কেননা, ঘটনার সময় ঐ বাড়ীতে দুই প্রাপ্তবয়স্ক এবং ছয়টি শিশু ছিল। যদিও ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষের তড়িৎ ব্যবস্থায় **(বাকি অংশ ১৭পাতায়)**



## গাজায় নিহত প্রায় ১০ হাজার

# গাজায় মানবিক বিপর্যয়েও যুদ্ধবিরতি নাকোচ যুক্তরাষ্ট্রের

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় ফিলিস্তিনের গাজায় সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয় থামানো এখনো বিপরীত মেরুতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও আরব বিশ্ব। গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে আসছে আরব দেশগুলো। **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

## অধিকাংশ প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

# মঙ্গলবার নির্বাচন : নেই ভোটের উত্তাপ

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** মঙ্গলবার ৭ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন। অন্যান্য ষ্টেটের মতো নিউইয়র্ক স্টেট ও সিটিতেও এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিউইয়র্কে এ বছর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে তিন বরোর ডিষ্ট্রিক্ট এটর্নি, সিটি কাউন্সিলের ৫১টি আসন আর স্টেটের সবগুলো কাউন্টির সিভিল কোর্টের জজ নির্বাচন। এছাড়াও আরো কিছু পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।




উল্লেখ্য, সাধারণত ৪ বছর পরপর সিটি কাউন্সিল সদস্যদের জন্য নির্বাচন হয়। এ বছরের নির্বাচন হচ্ছে ২ বছর পর। তবে এবারের নির্বাচনে অধিকাংশ প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ায় অতীতের চেয়ে এবার সাড়া-শব্দ কম, নেই ভোটের উত্তাপ। নিউইয়র্কে ৭ নভেম্বর মঙ্গলবার ইনপারসন ভোট শুরু হবে সকাল ৬টা থেকে একটানা রাত ৯টা **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

# গাজায় পারমাণবিক বোমা ফেলতে চান ইসরায়েলি মন্ত্রী!

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** গাজায় পারমাণবিক বোমা ফেলা উচিত বলে মনে করেন ইসরায়েলের এক মন্ত্রী। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনীদের আয়ারল্যান্ড বা মরুভূমিতে চলে যেতে বলেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, গাজায় কোনো নিষ্পাপ ও বেসামরিক মানুষ নেই দাবি করে ইহুদিবাদী দলের নেতা বলেন, যারা ফিলিস্তিনী বা হামাসের পতাকা ওড়ায়, তাদের পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। ইসরায়েলি রেডিও কোল বেরামাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দেশটির ঐতিহ্যবিষয়ক **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

# অর্থ-চিন্তায় নির্ঘুম রাত কাটে ৩.৪ মিলিয়ন নিউইয়র্কারের

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** স্রেফ অর্থ-কড়ি নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ১৭% নিউইয়র্কারের নির্ঘুম রাত কাটে। স্ট্যাটান আয়ল্যান্ড, স্পেকুলেটর, সেনেকা ফলস, ব্রুকলীন, উটিকার মানুষ **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

## ফের আসছে কর্মসূচি

# তফশিলকে ঘিরেই সব প্রস্তুতি বিএনপির

**ঢাকা ডেস্ক:** সরকার পতনের একদফা দাবিতে আরও কঠোর আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে বিএনপি। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘিরেই এখন সব প্রস্তুতি দলটির। তফশিল ঠেকাতে করণীয় **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

# রকফেলার সেন্টারের ক্রিসমাস ট্রি হবে ৬০ ফুট উঁচু

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** ২০২৩ সালে নিউইয়র্কের রকফেলার সেন্টারের ক্রিসমাস ট্রি কোনটা হবে তা এরই মধ্যে নির্বাচন হয়ে



গেছে। রকফেলার সেন্টারের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রামে তা পোস্ট করা হয়েছে। বলা হয়েছে এবারের ক্রিসমাস ট্রি **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Associate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com




# Southeast USA Group Inc.

## OUR SERVICES

- Tax Preparation & Planning
- Audits, Reviews, Compilations
- Bookkeeping/Write-Up
- Business Consulting
- IRS Representation
- Notary Public
- Payroll Services
- Retirement Planning
- Sales Tax Services



(917) 566-1612

Southeast USA Group Inc

**Prof. Ehteshamul Haque**

**Financial & Business Planning**

74-09 37th Avenue, Suite #206, Jackson Heights, NY 11372

Visit: www.southeastusagroup.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

# অক্টোবরে ১৫০,০০০ নতুন কাজের সুযোগ যুক্তরাষ্ট্রে

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগকর্তারা অক্টোবর মাসে সারা দেশে ১ লাখ ৫০ হাজার নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন ।শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো এ তথ্য জানিয়েছে । তবে এই সংখ্যা প্রত্যাশার চেয়ে কম । আর সেপ্টেম্বরে সৃষ্ট কাজের সুযোগের প্রায় অর্ধেক । সেপ্টেম্বরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিলো ২৯৭,০০০ টি । তবে নতুন এই পরিসংখ্যানকে শ্রম বাজারকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা । বিশেষ করে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও উচ্চ সুদের হারের কারণে কোম্পানি ও ক্রেতা পর্যায়ে সকলের জন্য ঋণ গ্রহণে অনীহা রয়েছে । একমাস আগেও দেশে বেকারত্বের হার আগের মাসের ৩.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩.৯ শতাংশে দাঁড়ায় । নতুন কর্মসংস্থানের খবরে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক বিবৃতিতে এর প্রশংসা করেছেন । তিনি বলেন, এই প্রবৃদ্ধি এটাই প্রমাণ করে যে তার নেওয়া অর্থনীতি বিষয়ক প্রস্তাবগুলো কাজ করছে । আর যুক্তরাষ্ট্র এখন টানা ২১ মাস ধরে বেকারত্বের হার ৪ শতাংশের নিচে রাখতে পেরেছে ।



MIJAN REAL ESTATE LTD.
Reg. No. C-187784
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
রাজউক অনুমোদিত পূর্বাচল, উত্তরা এবং বসুন্ধরা,ধানমন্ডি, বনানী ও গুলশান সহ ঢাকায় জায়গা, বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। 917-631-5050
USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

EXIT REALTY PRIME
ThInkIng of BUYING-
SELLING, INVEST, RENT
Houses, Co-op&Condo
Mijanur Rahman ( Mijan)
Licensed Real Estate Agent
189-10 Hillside Ave, Suite E, NY 11423
Tel: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254
www.EXITprmeNY.com
Mijanur Rahman ( Mijan)
Chairman & CEO
917-631-5050
Email: RealtorMijan@gmail.com

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত

MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসটেন্ট
কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
৩০৯৯ স্কোলনট্রিজ এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
৯০৮৯ ক্যাসেলহিল এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

## আগামীকাল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে
## ভোটকেন্দ্র সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

মঙ্গলবার,৭ নভেম্বর, ২০২৩
আপনি ভোট দেয়ার যোগ্য কি না জানার জন্য,
আপনার ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা খুঁজতে কিংবা একটি নমুনা ব্যালট দেখার জন্য, দেখুন:
**vote.nyc**
অথবা, কল করুন টোল ফ্রি: **(866) 868-3692** • টিটিওয়াই নম্বর: **(212) 487-5496**
নির্বাচন কর্মী হিসাবে কাজ করতে চাইলে আমাদের ওয়েব সাইট
**nyc.electiondayworker.com** এর মাধ্যমে আবেদন করুন।

**THE BOARD OF ELECTIONS IN THE CITY OF NEW YORK**
Executive Office, 32 Broadway,
7th floor
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস
Simon Shamoun - প্রেসিডেন্ট
Rodney L. Pepe-Souvenir - সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli

Carol R. Edmead
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Michele A. Sileo
Keith Sullivan
Frederic M. Umane






# বাংলাদেশী আচল হাই স্কুল সিনেটর নির্বাচিত

(শেষের পাতার পর)

পদে ৯জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে আচল ১৮১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। দুই শতাধিক ভোটার অংশ নেয়। অনলাইনে গোপন ভোটে নির্বাচন হয়। অপর নির্বাচিত প্রার্থী হলেন ওরলি নানের নামের শেতাঙ্গ এক মেয়ে।

বাংলাদেশে জন্ম নেয়া ফরিদ আহমেদ আচলের পিতার নাম মোহাম্মদ বাবুল হোসেন আর মাতার নাম পিয়ারা তাসনিম। আচল তাদের টুইন ছেলেমেয়ের একজন। তাদের দেশের বাড়ী ঢাকার কেরানীগঞ্জ। মাত্র দেড় বছর বয়সে মা-বার আর বোনের সাথে নিউইয়র্কে আগমন করে আচল। তারার ভাই-বোন দুজনই ভালো শিক্ষার্থী।

আচল উডসাইডের পিএস ১১ (অনার ক্লাস) এবং মিডিল স্কুল আইএস ১২৬ (গিফট এন্ট ট্যালেন্ট) শেষ করে বর্তমানে ব্রুকলীন লাটিন হাই স্কুলের শিক্ষার্থী।

নির্বাচিত স্কুল সিনেটর হিসেবে তার মূল লক্ষ্য স্কুল ক্যাম্পাসে বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ করা। তার চোকে সবাই সমান মানুষ। পাশাপাশি স্কুল এক্সিকিউটিভ বডি'র সাথে বৈঠক করে স্কুলের ও শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে কাজ করা।

ফরিদ আহমেদ আচল ভবিষ্যতে স্কুলের প্রেসিডেন্ট হতে চায়। পাশাপাশি শিক্ষা জীবন শেষে ডেমোক্রাটিক পার্টির রাজনীতিক হতে চায়। বাংলা ভাষা বুঝতে অর বলতে পারলেও বাংলা লিখতে পারে না সে। তার বাবার ইচ্ছে ছেলে ডাক্তার হোক মানুষের সেবা করুক।


নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?

লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই

নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল



স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকান্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন



তোফায়েল চৌধুরী (লিটন)

এই অত্যাধুনিক সিস্টেমে আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে




আমাদের কল করুন

914-222-9477 or 914-989-0089

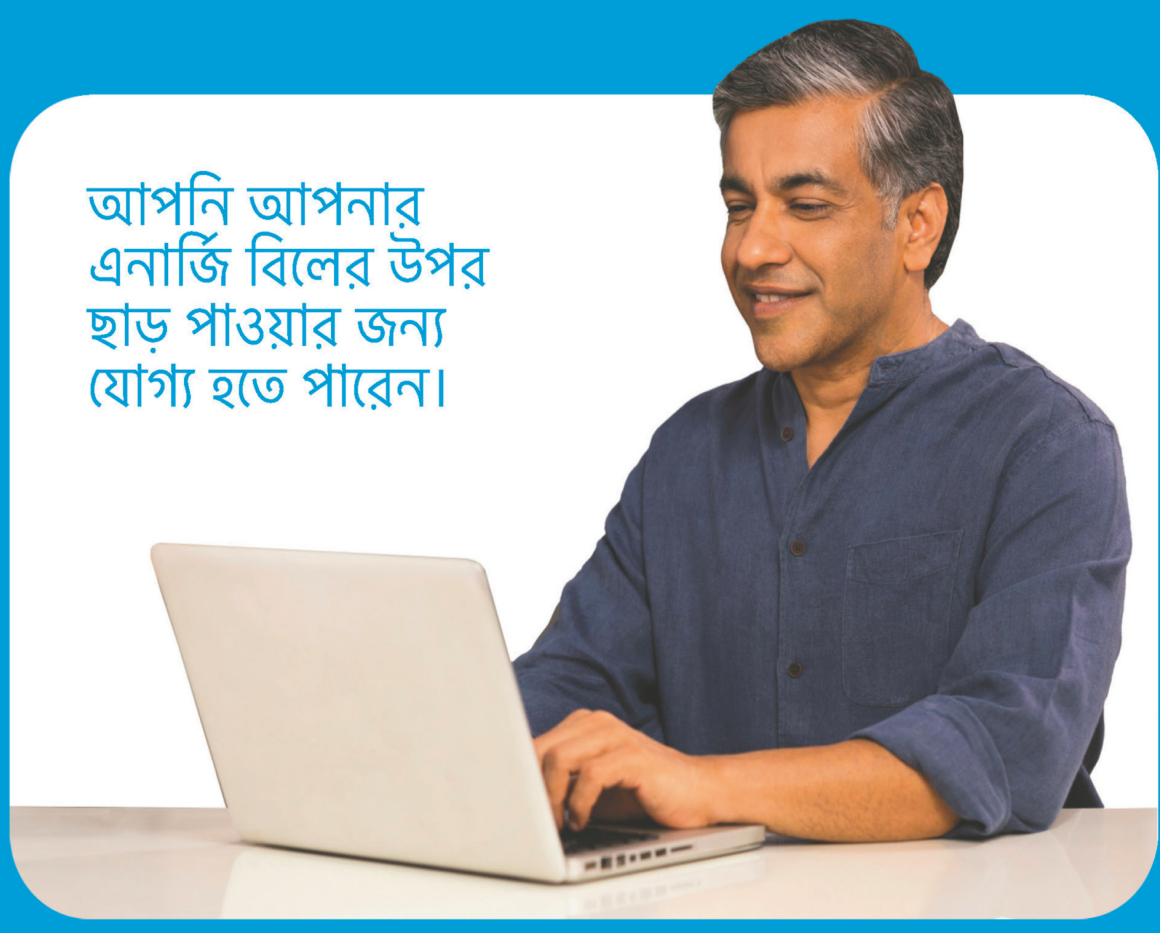
GREE MECHANICAL YONKERS

Gree Mechanical Yonkers

1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710



আপনি আপনার এনার্জি বিলের উপর ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য হতে পারেন।



আপনি এই সরকারি সহায়তা প্রোগ্রামগুলোর যেকোনো একটি থেকে সুবিধা পেলে আপনার এনার্জি বিলের উপর ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য হতে পারেন:

- ✓ মেডিকেড
- ✓ ফেডারেল পাবলিক হাউজিং অ্যাসিস্ট্যান্স
- ✓ ভেটেরান্স ডিজাবিলিটি
- ✓ VA সারভাইভার্স পেনশন

আবেদন করতে conEd.com/EAP ভিজিট করুন।

conEdison

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

## সম্পাদকীয়

# গণ গ্রেপ্তার গণতান্ত্রিক নীতি নহে

বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির পূর্বে, চলাকালে, এমনকি পরবর্তী সময়েও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নেতাকর্মী যেইভাবে আটক ও মামলার শিকার হইতেছেন, উহা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। গত ৪ নভেম্বর শনিবার প্রকাশিত শীর্ষ প্রতিবেদনসূত্রে জানা যাইতেছে, গত ২৮ অক্টোবর ঢাকায় আয়োজিত মহাসমাবেশ ঘিরিয়া এই পর্যন্ত সমগ্র দেশে বিএনপির সাড়ে সাত সহস্রাধিক নেতাকর্মী আটক হইয়াছেন। দলটির হিসাবে অন্তত ৯ জন নিহত ও প্রায় আট সহস্র আহত হইয়াছেন। কেবল সংখ্যাগত দিক দিয়া এই চিত্র অবিশ্বাস্য মনে হইলেও উহার বাস্তবতা প্রতিভাত হয় বিএনপির সর্বোচ্চ স্তর জাতীয় স্থায়ী কমিটির প্রতি দৃষ্টি দিলে। ১৯ সদস্যের এই ফোরামের প্রয়াত চারজন এবং অসুস্থতা বা নিরুপায় প্রবাসজনিত কারণে নিষ্ক্রিয় পাঁচজনের কথা বাদ দিলে বাকি ১০ জনই বিভিন্ন মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কিংবা গ্রেপ্তার অথবা আত্মগোপনে। দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দলের এহেন পরিস্থিতি গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার স্বার্থেই কাম্য হইতে পারে না।

কাহারও বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকিলে মামলা, গ্রেপ্তার, এমনকি দন্ডাদেশেও আপত্তি করিবার কিছু নাই; আইনকে নিজস্ব গতিতে চলিতে দিতে হইবে। কিন্তু বিএনপি নেতাকর্মীকে যেই সকল মামলায় গ্রেপ্তার কিংবা আটকের পর মামলায় জড়ানো হইতেছে, সেইগুলির সারবত্তা লইয়া গুরুতর প্রশ্ন রহিয়াছে। বিএনপি মহাসচিব নাশকতা কিংবা হামলা-ভাঙচুরের সহিত জড়িত- কে বিশ্বাস করিবে? আর তাঁহার বিরুদ্ধে আক্ষরিক অর্থেই শতাধিক মামলার উপযুক্ত 'অপরাধ' খুঁজিয়া বাহির করাও কষ্টসাধ্য কর্ম বটে! আমরা মনে করি, বর্তমান সরকারের শাসনামলে যেই দেড় লক্ষাধিক মামলায় বিএনপির প্রায় ৫০ লক্ষ নেতাকর্মীকে আসামি করা হইয়াছে, উহার অধিকাংশই রাজনৈতিক বিবেচনা-প্রসূত। ইহার মধ্য দিয়া কেবল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সহাবস্থানের পথই রুদ্ধ করা হইতেছে না; পুলিশ-প্রশাসন ও আইন-আদালতের প্রতিও জনসাধারণের আস্থা ক্ষুণ্ন হইতেছে। উপরন্তু 'গায়েবি' মামলা লইয়া 'আইনের হাত' ব্যস্ত থাকিবার কারণে যদি আসল অপরাধী পার পাইয়া যায়, আইনের শাসনের তাহা হইলে থাকিল কী?

ইহাও কম বিস্ময়কর নহে, আওয়ামী লীগের ন্যায় ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতাসীন, তখন এইভাবে বিরোধী দল গণগ্রেপ্তারের শিকার হইতেছে। স্বাধীনতার পূর্ব হইতেই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী বিভিন্ন দফায় এইরূপ মামলা ও গ্রেপ্তারের শিকার হইয়া আসিয়াছেন। সেই দলটি কীভাবে অপরের উপর একই নির্যাতন সমর্থন বা প্রযোজনা করিতে পারে? আমরা প্রত্যাশা করিব, বিলম্বে হইলেও ক্ষমতাসীন দল গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি মনোযোগী হইবে। গণগ্রেপ্তার বন্ধ ও গায়েবি মামলাগুলি প্রত্যাহার করিয়া বিরোধী দলের সহিত আন্তরিক ও কার্যকর সংলাপের সুযোগ প্রসারিত করিবে। আর হামলা, মামলা কিংবা গণগ্রেপ্তার করিয়া যে বিরোধী দলকে দমানো যায় না- আন্দোলন-সংগ্রামে অভিজ্ঞ ও অনুসৃত আওয়ামী লীগের চাইতে অধিক কোন রাজনৈতিক দল জানিবে?

# হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ যেভাবে বৈশ্বিক পরিস্থিতি পাল্টে দিচ্ছে

**মার্ক লিওনার্ড**

ইসরায়েলের হামলায় গাজার স্কুল, হাসপাতাল, শরণার্থীশিবির কোনো কিছুই রক্ষা পাচ্ছে না। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ফিরে এসেছে। ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর প্রায় এক মাস ধরে গাজায় ইসরায়েল অভিযান চালাচ্ছে এবং ক্রমাগত স্থল অভিযান জোরদার করেই যাচ্ছে।

যাঁরা ইসরায়েল বাস করছেন অথবা আমার মতো প্রবাসে থাকা লোকদের যেসব পরিবারপরিজন সেখানে বসবাস করছেন, তাঁদের কাছে এটি একটি গভীর ব্যক্তিগত পর্যায়ের সমস্যা হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে গাজায় ইসরায়েলী হামলায় নিহত ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে বিশ্বের অগণিত মানুষ সংহতি প্রকাশ করেছে। তবে একেবারে ব্যক্তি পর্যায়ের সম্পর্কের বাইরে এই যুদ্ধ একটি বৈশ্বিক সংকট হয়ে উঠেছে। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী যে প্রভাব পড়েছে, এই যুদ্ধের প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ যুদ্ধের প্রভাব সবার আগে যেখানে অনুভূত হবে, সেটি হলো মধ্যপ্রাচ্য। বহু বছর ধরে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যে বিভ্রমের আশ্রয় নিয়ে দেশবাসীকে শাসন করে এসেছেন, এই যুদ্ধ সেই বিভ্রম-বিভ্রান্তিকে ভেঙে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, ফিলিস্তিনিকে ইসরায়েল কোনো রকম স্বীকৃতি না দিয়েই আরব দেশগুলোর সঙ্গে মসৃণভাবে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সক্ষম হবে বলে নেতানিয়াহু যে আশা করেছিলেন, সেটি এখন আর সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এ প্রশ্ন এখন এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গাজায় আক্রমণের ফল কী হবে না হবে, সে প্রশ্নের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মধ্যপ্রাচ্য শান্তির বিষয়ে ইসরায়েলকে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কৌশলনীতি গ্রহণ করতে হবে।

সৌদি আরব ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সৌদি জনগণ ও মুসলিম বিশ্বের চাপের মুখে পড়ে সৌদি সরকার সম্ভবত এ বিষয়ে সামনে এগোতে ইসরায়েলের কাছে ফিলিস্তিনের জন্য বড় ধরনের ছাড় দাবি করবে। তর্কাতীতভাবেই ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। কিন্তু এই ভাষ্য প্রতিষ্ঠায় কিংবা নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে সুসংহত করতে নেতানিয়াহু যে বেপরোয়া অভিযান চালিয়েছেন, তা আঞ্চলিক অস্থিরতার ঝুঁকি তৈরি করেছে।

নেতানিয়াহু হয়তো ভাবছেন, উপসাগরীয় অঞ্চলের নামমাত্র মিত্রদের নিয়ে তিনি তাঁর 'পছন্দের নক্ষত্রমালা' পুনরায় গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন এবং ইরানবিরোধী সুন্নি আরব দেশগুলোকে নিয়ে 'প্রতিরোধচক্র' গড়ে তুলবেন। এই বৃহত্তর ইস্যুর আড়ালে ফিলিস্তিন ইস্যু চাপা পড়ে যাবে। তবে গাজা-ইসরায়েলের এই যুদ্ধের প্রভাব মধ্যপ্রাচ্য ছাড়িয়ে বাইরের দেশগুলোয়ও পড়বে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইউক্রেন। কিছুদিন আগেও সহিংসতা ও বর্বরতার শিকার হওয়া ইউক্রেনীয়দের দুঃখদুর্দশার কথা যেভাবে সামনে আসত, এখন তা আর আসছে না। খারকিভ ও মাউরিপোলে হামলার পর যেসব ধ্বংসলীলার ছবি সংবাদমাধ্যমে এসেছিল, এখন গাজা থেকে সে রকমই হৃদয় বিদীর্ণ করা ছবি আসছে। অধিকন্তু গাজায় ইসরায়েলের অভিযানের সঙ্গে তুলনা করে অনেকেই ইউক্রেনরাশিয়া যুদ্ধকে ইউরোপের 'স্থানীয়' সংঘাত বলে আখ্যা দিচ্ছেন।

যেহেতু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অব্যাহত সমর্থনের ওপর ইউক্রেনের অস্তিত্ব নির্ভর করছে, সেহেতু ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ থেকে আন্তর্জাতিক মনোযোগ সরে গেলে তা তাদের সংগ্রামের জন্য দুঃসংবাদ হয়ে দাঁড়াবে। শুধু তা-ই নয়, যদি ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ প্রলম্বিত হয় এবং ইরানের সম্পৃক্তি বাড়ে, তাহলে জ্বালানি তেলের দামের ওপর তার প্রভাব পড়বে। জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে গেলে রাশিয়ার ওপর তেল নিষেধাজ্ঞা জারি রাখা তখন পশ্চিমাদের জন্য আরও ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠবে। আর গাজা সংকট ইউরোপের জন্য আরও বিশদ পরিসরের চ্যালেঞ্জ সামনে আনছে। এর প্রারম্ভিক ধাক্কায় ফ্রান্স, জার্মানী ও যুক্তরাজ্যের মধ্যকার চিড় ধরা সম্পর্কের আসল ছবি উন্মোচিত হয়ে গেছে। ফ্রান্সে গত বছরে যতসংখ্যক ইহুদিবিরোধী ঘটনা ঘটেছে, তার চেয়ে বেশি ঘটেছে গত তিন সপ্তাহে। একই সঙ্গে হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্য সদস্যদেশগুলোর বিভক্তিকেও উসকে দিচ্ছে।

গত বছর রাশিয়া ইউক্রেনে সর্বাত্মক যুদ্ধ



চালানো শুরু করার পর ইউরোপীয় দেশগুলো নিজেদের মধ্যে বিস্ময়কর জোরালো ঐক্য দেখিয়েছিল। তাদের সবার দৃষ্টি ইউক্রেনের দিকে নিবদ্ধ ছিল। এখন সেই দৃষ্টি ইউক্রেন, নাগারনো-কারাবাখ ও গাজায় ভাগ হয়ে গেছে। গাজায় অস্ত্রবিরতির বিষয়ে গত সপ্তাহে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে উত্থাপন করা প্রস্তাবে ভোটদানের বিষয়ে ইইউ সদস্যদেশগুলো তিন রকম ভোট দিয়েছে।

ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধে ইইউর অসংগঠিত প্রতিক্রিয়ার কারণে চীনের জোরালো প্রতিক্রিয়া সবার দৃষ্টি কেড়েছে। ইউক্রেনে রাশিয়া অভিযান চালানোর পর চীন যেমন নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছিল, এ ক্ষেত্রে তারা নিরপেক্ষ নয়। চীন দ্রুততার সঙ্গে ফিলিস্তিনীদের সমর্থন দিয়েছে। এটি বৈশ্বিক দক্ষিণে চীনের প্রাধান্য বিস্তার চেষ্টার একটি অংশ হিসেবে কাজ করছে। চীনের কূটনীতিকেরা ইসরায়েল ও রাশিয়া এবং ফিলিস্তিন ও ইউক্রেন-বিষয়ক পশ্চিমা দ্বিমুখী নীতিকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবে এই যুদ্ধে ফিলিস্তিনকে চীনের সমর্থন দেওয়াটা কিছু ঝামেলার সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে চীনের উদ্যোগে ইরান ও সৌদি আরবকে এ ছাতার তলে আনার যে চেষ্টা চলছে, সেটি হুমকির মুখে পড়তে পারে।

আর হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আমেরিকার যে দশা হয়েছে, তা আমেরিকান ক্রাইম ফিল্ম দ্য গডফাদার পার্ট থ্রির একটি বিখ্যাত সংলাপ মনে করিয়ে দেয়: 'যখনই ভাবি আমি বেরিয়ে যাব, তখনই তারা আমাকে টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়।'

জো বাইডেন ভাবছিলেন, তাঁর পূর্বসূরি বারাক ওবামা ও ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন; কিন্তু এবার তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এশিয়ায় মনোযোগী হতে পারবেন। কিন্তু এখন আবার তাঁকে পররাষ্ট্রনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যকেই এক নম্বর ইস্যু হিসেবে রাখতে হচ্ছে। আর এটি করতে গিয়ে এশিয়ায় আমেরিকার প্রাধান্য ধরে রাখা হুমকির মধ্যে পড়ে গেছে।

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনূদিত

মার্ক লিওনার্ড ইউরোপীয় কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের পরিচালক

## নামাজের সময়-সূচী

| নভেম্বর | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফজর | ৫.১৬ | ৫.১৭ | ৫.১৮ | ৫.১৯ | ৫.২০ | ৫.২১ | ৫.২২ |
| সূর্যোদয় | ৬.৩২ | ৬.৩৩ | ৬.৩৪ | ৬.৩৫ | ৬.৩৬ | ৬.৩৭ | ৬.৩৯ |
| জোহর | ১১.৪০ | ১১.৪০ | ১১.৪০ | ১১.৪০ | ১১.৪০ | ১১.৪০ | ১১.৪০ |
| আসর | ৩.০৬ | ৩.০৪ | ৩.০৩ | ৩.০২ | ৩.০১ | ৩.০০ | ২.৫৯ |
| মাগরিব | ৪.৪৭ | ৪.৪৬ | ৪.৪৫ | ৪.৪৪ | ৪.৪৩ | ৪.৪২ | ৪.৪১ |
| এশা | ৬.০৪ | ৬.০৩ | ৬.০২ | ৬.০১ | ৬.০০ | ৬.০০ | ৫.৫৯ |

## বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

**- সম্পাদক।**

# সুযোগ এখনো শেষ হয়ে যায়নি

॥ মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী ॥

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ঘোষিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের সচিব ৩০ অক্টোবর গণমাধ্যমকে এমনটি জানিয়েছেন। এত বড় একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন কড়া নাড়তে শুরু করেছে। কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের একটি অংশ সেই কড়া নাড়ানাড়িতে মনোযোগ দিচ্ছে না, অন্যরাও খুব বেশি মাঠে নামার অবস্থানে নেই।

গ্রামগঞ্জ, শহর কোথাও নির্বাচন নিয়ে আগের মতো উত্তেজনা শুরু হয়নি। তবে তাই বলে মানুষ নির্বাচন-বিমুখ হয়ে গেছে, এমনটি ভাবা মোটেও যুক্তিসংগত নয়। কালই সব দল যদি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেয়, সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের রাজনীতির প্রকৃতিতে উত্তাল নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করবে। আমাদের জনগণ ভোট দিতে পছন্দ করে।

১৯৫৪, ১৯৭০ কিংবা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরের নির্বাচনগুলোতে মানুষ ভোটে অংশ নিতে কার্পণ্য করেনি। ভোটটি সে কারণে আমাদের দেশে এক ধরনের উৎসবের আমেজ তৈরি করে। তবে নির্বাচনে কোনো বড় পক্ষ অংশ না নিলে কিংবা বাধা প্রদান করলে নির্বাচনের প্রতিযোগিতামূলক মুডটি থাকে না। তাই ভোটারদের মধ্যেও কেন্দ্রে যাওয়ার গরজ কমে যায়।

কোনো পক্ষ আক্রমণ, হাঙ্গামা, বাধা প্রদান, অগ্নিসংযোগ করলে নিজের জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে অনেকেই নির্বাচনে অংশ নিতে যান না। তার পরও আসনভেদে ভোট দেওয়ার পরিবেশ থাকলে ভোট দিতে অনেকেরই যাওয়ার নজির রয়েছে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পক্ষ-বিপক্ষ অংশ নিলেই ভোটারের উপস্থিতি পারদের মতো ওপরের দিকেই উঠতে থাকে। সে কারণেই বলছি, মানুষের মধ্যে এখন নির্বাচন নিয়ে আলোচনা না হলেও নির্বাচনী ভাবনা উবে যায়নি।

সুযোগ এখনো শেষ হয়ে যায়নিজাতীয় জীবনে কিছু পরিবর্তন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটে গেছে; যার ফলে মানুষের চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও এখন আবেগের চেয়ে বাস্তবতাবোধের অবস্থানে এর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

স্বীকার করতেই হবে, আমরা একসময় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর তালিকায় নিচের দিকে ছিলাম। তখন আমাদের জীবন-জীবিকা, চাওয়া-পাওয়া যে রকম ছিল, এখন তাতে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। গত অন্তত দেড় দশকে আমাদের দেশে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের জীবন-জীবিকায় অনেক ব্যস্ততা যুক্ত হয়েছে। দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকার বেশ বড় হয়েছে। ফলে এরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি কর্মজীবী হয়ে উঠেছে। এদের সঙ্গে নিম্নবিত্তের মানুষেরও সংযুক্তি রয়েছে। তারাও বেকার নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শ্রমনির্ভর অর্থনৈতিক কাজকর্মে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা বেড়ে গেছে। শহরে এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জীবন-জীবিকার নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে।

একসময় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অনেককেই দেখা যেত রাজনীতির বিষয়াদি নিয়ে তর্কবিতর্কে লিপ্ত হতে। এখন সেই দৃশ্য পাল্টে গেছে। কিন্তু তাই বলে দেশের কথা ভাবাভাবিতে মানুষ নেই, এমনটি দাবি করা যাবে না। ঘরে ঘরে টিভি আছে, হাতে মোবাইল আছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া পোস্ট তারা কিন্তু দেখে থাকে, শুনে থাকে এবং দিয়েও থাকে। অনেকেই একসময় ভীষণভাবে বিভ্রান্ত হতো, অভিজ্ঞতা থেকে শিখে তারাও বুঝতে পারছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক গুজব, অপপ্রচার আর বিভ্রান্তিকর ছবি ও ভিডিও পোস্ট করা হয়ে থাকে। ফলে মানুষের ব্যস্ততা যেমন কাজেকর্মে দিনভর থাকে, সন্ধ্যায় ঘরে নিজেকে নিজের মধ্যে অনেকেই আবদ্ধ করে রাখে।

পরিবর্তনের এই বাস্তবতা শুধু শহরেই নয়, গ্রামেও কয়েক বছর আগেই হানা দিয়েছে। সেখানেও এখন আর সন্ধ্যার পর বাইরে তেমন আড্ডা চলে না। এর মাধ্যমে যে বিষয়টি বুঝে নিতে হবে তা হলো মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বুঝ যার যার মতো করে ঘটেই চলছে। জীবন-জীবিকার ব্যস্ততাটা অনেক বেশি। কাজ করলে হাতে পয়সা আসে, সংসার চলে, ভালো থাকা যায়। কাজ করতে না পারলে অনেকেরই টানাটানি অবস্থায় পড়তে হয়। সে কারণেই সবাই এখন দেশে শান্তি চায়, হানাহানি, বিরোধ, সংঘাত, সংঘর্ষ প্রায় সবাই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

দেশের রাজনীতিতে বিরোধ আছে, এটি সবাই জানে। একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া এমন দুই নেত্রীকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ভাবনাও অনেকের রয়েছে। রাজনৈতিক আদর্শের ভাবনা, বোধ কারো প্রগাঢ়, কারো কারো মধ্যে তেমন স্থিরতা নেই। এটি স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবেই ধরে নিতে হবে। দেশের রাজনীতিতে যে বিরোধ-দূরত্ব চলছে, মানুষ এখন তা নিয়ে চুপচাপ থাকাটাই শ্রেয় মনে করছে। সাধারণ মানুষও কিছুদিন আগে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে দুনিয়াব্যাপী যে অর্থনৈতিক সংকট চলছে, তার ফলে বাংলাদেশে আমাদেরও ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে বলে বুঝতে পেরেছে। এখন ইসরায়েল-হামাস তথা ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর যে যুদ্ধ চাপানো হয়েছে, তা নিয়েও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এর ফলে আমাদের দেশেও দ্রব্যমূল্যের ওপর চাপ পড়তে যাচ্ছে, সেটিও সবাই কমবেশি শোনে বা বোঝেও।

দেশে আগামী সাধারণ নির্বাচন নিয়ে অতীতের মতো সংঘাত হলে মানুষের জীবন-জীবিকা, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে না, এটিও কারো বুঝতে বাকি নেই। বাজারটা এখন অসংখ্য সিন্ডিকেট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সে কারণেই এবার মানুষের মধ্যে সংঘাতের বিষয়গুলো ভীষণভাবে অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়েছে। মানুষ চাচ্ছে দুই পক্ষই একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের বাস্তবতায় আসুক। সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনই হচ্ছে মূল আম্পায়ার। নির্বাচন কমিশন বলছে, তারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর, তাদের প্রস্তুতিও যথেষ্ট রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বলেছেন, তিনি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যা যা করণীয় দরকার, তা-ই করবেন। বিরোধী দল তা বিশ্বাস করতে চায় না। তারা এক দফা দাবি নিয়ে আন্দোলনে রয়েছে। এক দফা তথা সরকার পতনের দাবি বাস্তবায়নের সময়ও নেই, জনসমর্থন তৈরি করাও সম্ভব হয়নি। ২৮ তারিখ কিছু একটা করার চিন্তা থেকেই সারা দেশ থেকে নেতাকর্মীদের ঢাকায় আনা হয়েছিল। কিন্তু সেই আশাটি কেন লক্ষ্য সাধন করেনি, তা এরই মধ্যে সবারই জানা হয়ে গেছে।

দেশে এক দিনের ঢিলেঢালা হরতাল পালিত হয়েছে। রাজনীতির এই অস্ত্রও এখন খুব একটা কাজে লাগছে না। কারণ জীবন-জীবিকার তাগিদ মানুষের ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। ফলে হরতাল দিয়ে সবাইকে ঘরে বসিয়ে রাখা যাচ্ছে না। বিরোধী দল দুই দিনের অবরোধ ডেকেছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সরকার পতনের আন্দোলনটি এই সময়ে এসে জনগণের দ্বারা খুব একটা শক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। তবে বেশির ভাগ মানুষই মনে করে, গত এক বছর নানা কর্মসূচির মাধ্যমে বিরোধী দল দেশব্যাপী নিজেদের নেতাকর্মীদের চাঙ্গা করতে পেরেছে। এমন অবস্থায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণ আন্দোলনেরে চেয়ে অনেক বেশি ফলদায়ক হতে পারে। অতীতের সব নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন ছিল। এবারের প্রেক্ষাপটও অনেকটা পরিবর্তিত। দেশি-বিদেশি সব মহলই মনে করে, সব দলের অংশগ্রহণ ঘটলে নির্বাচন যথার্থ অর্থেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে, কেউ নির্বাচনকে বিতর্কিত করতে চাইলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কোনো বিকল্প পথ কারো জন্য খোলা নেই। নির্বাচন যদি সরকারপক্ষ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে বিরোধীদের হাতে আন্দোলনের অস্ত্রটি কাজে লাগানোর সুযোগ থাকবে। এখন নির্বাচনে অংশ না নেওয়া কিংবা এক দফার আন্দোলন জারি রাখা রাজনৈতিকভাবে পরিপক্বতার প্রমাণ দেবে না।

২৮ অক্টোবরের পর থেকে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, তা সরকার কিংবা বিরোধী দল কারো জন্যই প্রশান্তির কিছু বয়ে আনবে না। বিরোধী দল চোরাগোপ্তা হামলা, হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি ডেকে আগের মতো কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। সে ক্ষেত্রে সেই পথে বেশিদূর অগ্রসর হওয়ার যৌক্তিকতাও থাকে না। বিরোধী দল এ ধরনের কর্মসূচি নিয়ে আরো অগ্রসর হতে থাকলে সরকার কঠোর অবস্থানেই থাকবে, সেটি বিরোধীরাও বুঝতে পারে। কিন্তু তারা যদি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগটি কাজে লাগাতে চায়, তাহলে সরকারের দিক থেকে অনড় অবস্থানের কোনো সুযোগ থাকবে না। এটিও বোধগম্য বিষয়।

সুতরাং বিরোধীরা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেই পরিস্থিতি পাল্টে যাবে, জনগণও স্বস্তি বোধ করবে। দেশের সম্মুখের দিনগুলো হানাহানির চেয়েও ভোটের প্রতিযোগিতায় ভরে উঠতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিরোধী এবং সরকারের মনোভাব খুব দ্রুতই নির্বাচনী মোহনায় যুক্ত হওয়া দরকার। সময় খুব বেশি নেই, কিন্তু অল্প সময়েও সঠিক সিদ্ধান্ত হলে অনেক বড় কিছু সাধন করা যায়। আসল কাজটি হলো সময়ের সদ্ব্যবহার করা। নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হতে যাচ্ছে। এখনই উভয় পক্ষেরই নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়ার সময়। কোনো কোনো মহল প্রচার করছে যে সরকার চায় না বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ ধরনের অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন, আওয়ামী লীগ কেন তা চাইতে যাবে? বিএনপি একটি বড় দল, নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া না নেওয়া একান্তই তাদের দলীয় বিষয়, বিএনপি অংশ নিতে চাইলে আওয়ামী লীগের ঠেকিয়ে রাখার তো কোনো ক্ষমতা নেই। আবার বিএনপি অংশ নিতে না চাইলে আওয়ামী লীগের চাওয়া-পাওয়া দিয়ে কিছু হবে না, এটিও সবাই বুঝতে পারে। তবে সরকার পতনের আন্দোলনের এখন পরিণতি কারো জন্যই খুব একটা সুখের হওয়ার নয়। জনজীবনে এমনিতেই দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে কষ্ট বেড়ে গেছে।

আন্দোলনের নামে শঙ্কা তৈরি করে অস্থিরতা বাড়ানো যাবে, কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছু হবে না। সরকারকেও দেশের এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অভয়-আশ্বাস দেওয়ার কোনো না কোনো ক্ষেত্র কাজে লাগাতে হবে। কারণ বিরোধীরা নির্বাচনে অংশ না নিতে পারলে ভোটার উপস্থিতিতে স্বাভাবিক জোয়ার সৃষ্টি না-ও হতে পারে। ভোটারদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বেড়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচনটি স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক না-ও হতে পারে। তেমন নির্বাচন নিশ্চয়ই সরকারের কাম্য নয়। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অবস্থা বিবেচনা করেই সরকারকে প্রয়োজনে এক কদম এগিয়ে যাওয়ার মনোভাব দেখাতে হবে। বিরোধীদেরও সে ক্ষেত্রে এক কদম হলেও এগিয়ে আসা উচিত। তাহলেই দৃশ্যপট পাল্টে যাওয়ার দ্বার খুলে যাবে। নির্বাচনের হাওয়া চারদিকে বইতে শুরু করবে। সেটি এক পক্ষের এগিয়ে যাওয়া দিয়ে হবে না। বিরোধীদের এখন মূল্যায়ন করতে হবে তাদের আন্দোলনের কৌশল ও রাজনীতির বাস্তবতাও। ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দিলে যেমন সেই গাড়ি চলে না, নির্বাচনের আগে সরকার পতনের আন্দোলনও অগ্রসর হওয়ার পর্যায়ে নেই। নির্বাচনটি সুষ্ঠু হলে আন্দোলনের কোনো প্রয়োজন কারো পড়বে না। হস্তক্ষেপের প্রমাণ মিললে আন্দোলনের ডাক তখন সবার কাছেই সমাদৃত হবে। রাজনীতির এই বাস্তবতা উভয় পক্ষই উপলব্ধি করতে সক্ষম বলে আমাদের ধারণা। সদিচ্ছার পরিচয় দিতে হবে। সমঝোতায় আসার সব রাস্তাই খোলা আছে। সময় এখনো শেষ হয়ে যায়নি।

*লেখক: ইউজিসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলো ও সাবেক অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়*

**পরিবর্তনের এই বাস্তবতা শুধু শহরেই নয়, গ্রামেও কয়েক বছর আগেই হানা দিয়েছে। সেখানেও এখন আর সন্ধ্যার পর বাইরে তেমন আড্ডা চলে না। এর মাধ্যমে যে বিষয়টি বুঝে নিতে হবে তা হলো মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বুঝ যার যার মতো করে ঘটেই চলছে। জীবন-জীবিকার ব্যস্ততাটা অনেক বেশি। কাজ করলে হাতে পয়সা আসে, সংসার চলে, ভালো থাকা যায়। কাজ করতে না পারলে অনেকেরই টানাটানি অবস্থায় পড়তে হয়। সে কারণেই সবাই এখন দেশে শান্তি চায়, হানাহানি, বিরোধ, সংঘাত, সংঘর্ষ প্রায় সবাই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।**



# চ্যালেঞ্জ থেকেই যাবে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনে

॥ হাসান মামুন ॥

আগামী নির্বাচন ঘিরে দুপক্ষের অবস্থান এমন ছিল যে, শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সংঘাতের দিকেই যাবে বলে অনেকে অনুমান করছিলেন। তবে ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশ ঘিরেই সেটা ঘটতে হবে, এমন কোনো দিব্যি ছিল না। অনেকে এটাও ভেবেছিলেন, এর আগে রাজধানীতে বিএনপির যে একটা বড় মহাসমাবেশ হয়েছিল-তেমনই আরেকটি মহাসমাবেশ হয়ে দিনটা ভালোয় ভালোয় পার হয়ে যাবে। সেখান থেকে পরবর্তী কোনো কর্মসূচি হয়তো ঘোষিত হবে। সেটা ঘিরে কিংবা নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পর বিএনপি মরিয়া হয়ে নামলে তখন হয়তো সংঘাতে জড়াবে সরকার। কিন্তু না, ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশ জমে ওঠার আগেই এর এক প্রান্ত থেকে সংঘাতের সৃষ্টি হলো এবং তার জেরে সমবেত লোকজনকে ছেড়ে যেতে হলো সভাস্থল। তবে বিএনপির কর্মী-সমর্থকদের একাংশ অনেকটা সময় ধরে ঘটনাস্থল ছাড়েনি এবং পুলিশের সঙ্গে তারা চালিয়ে গিয়েছিল সংঘাত।

এরই মধ্যে পুলিশের একজন সদস্যকে পিটিয়ে হত্যার মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবনের ফটক ভাঙা হয়। সংবাদকর্মীদেরও অনেকে হন আক্রান্ত। বিএনপির একজন কর্মীও মারা যান। অনেকে হন আহত। এমনটি ঘটে যাওয়ার পর বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের পাইকারি আটক ও তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা দেওয়া হচ্ছে। এ অবস্থায় বিএনপিও তার মিত্রদের নিয়ে এমন সব কর্মসূচির দিকে চলে গেছে, যেগুলো এড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে। কেননা এসব কর্মসূচি সংঘাত বাড়িয়ে তোলে রাজপথে; জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা বাড়ায় এবং অর্থনীতির জন্য হয় ক্ষতিকর।

তিনদিনের টানা অবরোধ কর্মসূচির শেষদিকে এ নিবন্ধ লিখতে বসে কেবলই মনে হচ্ছে, নির্বাচনের তো বেশি বাকি নেই। সুবিধাজনক মনে করলে ডিসেম্বরের মধ্যেও এটা সেরে ফেলতে পারে সরকার। কোনো একটা বন্দোবস্তের আওতায় প্রধান বিরোধী দল বিএনপির নির্বাচনের আসার যে ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল, সেটাও ভেস্তে গেল এর ভেতর দিয়ে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেও অবশ্য দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে সংলাপের আহ্বান জানানো হচ্ছে নতুন করে। দেশের বাইরে থেকে যারা 'অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের' ওপর জোর দিয়ে আসছিলেন, তারা একই ধারায় কথা বলছেন আবার। দেশের ভেতর থেকে সরকারের মিত্র জাতীয় পার্টিও সংলাপের আহ্বান জানাচ্ছে এবং সরকারকেই বলা হচ্ছে উদ্যোগটি নিতে। উভয় পক্ষই আবার 'নিঃশর্ত সংলাপের' কথা বলছে।

নিঃশর্ত সংলাপে বিএনপি রাজি হবে বলে মনে হয় না। তারা শুরু থেকেই বলে আসছে, নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারব্যবস্থার ধারণা মেনে নিলেই হতে পারে সংলাপ। সরকার 'এবার গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে' বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও তাদের কাছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছিল না। ২০১৮ সালেই এ বিষয়ে যথেষ্ট খারাপ অভিজ্ঞতা নাকি হয়ে গিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও মনে হয় সরকারের প্রতিশ্রুতিতে আস্থাশীল নয়। নির্বাচনের অনেক আগে তাদের তরফ থেকে বাংলাদেশের জন্য ঘোষিত ভিসানীতিই এর প্রমাণ। অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বারবার ব্যক্ত করেও তারা প্রকারান্তরে বিএনপিকে অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচন আয়োজনের ওপরই জোর দিচ্ছে।

২৮ অক্টোবরের পর অবশ্য একটা একতরফা নির্বাচনের দিকে আনুষ্ঠানিক যাত্রারই সূত্রপাত হলো। নির্বাচন কমিশনও (ইসি) এ লক্ষ্যে শুরু করেছে কার্যক্রম। তারা আবার নিবন্ধিত দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের আয়োজন করেছে। রাজনীতিতে সৃষ্টি হয়ে আছে যে সংকট, তার নিরসনে ইসি-আয়োজিত সংলাপ কী ভূমিকা রাখবে, স্পষ্ট নয়। সবচেয়ে বড় কথা, বিএনপি আগেও এ ধরনের সংলাপে অংশ নেয়নি। আর এখন তো তারা রয়েছে ব্যাপক ধরপাকড়ের মধ্যে। নিজেরাও পালন করছে হরতাল-অবরোধ। সেসব ঘিরে রাজপথে হচ্ছে ত্রিমুখী সংঘাত; ঝরছে রক্ত। চলছে কথার লড়াইও। সরকার বলছে, বিএনপি সংঘাতের দিকে চলে গেছে। বিএনপি বলছে, সরকারই তাদের ঠেলে দিয়েছে সংঘাতে। এ অবস্থায় কেউ কেউ এমন তত্ত্বও এনেছেন-বিএনপি যাতে কোনোভাবেই নির্বাচনে না আসে, সেটা নিশ্চিত করতেই কৌশলে সংঘাত বাধিয়েছে সরকার। তারা চায় নির্বিঘ্নে নির্বাচনটা সেরে ফেলতে। তারপর যা হওয়ার হবে!

২৮ অক্টোবর ঘিরে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো, তাতে লাভ-ক্ষতির বিশ্লেষণ চলছে এখন। এর মধ্যে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও ঢুকে পড়েছে। তাদের তরফ থেকে এমনটিও বলা হলো, ওইদিনের ঘটনায় ক্ষমতাসীনদের একাংশের একটা 'সম্পৃক্ততা' ছিল বলে মনে হয়। সরকার বিদেশি মিশন প্রতিনিধিদের ডেকে ২৮ অক্টোবরের ঘটনায় বিএনপির ভূমিকার তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরার পরও তাদের দিক থেকে ওইরকম বক্তব্য আসাটা সরকারের জন্য বিব্রতকর। পুলিশ সেদিন 'অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ' করেছিল কিনা এবং সমাবেশের একদিকে সৃষ্ট সংঘাত নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারত কিনা-তোলা হয়েছে এমন প্রশ্নও। তারা আন্দোলনকারীদের ওপর দমনমূলক পদক্ষেপেরও বিরোধিতা করছে। সমান্তরালভাবে আছে এ পরিস্থিতিতেও সংলাপে বসার সুপারিশ।

এটা হলো আরেক বাস্তবতা, যা সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনোভাবের বিপরীত। সরকার ইতোমধ্যে এমন অবস্থানে চলে গেছে যে, 'নিঃশর্ত সংলাপের' ব্যবস্থা হলেও মনে হয় না তারা তাতে অংশ নেবে। বিএনপিকে 'সন্ত্রাসী দল' বলে বর্ণনা করেই দলটির সঙ্গে সংলাপের সম্ভাব্যতা উড়িয়ে দিচ্ছে সরকার। দেশে উপস্থিত দলটির শীর্ষ নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে আটক করা হলো ঘটনার পরপরই। ওইদিনের ঘটনাবলি ঘিরে তাকে জড়ানো হয়েছে মামলায়। তার বিরুদ্ধে আরও বেশকিছু মামলা রয়েছে, যেগুলো মির্জা ফখরুলের ভাবমূর্তির সঙ্গে যায় না। তার বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপেও বোঝা যাচ্ছে, সরকার বিএনপির সঙ্গে সংলাপে যেতে একেবারেই অনিচ্ছুক। এ ব্যাপারে ন্যূনতম আগ্রহ থাকলেও ফখরুল সাহেবকে অন্তত মুক্ত পরিবেশে রাখা হতো।

কেউ কেউ বলছিলেন, সরকারের মনোভাব আমলে নিয়ে বিএনপির উচিত বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যেই যথাসম্ভব দাবি আদায় করে নির্বাচনে চলে যাওয়া-যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবারের নির্বাচনটি গ্রহণযোগ্য করতে নিয়েছে নজিরবিহীন অবস্থান। তাদের কড়া নজরদারির মধ্যে সরকার নিশ্চয়ই এবার ২০১৮ সালের নির্বাচনের মতো কিছু ঘটাতে পারবে না। এ অবস্থায় বিএনপি জনসমর্থনের জোরে হয় জিতে যাবে; নয়তো উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আসন পেয়ে শক্তিশালী বিরোধী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। তখন তারা এমনকি প্রত্যাশিত ব্যবস্থাপনায় আরেকটি নির্বাচনের দাবিতে গড়ে তুলতে পারবে আন্দোলন। বিএনপির কোনো অংশ যে নিজে থেকে এমন সম্ভাবনা নাড়াচাড়া করে দেখেনি, তা বলা যাবে না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো অংশও এ বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়ে থাকতে পারে। তবে ঘটনাধারায় স্পষ্ট, এমন সম্ভাবনা বেশি গুরুত্ব পায়নি বিএনপির নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে। দলটির চেয়ারপারসনের বিদেশে চিকিৎসার দাবি জোরালো হয়ে ওঠার সময়টায় ওটা ঘিরে নির্বাচন নিয়ে কোনো সমঝোতা হয় কিনা, সে প্রশ্ন অবশ্য উঠেছিল; কিন্তু ওই পর্যন্তই! মনে হয়, খালেদা জিয়া ও তার পুত্র তারেক রহমান দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার ব্যাপারে অনড়। বিএনপিতেও এ মনোভাব প্রবল। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরকারের ওপর একের পর এক পদক্ষেপসহ নির্বাচনকে 'অংশগ্রহণমূলক' করার ব্যাপারে লাগাতার বক্তব্য আসাতেও তারা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার বিষয়ে অনেক বেশি উৎসাহিত হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

এখন কথা হলো, সরকারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠলেও তারা তো আর একটা বিধিবদ্ধ সরকারকে চট করে ফেলে দিতে চাইবে না। সব দেশে 'রেজিম চেইঞ্জে' এরা অভিন্ন আচরণ করে, তা-ও নয়। তারা যে এদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র, সেটাও বলা যাবে না। কোথাও কোথাও তারা গণতন্ত্রের পরোয়া না করেও অজনপ্রিয় পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করছে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ীই তারা পদক্ষেপ নেবে। সেটা বিরোধী দলের স্বার্থের সঙ্গে কতটা যাবে, বলা কঠিন। সৃষ্ট পরিস্থিতিতে কী ধরনের নির্বাচন এখানে হতে যাচ্ছে, সেটা অবশ্য তারা ভালো করেই জানে। ২৮ অক্টোবর কীভাবে কী হয়েছিল, সেটাও বোধহয় জানা। সেই জানা-বোঝা থেকে দ্রুত কোনো পদক্ষেপও তারা নিতে পারে। নিজেদের কাছে থাকা তথ্যপ্রমাণ প্রকাশ করাও হতে পারে একটা পদক্ষেপ। সরকার অবশ্য এসবের পরোয়া করছে না। তবে পশ্চিমাদের 'স্টক' থেকে এমন পদক্ষেপও আসতে পারে, যেটা পরিস্থিতিতে যোগ করবে নতুন মাত্রা।

সেই ২০১৪ সালের মতো একটা একতরফা নির্বাচন হয়ে গেলেও তারা বলতে পারবে, এটা তো 'অংশগ্রহণমূলক' হলো না। আর বিনা প্রতিরোধে না হলে নির্বাচনটি শান্তিপূর্ণ এবং সন্তোষজনক ভোটের হারে সম্পন্ন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাতেও এটি হয়ে থাকবে আগের মতো প্রশ্নবিদ্ধ। প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের পথে যে সরকার আসবে, সেটা দেশে-বিদেশে কোথাও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। দেশের ভেতরকার চ্যালেঞ্জ ক্রমে দুর্বল হয়ে এলেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চ্যালেঞ্জের মুখে থাকতে হবে সরকারকে। বর্তমান বাংলাদেশ ঘিরে বহির্দেশের এত আগ্রহের নিষ্ফল পরিসমাপ্তিও বোধহয় ঘটবে না।

লেখক: সাংবাদিক, বিশ্লেষক

**তিনদিনের টানা অবরোধ কর্মসূচির শেষদিকে এ নিবন্ধ লিখতে বসে কেবলই মনে হচ্ছে, নির্বাচনের তো বেশি বাকি নেই। সুবিধাজনক মনে করলে ডিসেম্বরের মধ্যেও এটা সেরে ফেলতে পারে সরকার। কোনো একটা বন্দোবস্তের আওতায় প্রধান বিরোধী দল বিএনপির নির্বাচনের আসার যে ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল, সেটাও ভেস্তে গেল এর ভেতর দিয়ে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেও অবশ্য দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে সংলাপের আহ্বান জানানো হচ্ছে নতুন করে।**

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে পেজলিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্র ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন জেলার বাসিন্দা/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

# অর্থনীতিতে উদ্বেগের কারণ বাড়ছে

॥ মুঈদ রহমান ॥

বাজারে মূল্যবৃদ্ধির গতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তার অন্যতম একটি হলো- মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে আনা। অর্থনীতির এ তাত্ত্বিক দিকটি অনুসরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়। মুদ্রা সরবরাহ কমাতে হলে নীতি সুদহার বা রেপো রেট বাড়াতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার বৃদ্ধি করে দশমিক ৭৫ শতাংশ। একইসঙ্গে ব্যাংক ঋণের সুদহারও দশমিক ৫০ শতাংশ বাড়ানো হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, এ উদ্যোগ কোনো কাজে আসেনি, বরং নিত্যপণ্যের বেলায় কার্যত মূল্যস্ফীতি আরও বেড়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদহার বাড়ানোর পাশাপাশি মুদ্রাবাজারে অর্থের চাহিদা নিয়ন্ত্রণেরও উদ্যোগ নিয়েছিল; কিন্তু তারও কোনো কার্যকর সুফল পাওয়া যায়নি। যদি অর্থের চাহিদা কমানো যেত, তাহলে ব্যাংকগুলোতে তারল্য সংকট থাকত না। অথচ বাস্তব অবস্থা হলো, দিনকে দিন ব্যাংকগুলোর তারল্য সংকট বাড়ছে। বেসরকারি ব্যাংকগুলো তারল্য সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য ১২-১৩ শতাংশ সুদে আমানত সংগ্রহের চেষ্টা করেও ফল পায়নি, যে কারণে প্রতিদিনই বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা ধার করছে। অক্টোবরের ১৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ধারের পরিমাণ ছিল ১২ হাজার ৫১৭ কোটি টাকা। আর ৩০ অক্টোবর ধারের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা। তবে ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে রেকর্ড পরিমাণ টাকা ধার করা হয়, যার পরিমাণ ছিল ২৪ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা। ১০ শতাংশ সুদ দিয়েও কলমানি জোগাড় করা যাচ্ছে না। তারল্য সংকটের কারণে বাজারে কলমানির লেনদেনের পরিমাণ ৫-৬ হাজার কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে, ধার করতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৬ শতাংশ। যদিও স্বঘোষিত দেউলিয়া শ্রীলংকায় এখন মূল্যস্ফীতি মাত্র ২ শতাংশ এবং প্রতিবেশী ভারতে এ হার ৫ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একদিকে মূল্যস্ফীতি যেমন বাড়ছে, অন্যদিকে বাড়ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে তারল্য সংকট।

তার মানে হলো, বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল্যস্ফীতি ও অর্থের চাহিদা কমানোর উদ্যোগটি সফল হয়নি। সমালোচকরা বলছেন, যে বিনিয়োগকারী ঋণের টাকা পরিশোধ করতে ইচ্ছুক, তার বেলায় সুদহার নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে; কিন্তু ঋণের টাকা পরিশোধ করার ইচ্ছা যার নেই, তার কাছে সুদের হার ১০ শতাংশ হলেই কী, আর ৫০ শতাংশ হলেই কী। সে তো ইচ্ছাকৃতভাবেই ঋণখেলাপি হবে। এভাবেই সরকারি হিসাবমতে দেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকায়, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ১১ শতাংশ। অনেকেই মনে করেন, প্রথাগত মুদ্রানীতি অনুসরণ করে দেশে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। আর্থিকভাবে শক্তিশালী পশ্চিমা দেশগুলোতে সুদহারসহ অর্থনীতির সব কাঠামোই বাজারভিত্তিক। এর বিপরীতে আমাদের দেশের প্রায় সবকিছুই নিয়ন্ত্রণের অধীন। এর বাইরে যেটি বলা হয়ে থাকে তা হলো, উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রায় শতভাগ ব্যাংকভিত্তিক। কিন্তু আমাদের অর্থনীতির মাত্র ৪০ শতাংশ ব্যাংকভিত্তিক, বাকি ৬০ শতাংশ ব্যাংকের আওতার বাইরে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের বক্তব্য হলো, 'অর্থনীতির অন্যসব উপাদানের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে কেবল সুদহার বাড়ানোর পদক্ষেপ এদেশে কার্যকর হবে না। বাজারে অর্থের প্রবাহ কমানোর যে উদ্যোগ বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়েছে, তাতে এসএমই, কৃষিসহ উৎপাদনশীল খাতই সবার আগে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেসব প্রভাবশালী ব্যাংক থেকে ঋণের নামে টাকা বের করে নিচ্ছেন, তাদের ওপর মুদ্রানীতির কোনো প্রভাব পড়বে না। বরং বাজারে পণ্য সরবরাহ লাইন যাতে ভেঙে না পড়ে, সেদিকে নজর দিতে হবে। উৎপাদনশীল খাতগুলোয় অর্থের প্রবাহ নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনে প্রণোদনা দিতে হবে। অন্যথায় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কথা বলে বাংলাদেশ ব্যাংক যেসব উদ্যোগ নিচ্ছে, তাতে মূল্যস্ফীতি আরও উসকে উঠবে।'

অর্থনীতির উল্লেখিত দুই সংকটের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে আরও একটি সমস্যা-শ্রমবাজারে সংকট। ওমান বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। সাম্প্রতিক সময়ে ওমান বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য সব ধরনের ভিসা স্থগিত করেছে। কী কারণে ওমান এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি বাংলাদেশ দূতাবাস। আমাদের এ তৃতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজারটি এমন সময় বন্ধ হলো, যখন আমাদের প্রবাসী আয়প্রবাহ কমতির দিকে। ওমান থেকে প্রতিবছর পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ গড়ে ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। আমাদের জন্য এটি একটি নিরাশার খবর। এর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতও বাংলাদেশিদের জন্য তাদের শ্রমবাজার বন্ধ করে দিয়েছিল। ২০১২ সালে বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য ভিসা স্থগিত করে আমিরাত সরকার। প্রায় ৯ বছর ধরে অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর ২০২১ সালে তা স্বাভাবিক করা গেছে। আন্তর্জাতিকভাবে নতুন শ্রমবাজার খুঁজে বের করা এমনিতেই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। এখন ওমানের বাজার বন্ধ হওয়ায় আমাদের আর্থিক সংকটে নতুন মাত্রা যোগ হলো।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, দেশে শ্রম রপ্তানির তৃতীয় বৃহত্তম উৎস ওমান। প্রথমদিকে দেশটিতে স্বল্পসংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিক কর্মে নিয়োজিত থাকলেও ২০০৮ সাল থেকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অভিবাসীর গন্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ওমান। উল্লেখিত সালে প্রায় ৫২ হাজার বাংলাদেশি ওমানের শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। এরপর থেকে বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য এ শ্রমবাজার বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ভূমধ্যসাগরের এ দেশটিতে গত বছর সর্বোচ্চ ১ লাখ ৮০ হাজার কর্মী কাজের উদ্দেশে বাংলাদেশ ছেড়ে যান। চলতি বছরের জুন পর্যন্ত ওমানের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছেন ৭৬ হাজার ৬৭৯ বাংলাদেশি।

আমাদের প্রবাসী আয়ের একটি বড় উৎস হলো ওমান থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স পাঠানোর দিক থেকে ওমান ছিল নবম। আর চলতি বছরে এসে গেছে পঞ্চম স্থানে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ওমান থেকে ১২৪ কোটি ডলার রেমিট্যান্স আসে; ২০২০-২১ অর্থবছরে আসে ১৫৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার; ২০২১-২২ অর্থবছরে আসে ৮৯ কোটি ৭০ লাখ ডলার এবং সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ওমান থেকে পাঠানো অর্থের পরিমাণ ৭৯ কোটি ডলার। সুতরাং, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো ওমানের শ্রমবাজার। বাংলাদেশ থেকে সাধারণত কারিগরি খাতের শ্রমিকদের জন্য ওমান একটি উপযুক্ত দেশ। শ্রমিকদের এ কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে প্রশিক্ষণ সেন্টার। ওমানের বাজার বন্ধ হলে প্রশিক্ষণ সেন্টারগুলোও বেকায়দায় পড়তে পারে। এ বিষয়ে কুমিল্লা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের অধ্যক্ষ কামরুজ্জামানের বক্তব্য হলো, 'আমাদের কলেজে অনেকেই ভিসা নিয়ে কাজ শিখতে আসেন। আবার অনেকে আগেই কাজ শিখে পরবর্তীকালে বিদেশে পাড়ি জমান। সৌদি আরবের পর সবচেয়ে বেশি টেকনিক্যাল খাতে শ্রম রপ্তানি হয় ওমানে।' ওমানের ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্ট্যাটিসটিকস অ্যান্ড ইনফরমেশনের তথ্য অনুযায়ী, ৪০ লাখ ৫০ হাজার জনসংখ্যার দেশ ওমানে মোট প্রবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। প্রবাসীদের মধ্যে বাংলাদেশির সংখ্যাই বেশি, প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ। তবে বাংলাদেশি দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী, ওমানে বাংলাদেশি কর্মীর সংখ্যা আট লাখেরও বেশি। আমাদের শত সংকটের মধ্যে নতুন সংকট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুরাহা কবে হবে, তা একমাত্র সময়ই বলে দেবে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটগুলোর দিকে কার্যকর নজর না দিলে তা গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। আমরা আশা করব, কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার মাধ্যমে ওমানের শ্রমবাজারের সংকট কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা সরকার অব্যাহত রাখবে এবং অতি অল্প সময়ে এর একটা সুরাহা হবে। যদিও মনে করা হচ্ছে, ওমানে প্রয়োজনের তুলনায় বিদেশি শ্রমিকের সরবরাহ বেশি হওয়ায় তারা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাদের নতুন শ্রমবাজারের সন্ধান করতে হবে। যতদিন তা না হয়, ততদিন আমাদের প্রবাসী আয়ের সংকটেই থাকতে হবে।

*লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়*




# MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

## IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

**Citizenship Without Exam** N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

**40-19 73rd St. Woodside, NY 11372**
**Tel: 718-701-2666**



# রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



**Princeton Court Building**
**35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372**
**(Bet. 35th & 37th Avenue)**

***Tel: 718-672-0209, 718-414-4760***



# DR. SADI ALAM, DPM
## Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

**Jamaica Office:** 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL



# দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

| | |
|---|---|
| বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়। | বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর |
| ২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়* | ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই |

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

**আমরা মেডিকেইড,** মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

# PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

# ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

**নভেম্বরের ভিসা বুলেটিন**

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) নভেম্বর ২০২৩ এর বিষা বুলেটিন প্রকাশ করেছে।

**ফ্যামিলি ভিত্তিক ভিসা প্রিফারেন্সঃ**

প্রথমঃ (এফ-১)ঃ ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারী ০১, ২০১৫।

দ্বিতীয়ঃ ইউএস গ্রিনকার্ডধারী স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যা।

এ. (এফ-২এ)ঃ গ্রিনকার্ডধারীদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তান। ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১৯।

বি. (এফ ২বি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র এবং কন্যা (২১ বছর বয়সী এবং ২১ উধ্ব বয়সী)ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারী ৮, ২০০৯।

চতুর্থঃ (এফ-৪) প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই বোনঃ এপ্রিল ২২, ২০০৭।

এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন ডকুমেন্টস এর (ইএডিএস) ভেলিডেটি এক অথবা দুই বছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বাড়বেঃ

ইউএস সিটিজেনশীপের ইমিগ্রেশন সার্ভিস (ইউএসসিআইএস) সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে যে বিশেষ বিশেষ ক্যাটাগরিতে এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশনের মেয়াদকাল থেকে বা দুই বছর বৃদ্ধি করে ৫ বছর বৃদ্ধি করা হবে। এই ঘোষনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এইএনএ ২৪৫ এর অধীনে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য যে সব আবেদন পেন্ডিং আছে সেসব আবেদনের প্রাথমিক এবং নাবয়নের জন্য সর্বোচ্চ ভ্যালিটিটি ও রাজনৈতিক আবেদন অথবা রিমুভালের ঝুলন্ড আবেদনের ক্ষেত্রে ২ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে।

অনুরূপভাবে ডিপোর্টেশন অথবা সাসপেনশন রিমুভালের ক্ষেত্রে মেয়াদ ১ বছর থেকে ৫ বছর করা হবে।

এই নির্দেশনা কার্যকর হবে সেইসব আবেদনের ক্ষেত্রে, যেসব আবেদন ২৭ তারিখের পূর্বে যেসব ইএডি ইস্যু করা হয়েছে। সে সবের ক্ষেত্রে এই নতুন পলিসি কার্যকর হবেনা।



**নিউইয়র্ক থেকে সালাম খন্দকারের প্রশ্নঃ**

আমি ২ বছর আগে এদেশে এসেছি। তারপর থেকে আমি এখানে বসবাস করছি এবং বৈধ অবস্থানের জন্য চেষ্টা করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমার তেমন কোন ধারণা নেই। সে কারণে আপনার পরামর্শের জন্যে আজ আমি লিখলাম। আশা করছি আপনার লাভ করে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

**সালাম খন্দকারের প্রশ্নের উত্তর, নন -ইমিগ্র্যান্ট ভিসাঃ**

আপনি যদি ইউএসএতে স্ট্যাটাসহীন অবস্থায় বসবাস করেন, তাহলে আপনার ভিসা পরিবর্তন করতে পারবেন না। যেমন উদাহরণঃ স্টুডেন্ট ভিসা, এইচওয়ান বি ওয়ার্ক ভিসা অথবা বিজনেস ভিসা নিয়ে প্রবেশ করে থাকেন এবং স্ট্যাটাস থাকে সেক্ষেত্রে আপনি একজন ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আপনার যথাযথ ভিসা ক্যাটাগরি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

**ইমিগ্র্যান্ট ভিসা-গ্রিনকার্ড**

পারমানেন্ট রেসিডেন্ট যেমন গ্রিনকার্ড জব স্পন্সর বা পরিবারের ঘনিষ্ঠ কোন সদস্য আপনার জন্য স্পন্সর করতে পারেন। একজন ইউএস সিটিজেন নিম্নলিখিত সদস্যদের জন্য স্পন্সর করতে পারেনঃ স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী), ২) সন্তান যে কোন বয়সী এবং বিবাহিত, ৩) অভিভাবক, ৪) ভাই ও বোন। একজন গ্রিনকার্ডধারী কেবল স্বামী-স্ত্রী এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন। জব স্পন্সরের ক্ষেত্রে দক্ষ এবং অদক্ষ বিভিন্ন ক্যাটাগরির জন্য আবেদন করতে পারেন। জব ভিত্তিক এবং পরিবার ভিত্তিক স্পন্সর এর ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অবশ্যই বৈধ স্ট্যাটাস হতে হবে। ইউএস সিটিজেন বা সন্তানের জন্য আবেদন করতে তাকে এদেশের বৈধ প্রবেশধারী হতে হবে। যেমন আপনি বৈধ ভিসা নিয়ে প্রবেশ করলেও বৈধভাবে অবস্থান করছেণ না। সেক্ষেত্রে আপনি ভিসা পওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবেন না।

**রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনাঃ**

রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার ক্ষেত্রে আপনার প্রবেশ বৈধ বা অবৈধ হোক, কিছু যায় আসে না। তবে আপনাকে এদেশে প্রবেশের ১ বছরের মধ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন করতে হবে। ইউএস ইমিগ্রেশন আপনার এ্যাসাইলমের পক্ষে ভালো যুক্তি দেখাতে পারলে আপনার আবেদন গ্রহণ করবে। আর ইউএসএতে অবস্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু তথ্য দেয়া হলো। বিস্তারিত জানতে ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইট দেখুন।

**সিভিক টেস্টঃ**

নিচে সিভিক টেস্টের ১০০টি প্রশ্ন মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রকাশ করা হলো। ন্যাচারালাইজেশনের জন্য একজন আবেদনকারীকে ১০ টি প্রশ্নের মধ্যে অবশ্যই ৬টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হবেঃ

প্রশ্নঃ ৪৭) বর্তমানে প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকারের নাম কি।

সঠিক উত্তরঃ মাইক জনসন।

প্রশ্নঃ ৪৮) যারা ভোট দিতে পারবেন সে নিয়ে সংবধানে ৪টি সংশোধনী হয়েছে। এগুলির মধ্য থেকে একটির বর্ণনা দিতে হবেঃ

সঠিক উত্তরঃ (১) ১৮ বছর বা তদোর্ধ্ব বয়সী নাগরিক, (২) ভোট দেয়ার জন্য কোন ট্যাক্স (নির্বাচনী ট্যাক্স) নিতে হয় না, (৩) যে কোন নাগরিক (পুরুষ বা মহিলা) ভোট দিতে পারেন, (৪) যে কোন সম্প্রদায়ের পুরুষ নাগরিক ভোট দিতে পারেন।

প্রশ্নঃ ৪৯) ইউএস সিটিজেনদের যে কোন একটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করতে হবেঃ (৫) জুরির দায়িত্ব পালন, (২) দ্বিতীয় নির্বাচনে ভোট দান।

প্রশ্নঃ ৫০) ইউএস সিটিজেনদের জন্য ১টি অধিকারের কথা বলুন।

সঠিক উত্তরঃ জাতীয় নির্বাচনে ভোট দান, জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

প্রশ্নঃ ৫১) ইউনাইটেড স্টেটসে বসবাসকারী সকলের জন্য ২টি অধিকার কী কী?

সঠিক উত্তরঃ মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সমবেত হওয়ার স্বাধীনতা সরকারের কাছে আবেদন জানানোর অধিকার, ধর্ম পালনের অধিকার, অস্ত্র বহনের অধিকার।

প্রশ্নঃ ৫২) আনুগত্যের অঙ্গীকার আমরা কীসের প্রতি দেখাই?

সঠিক উত্তরঃ যুক্তরাষ্ট্র (ইউনাইটেড স্টেস) এবং জাতীয় পতাকা। আরও বলা যায়, ইউএ'র পরিচয় ও মূল্যবোধ এবং সিটিজেনদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া।

প্রশ্নঃ ৫৩) ইউএস সিটিজেনশীপ লাভের সময় নেয়া যে কোন ১টি অঙ্গিকারের কথা বলুন।

সঠিক উত্তরঃ ১) অন্য সব দেশের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ, ২) ইউসেএ'র সংবিধ:ান আর আইন মেনে চলা, ৩) ইউএস সামরিক বাহিনিতে সেবা দান (যদি প্রয়োজন হয়), ৪) জাতির সেবা করা প্রয়োজন হলে, ৫) ইউএস'র (এদেশের) প্রতি আনুগত্য থাকা।

প্রশ্নঃ ৫৪) কত বছর বয়সী নাগরিকরা প্রেসিডেন্টকে ভোট দিতে পারে?

সঠিক উত্তরঃ ১৮ বছর এবং তদুর্ধ নাগরিকা।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

**অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।**

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

*আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।*

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

# মেট্রো রেলের বহুমুখী উপযোগিতা

॥ রিফাক আহমেদ ॥

উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচল উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ থেকে শুরু হয়েছে বাণিজ্যিক যাত্রা। এই বাণিজ্যিক যাত্রার মধ্য দিয়ে ঢাকার মূল পরিবহনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল মেট্রো রেল।

মেট্রো রেল পরিবেশবান্ধব প্রকল্প। এতে সময়, যানবাহন পরিচালনা ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাবে। রোববার (৫ নভেম্বর) থেকে শুরু হলো উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেলের বাণিজ্যিক যাত্রা। মাত্র ৩১ মিনিটেই রাজধানীর উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারবে নগরবাসী। দুই থেকে আড়াই ঘণ্টার পথ এত অল্প সময়ে পাড়ি দেওয়া রাজধানীর যোগাযোগব্যবস্থার ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। মেট্রো রেলের উত্তরা থেকে মতিঝিল অংশ চালু হওয়ায় যানজট, বায়ুদূষণ কমবে এবং যাত্রীদের সময় সাশ্রয় হবে। সময় সাশ্রয়ের ফলে দৈনিক ক্ষতি কমবে আট কোটি ৩৮ লাখ টাকা; যার বার্ষিক পরিমাণ দাঁড়ায় তিন হাজার ৫৮ কোটি টাকা। আর এই করিডরে যানবাহন পরিচালনা বাবদ দৈনিক খরচ কমবে এক কোটি ১৮ লাখ টাকা; যার বার্ষিক পরিমাণ ৪৩০ কোটি টাকা। অন্যদিকে যানবাহনের জ্বালানির কারণে বছরে ওই করিডরে যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হতো, মেট্রো রেল চালু হওয়ায় দুই লাখ দুই হাজার ৭৬২ টন কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাবে।

এর আর্থিক পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় তিন হাজার ৫০০ কোটি টাকা। মেট্রো রেল চালু হওয়ায় ব্যক্তিগত গাড়ি ও বাস ব্যবহারকারী অনেক যাত্রী মেট্রো রেলে যাতায়াত করবে। এর ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ আরো কমবে। বাসের ক্ষেত্রে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ ৫১ গ্রাম, ব্যক্তিগত গাড়ির ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ১৬৮ গ্রাম। তবে সামগ্রিক ঢাকার যানজট নিরসন ও চলাচল নির্বিঘ্ন করতে ফুটপাত, শৃঙ্খলিত গণ-পরিবহন গড়ে তোলা দরকার।

আশার কথা এই যে গত বছর চালু হওয়া দিয়াবাড়ী থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেল এই গণপরিবহনের যাত্রী ৫৯.৪১ শতাংশ, সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী ১৪.৯৬ শতাংশ, মোটরসাইকেলের যাত্রী ৬.৮ শতাংশ, রিকশার যাত্রী ৫.৩ শতাংশ, ব্যক্তিগত গাড়ির যাত্রী ৪.৫১ শতাংশ, রাইড শেয়ার ও অন্যান্য যাত্রীর পরিমাণ ৯.০১ শতাংশ, পাশাপাশি রাজধানীতে সমন্বিত পরিবহনব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তাহলে মেট্রো রেলের কার্যকর সুবিধা পাওয়া যাবে।

জানা যায়, ঢাকার যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে ২০৩০ সালের মধ্যে ছয়টি মেট্রো রেল প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। প্রথম প্রকল্প ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি)-৬। উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত প্রকল্পের দৈর্ঘ্য ২১.২৬ কিলোমিটার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭৩ কিলোমিটার অংশের উদ্বোধন করেন গত বছরের ২৮ ডিসেম্বর। শুক্রবার ছাড়া উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলাচল করছে। এই অংশে দৈনিক ৮০ হাজার যাত্রী চলাচল করে। আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশেও আশা করা যায় দৈনিক পাঁচ লাখ যাত্রী চলাচল করবে। আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশ চালুর পর প্রথমে ফার্মগেট, সচিবালয় ও মতিঝিল স্টেশনে যাত্রী ওঠানামা করতে পারবে। উদ্বোধনের দুই সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন চালু করা হবে। পরে ধাপে ধাপে অন্য স্টেশনগুলো চালু করা হবে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এমআরটি-৬ প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয়ের আকার নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৩ হাজার ৪৭১ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। এরই মধ্যে জাপানের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে ১৯ হাজার ৭১৮ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। আর বাংলাদেশ সরকারের বিনিয়োগ ১৩ হাজার ৭৫৩ কোটি ৫২ লাখ টাকা। এমআরটি-৬ প্রকল্পের আওতায় উত্তরা সেন্টার স্টেশন সংলগ্ন ভূমিতে ২৮.৬১ একর জমিতে টিওডি বা বহুমুখী বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। টিকিটের টাকা এবং ওই টিওডির টাকায় এমআরটি-৬ প্রকল্প পরিচালনা করা হবে। এ ছাড়া উত্তরা উত্তর, আগারগাঁও, ফার্মগেট ও কমলাপুরে স্টেশন প্লাজা গড়ে তোলা হবে। এসব স্টেশন প্লাজায়ও বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম থাকবে। এমআরটি-৬ প্রকল্পের যাত্রীদের ওঠানামার জন্য ১৭টি স্টেশন করা হয়েছে। স্টেশনগুলোর মধ্যে রয়েছে উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর-১১, মিরপুর-১০, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, মতিঝিল ও কমলাপুর।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর ঢাকার যানজট নিরসনে কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনার (এসটিপি) সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। প্রথমে ২০১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর একনেকে এমআরটি-৬ প্রকল্প অনুমোদন করে। আর মেট্রো রেলের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে ২০১৩ সালের ৩ জুনে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কম্পানি (ডিএমটিসিএল) গঠন করে। পাশাপাশি ঢাকা ও আশপাশের এলাকার পরিবহনব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে ২০০৫ সালের এসটিপি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। সংশোধিত ২০১৫-৩৫ মেয়াদের এসটিপিতে ছয়টি মেট্রো রেল প্রকল্প যুক্ত করে। সব কটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক দাঁড়াবে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার। এর মধ্যে উড়াল ৬৯ কিলোমিটার এবং পাতাল ৬১ কিলোমিটার। যানজটে ঢাকার বার্ষিক ক্ষতি ৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকা। ঢাকার মেট্রো রেল প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হলে রাজধানীবাসীর জীবনে ভিন্নমাত্রা ও গতি যোগ হবে, কর্মসংস্থান বাড়বে এবং জি-ডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়বে; সময় সাশ্রয়ী যানে চলাচল করবে ৫০ লাখ মানুষ। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে এই যানবাহনে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী সব শ্রেণির মানুষের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে।

রাজধানীতে মেট্রো রেলের পরিপূর্ণ সুবিধা চালু হলে বাড়বে সড়কের গতি। বাঁচবে কর্মঘণ্টা। ফলে বেড়ে যাবে দেশের জিডিপি। পাশাপাশি যানজটে আটকে থাকার কারণে আর্থিক ক্ষতিও কমবে বলে মনে করছেন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সড়কে সময় বাঁচানোর বিষয়টি পাল্টে দেবে দেশের অর্থনৈতিক চিত্র। দেশের জিডিপির ৩৫ শতাংশের জোগান দেয় ঢাকা। রাজধানীর মানুষের কর্মঘণ্টা বাড়ার মধ্য দিয়ে এই অংশীদারি আরো বাড়বে বলে আশা করা যায়। তবে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু হলে মাত্র ১২ শতাংশ নগরবাসী এর সুবিধা পাবে। নগরবাসীর একটি বড় অংশ এই সুবিধার বাইরে থাকায় র‍্যাপিড ট্রানজিট ও শাটল ট্রেনের মতো পরিবহন যুক্ত করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

***লেখক : প্রকৌশলী***













বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

## পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় ও পুনর্গঠন শীর্ষক

# আলোচনা

**স্থান:**
**MUNA Center of Jackson Heights**
35-35,71th Street, Jackson Heights, NY 11372

**তারিখ:**
**৭ নভেম্বর ২০২৩**
**মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৫:৩০ মিনিট**

## আলোচকবৃন্দ:

যুক্তরাষ্ট্রে সফররত বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ
**আব্দুল্লাহহিল মামুন আল আজমী**

**মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান**
সভাপতি, নিউইয়র্ক নর্থ জোন, মুনা

**মাওলানা তোয়াহা আমিন খান**
সেক্রেটারী, নিউইয়র্ক নর্থ জোন, মুনা



**মহতি অনুষ্ঠানে আপনারা সকলে আমন্ত্রিত**

বোনদের বসার ব্যবস্থা আছে

## মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)
**Muslim Ummah of North America (MUNA)**
জ্যাকসন হাইটস ও এলমহার্স্ট চ্যাপ্টার

# প্রায় ২ লাখ ডলারের অর্থ প্রতিশ্রুতি

(শেষের পাতার পর)

উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুসল্লিদের কাছ থেকে ২ লাখ ডলারের মতো অর্থ প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

মুনা সেন্টার অব জ্যাকসন হাইটসের সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে বিশেষ অতিথি ছিলেন মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সভাপতি মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান, বিএমএএনএ নি-উইয়র্ক-চ্যাপ্টারের সভাপতি ডা. আতাউল হক ওসমানী, মাদানী মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি গোলাম সারওয়ার, মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোনের অফিস সম্পাদক দিদারুল আলম ও মুনা এস্টোরিয়া চ্যাপ্টারের সভাপতি আব্দুস সবুর। যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচলনা করেন সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক কায়কোবাদ কবীর ও অর্থ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হামিমুল ইসলাম হামিম। এছাড়াও মসজিদ নাি-মরাহ'র শিক্ষার্থীরাও কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। পরবর্তীতে অতিথিরা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ইসলামের আলোকে মসজিদ প্রতিষ্ঠা এবং ইহকাল-পরকালের লাভ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যে উপস্থিত মুসল্লী নর-নারীগণ মসজিদ নামিরাহ'র জন্য ২ লাখ ডলারের মতো অর্থ দানের প্রতিশ্রুতি দেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ১০ হাজার, কেউ ৫ হাজার বা ২/৩ হাজার ডলারের প্রতিশ্রুতি দেন।

সবশেষে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম দেলোয়ার হোসাইন।

# জাপা এখনো ভাবছে

(৪৬ পাতার পর)

পরিস্থিতি পর্যালোচনা হচ্ছে।

পরিস্থিতি দেখে নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। বুধবার (১ নভেম্বর) জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের বিশেষ দূত মাসরুর মাওলার গুলশানের বাসভবনে নৈশভোজে অংশ নেন বৃটিশ হাইকমিশনার। এতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের, মহ-াসচিব মুজিবুল হক চুন্নু, বৃটিশ হাইকমিশনের পলিটিক্যাল সেক্রেটারি সাইমন পেইজও অংশ নেন। পরে মাসরুর মাওলার বরাতে খবর বের হয় জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। এ বিষয়ে মাসরুর মাওলা বলেন, বৈঠকে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে কথা হয়েছে। জাতীয় পার্টি যেহেতু রাজনৈতিক দল, সে হিসেবে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়াটাই স্বাভাবিক। সে কারণে আমরা বলেছি একক নির্বাচনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। নির্বাচনে যাবো কি যাবো না তা পরে বোঝা যাবে। আমাদের এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত আমরা একক নির্বাচন করবো। আমরা সরাসরি কোনো ঘোষণা দেই নাই। আমরা বলেছি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। জাতীয় পার্টির প্রেস সেক্রেটারি খন্দকার দেলোয়ার জালালী পার্টি চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের বরাতে বলেন, ওই বৈঠকে নির্বাচনে যাবে জাপা এমন কোনো কথা হয়নি। যে খবরটা ছড়িয়েছে এটা সঠিক নয়। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মিটিং করেছেন কিন্তু এমন কোনো সিদ্ধান্ত দেন নাই।

# রাজনীতির ফাঁদ-ফাঁসে আমজনতা

॥ রিন্টু আনোয়ার ॥

বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলো যে যাকে যেভাবে পারছে ফাঁসাচ্ছে, ফাঁদে ফেলছে। তাদের এ ফাঁস-ফাঁদে বলি হওয়াদের নাম পুলিশ, হেলপার, যুবলীগ, যুবদল ইত্যাদি। এ ধরনের নামাবলিতে তাদের আর মানুষের মর্যাদা মিলছে না। রাজনীতির বলি হয়ে যাওয়ার পর তারা কেবলই লাশ। আর পরিচয় দল, লীগ, ড্রাইভার, হেলপার। তাদের শাহাদাৎ হয় না। যারা মরে বা মারা যায় তাদের স্বজন, সন্তানরাও খবরের আইটেম হয় না। এর দায়ও কারো নিতে হয় না। ফলে লাভবান উভয় পক্ষই।

এভাবেই যুগের পর যুগ দেশের সরকারি দল আর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো চালিয়ে যাচ্ছে একে অপরকে ফাঁদে ফেলার অসম প্রতিযোগিতা। যদিও বর্তমান ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ বিএনপিকে কোনো ফাঁদে ফেলছে না বা কোনো প্রলোভনও দেখাচ্ছে না আবার বিএনপিসহ বিরোধীরা বলছে, আমরা সরকারের কোনো পাতানো ফাঁদে পা দিচ্ছি না। অথচ এখন সাধারণ জনগণ সহজেই রাজনীতির ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। এর অন্যতম কারণ হলো প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের প্রসার। এখন মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্যে কিংবা ভুল তথ্য দিয়ে রাজনীতিতে লাভবান হওয়া কঠিন।

সে দিন ২৮ অক্টোবরের কথিত উচ্ছৃঙ্খল জনতা বা অঘটনঘটনপটীয়সীদের কাছে আমিনুল পারভেজ শুধুই পুলিশ। বিরোধী দলের কাছে সরকারি লাঠিয়াল। যে গায়েবি মামলা দেয়, গুম বা ক্রসফায়ার করে, বিরোধী দলের লোকজনকে বেধড়ক পেটায়। তা কার নির্দেশে, কেন তা এই উচ্ছৃঙ্খল জনতা কখনো ভাবে না। আর পুলিশের কাছে আন্দোলনরত মানুষগুলো শুধুই উচ্ছৃঙ্খল জনতা। ঠিক গুম, ক্রসফায়ারে নিহতরা যেমন কাগজে-কলমে মাদক ব্যবসায়ী, গুন্ডা, অস্ত্রবাজ। কার নির্দেশে, কেন তারা মহাঅপরাধী? কে উপরের নির্দেশকারী? সেই নির্দেশ পালনকারী পুলিশ তা জানে না। মোট কথা, মরার তালিকায় কেবলই আমজনতা।

যুগ যুগ ধরে ক্ষমতার রাজনীতির এটিই বাস্তবতা। তারা তাদের প্রয়োজনে সবকিছু করে। করতে পারে। পারলে লাশের আবাদও করে। রাজনীতির উদ্দেশ্য মানবিক ও জনকল্যাণমুখী হলে মোটেই এমনটি হতো না। অর্থ, বিত্ত আর প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহের রাজনীতি এ নিষ্ঠুরতার কর্তৃত্বপরায়ণের তালিমই দেয়। আর জোর করে বা সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে ক্ষমতাবান থাকার মধ্যে এই শ্রেণীটি কোনো লাজ বা গ্লানি দেখে না। গৌরব দেখে। তা বিএনপি কর্মী ভোলার রহিম আর কক্সবাজারের একরাম হোক। ইলিয়াস আলীই হোক। এখন কারো পুলিশের লাশ দেখলে বিকৃত সুখানুভূতি। কারো তৃপ্তি নিজ বা ভিন্ন দলের কর্মীর লাশ দেখলে। কখনো কখনো কোনো কোনো তন্ত্রের কাছে সৈন্য মরলে মূল্যবান, বেঁচে থাকলে বেতনভোগী বোঝা। রাজনৈতিক দলান্ধ পাগল শ্রেণী অনেক সময় বুঝে উঠতে পারে না, জালিম আর মজলুম দুই পক্ষই পরস্পরের ওপর জুলুমের দায় চাপায়। জালিম জিতে যায়। মজলুম সংখ্যায় অনেক হয়ে গেলেও থাকে লঘু হয়ে। টেকনাফ পৌরসভার কাউন্সিলর একরাম, পুলিশ কনস্টেবল আমিনুল আর যুবদলের বিল্লালরা এই মজলুমই। তারা রাজনীতির ফাঁস আর ফাঁদের শিকার মাত্র।

সে দিনের ভিডিও ফুটেজে দেখা গেল সবুজ শার্ট, নীল প্যান্ট, পায়ে বুট, মাথায় হেলমেট পরা একজনকে ইটের খোয়া আর ডাবের খোসার মধ্যে ফেলে পেটাচ্ছে কিছু লোক। শেষ পর্যন্ত মারা যান মানুষটি। কিছুক্ষণ পর জানাজানি হয়, ওই ব্যক্তি একজন পুলিশ কনস্টেবল। মূলধারার গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ২৮ অক্টোবর সন্ধ্যা থেকে আমিনুলকে পেটানোর বিভিন্ন ছবি, জীবনের গল্প ভেসে আসতে থাকে। শুভবুদ্ধির মানুষের হৃদয়ে ক্ষরণ হয়। হৃদয়ে এমন রক্তক্ষরণ হয়েছে টেকনাফ পৌরসভার কাউন্সিলর একরামুল হককে বন্দুকযুদ্ধে হত্যার অডিও প্রকাশের পরও। সেই

**সে দিনের ভিডিও ফুটেজে দেখা গেল সবুজ শার্ট, নীল প্যান্ট, পায়ে বুট, মাথায় হেলমেট পরা একজনকে ইটের খোয়া আর ডাবের খোসার মধ্যে ফেলে পেটাচ্ছে কিছু লোক। শেষ পর্যন্ত মারা যান মানুষটি। কিছুক্ষণ পর জানাজানি হয়, ওই ব্যক্তি একজন পুলিশ কনস্টেবল। মূলধারার গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ২৮ অক্টোবর সন্ধ্যা থেকে আমিনুলকে পেটানোর বিভিন্ন ছবি, জীবনের গল্প ভেসে আসতে থাকে। শুভবুদ্ধির মানুষের হৃদয়ে ক্ষরণ হয়। হৃদয়ে এমন রক্তক্ষরণ হয়েছে টেকনাফ পৌরসভার কাউন্সিলর একরামুল হককে বন্দুকযুদ্ধে হত্যার অডিও প্রকাশের পরও।**

অডিওতে একরামুল হকের মেয়েকে বলতে শোনা যায়, 'আব্বু তুমি কান্না করতেছ যে...।'

এখন প্রায় একই কান্না পুলিশ আমিনুলের স্বজনদের। কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে পুলিশ ও বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে নিহত স্থানীয় ছাত্রদল নেতা রিফাত উল্লাহর স্ত্রী রাজিয়ারও প্রশ্ন, 'আমার মেয়ের বাপ আর নাই। মেয়ের বাপরে পুলিশ মাইরা ফেলছে। আমার মেয়ে এখন কারে বাপ ডাকব? তোমরা পুলিশরে গিয়া জিগাও'- এই প্রশ্নের উত্তর রাজনীতিবিদদের দেয়ার কথা। কিন্তু, খেলারামরা জবাব দেন না। ঝিম মেরে মজা দেখেন। আর কলকাঠি নাড়েন। এসবের ঘটক, অনুঘটক, আয়োজক কারা? সাম্প্রতিক এই সহিংসতাসহ নানা ঘটনায় আবারো প্রমাণ করল, স্বাধীনতার এত বছর পর শুধু ক্ষমতার অদলবদল ঘটাতে ফাঁস আর ফাঁদের এত আয়োজন।

খুন-গুমের শিকার পরিবারগুলোর দুঃখ-যন্ত্রণাকে যে যার মতো অবজ্ঞা করছে। কোনোটিকে আবার হৃদয়বিদারক বলছে। এ ব্যাপারে সবাই এক মহাস্বাধীনতা ভোগ করছে। সমস্যা স্বীকার না করারও এক আজব স্বাধীনতাও ভর করেছে। অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়েও এই গোয়ার্তুমি। রাজনীতির ব্যারাম অর্থনীতির ওপরও পড়েছে। নিত্যপণ্যের বাজারে পাগলা ঘোড়া ছুটছে দানবের মতো। গোল আলু থেকে শুরু করে পেঁয়াজ-মরিচ-শুঁটকি সবখানেই সিন্ডিকেট। রফতানি আয় কমতে কমতে তলানিতে। আমদানি ব্যয় বেড়ে গেছে সব মাত্রা ছাড়িয়ে। তৈরী পোশাক শিল্প সেক্টরেও বিপর্যয়। প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স খাতে অবিরাম খরা। কোনো সূচকেই সুসংবাদ নেই।

এর মধ্যে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন, দেশের চার কোটির বেশি মানুষ ইউরোপের স্ট্যান্ডার্ডে বাস করে। এর আগে বাংলাদেশের মানুষ স্বর্গে আছে বলে দাবি করেছেন অর্থমন্ত্রী। তাদের কাছে এ সংক্রান্ত তথ্য-সাবুদ থাকতেও পারে। দেশটির বহু মানুষ যে জান্নাতি সুখ সম্ভোগে আছে তাও সঠিক। ফেঁসে যাওয়া আমজনতা এই বেহেশতে কী দশায় আছে তা ফুটপাথ থেকে কাঁচাবাজার সব জায়গায়ই দৃশ্যমান। ক্ষমতাসীন বা বিরোধীদল কারো মধ্যেই এ বিষয়ে কোনো অ্যাজেন্ডা নেই। আছে 'খেলা হবে খেলা হবে' আওয়াজ। এ খেলার অতি খেলোয়াড়রা সমানে পেনাল্টিতে মারছে মানুষকে। ঘায়েল করছে, ফাঁসাচ্ছে সরকারকেও। চাল, ডাল, তেল, নুন, চিনি, আটা, ময়দা, আদা, পেঁয়াজ, রসুন, চামড়া, আমড়া সব কিছু নিয়েই খেলছে সমানে। তারা দেশের খাদ্য সঙ্কটের তাওয়ায় তা দিচ্ছে।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি-ডব্লিউএফপির সর্বশেষ সমীক্ষা বলছে, বাংলাদেশে এই বছরের আগস্টে জনসংখ্যার প্রায় ২৪ শতাংশ বা চার কোটি মানুষ খাদ্যনিরাপত্তাহীন ছিল, যা এই বছরের মে মাস থেকে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখিয়েছে। সমীক্ষা মতে, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছে ৪৭ শতাংশ মানুষ। ডব্লিউএফপির জরিপ থেকে উঠে আসা চিত্রটি এই বছরের মার্চ মাসে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং সানেম পরিচালিত একটি সমীক্ষার ফলাফলের কাছাকাছি। সানেম নিম্ন আয়ের পরিবারের জীবনযাত্রার অবস্থার ওপর মূল্যস্ফীতির প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য দেশের আটটি বিভাগের এক হাজার ৬০০টি নিম্ন আয়ের পরিবারের ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করে। তাদের সমীক্ষা বলছে, ৭০ শতাংশের বেশি দরিদ্র পরিবার তাদের খাদ্যের খরচ কমিয়েছে। গোশত, মাছ ও ডিমের বদলে নিম্নমানের খাবার বেছে নিয়েছে, যা তাদের খাদ্যনিরাপত্তার পরিস্থিতি ছয় মাস আগের তুলনায় আরো খারাপ করেছে। ফেঁসে গেলে বা ফাঁদে পড়লে জন্তুদেরও যা হয়, তা এখন আশরাফুল মাখলুকাত মানুষেরও। ২০২২-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের মাসিক মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ২ থেকে বেড়ে প্রায় ১০ শতাংশ হয়েছে। লুকানোর আর কোনো সুযোগ নেই এ বাস্তবতা। এরপরও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে দিতে সরকার ও ব্যবসায়ীরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংককে দুর্বল করে ফেলেছে।

ব্যাংক খাতের সঙ্কট কাটাতে বছরজুড়েই প্রভাবশালীদের চাপে একের পর এক সিদ্ধান্ত বদল করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ঠিক সময়ে পাচার থামাতে, রফতানি উন্নয়ন তহবিল ঋণ বন্ধ ও ফেরত আনতে পারেনি, দুই অঙ্কের মূল্যস্ফীতির সময়ে পারেনি এক অঙ্কের বেঁধে দেয়া সুদের হার থেকে সরে আসতে। রিজার্ভ থেকে দেয়া উন্নয়নসহায়তা ঋণ ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাংকগুলোতে ফাঁসানোর যত কাণ্ডকীর্তি। ক্রমাগত বড় বড় ব্যাংকিং ঋণ কেলেঙ্কারি চলতে থাকলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়নি; বরং পর্যবেক্ষক সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এসবের অন্যতম উদ্দেশ্য- ব্যাংক মালিক, পরিচালক, ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালীদের সম্পদ হস্তান্তর, সস্তায় ঋণ সরবরাহ। এসবের পরতে পরতেও লুকিয়ে আছে নিষ্ঠুর রাজনীতি।

এর আগে রিজার্ভ থেকে উন্নয়ন প্রকল্পে ডলার ঋণের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরামর্শ শোনেনি সরকার। নিজেও এক ধরনের ফেঁসে গিয়ে স্বাধীন মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মূলধন খেয়ে ফেলা, মালিকানা হস্তান্তর, বাড়ন্ত খেলাপি ঋণ ও ঋণ কেলেঙ্কারিতে জড়িত কোনো ব্যাংকের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিতে পারেনি নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। ডলার রেট নির্ধারণেও স্বাধীন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা যায়নি। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরাই নীতিনির্ধারণে নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা নিয়ে ফাঁদে ফেলেছে সরকারকে। আসলে ফাঁদ আর ফাঁস এখন একদিকে নয়, সব দিকেই। আমজনতাকে পেঁচিয়ে ফাঁসটিকে আরো সর্বব্যাপী করা হয়েছে। দেয়া হয়েছে জাতীয় রূপ। কিন্তু, ঋণখেলাপি, অর্থ পাচারকারী, করখেলাপি লুটেরারা থেকে যাচ্ছে ফাঁকতালে। ফলে দিনে দিনে দেশ-জনতা ক্ষমতাকে ঘিরে এক ভীতির রাজনীতির ফাঁদে আটকে যাচ্ছি।

*লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট*

# নীতিই যখন দুষ্টের পালন

ড. মো: মিজানুর রহমান

পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি নীতিকথা হলো, 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, মানীকে মান্য করা, গুরুজনের সেবা করা, আর ধর্মে অবিচল ভক্তি রাখাই মানুষের কর্তব্য।' এই নীতিকথার অন্যতম দু'টি কম্পোনেন্ট হলো, 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন'। 'দুষ্ট' শব্দের অর্থ আমরা জানি কারণ দুষ্টতেই তো ভরে গেছে দেশটি। তবে 'শিষ্ট' হলো একটি বিশেষণ পদ যার অর্থ শান্ত, রুচিবান, পরিশীলিত, শিক্ষিত, মার্জিত, ভদ্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক গার্নার বলেন, রাষ্ট্র হলো কম বা বেশি এমন একটি জনসমাজ, যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং যাদের একটি সুসংগঠিত সরকার আছে, যার প্রতি অধিকাংশ অধিবাসীই আনুগত্য পোষণ করে। এই রাষ্ট্রের সফলতার অন্যতম নিয়ামক হলো দুষ্টকে দমন করে শিষ্টকে পালন করে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এবং সমৃদ্ধ করা। উন্নত বিশ্বে এই নীতি এখনো অনেকটা চর্চায় থাকলেও অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এই নীতিকথার চর্চা তো হচ্ছেই না বরং হচ্ছে তার উল্টো। উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রচলন নিয়ে আজকের লেখা।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, ৭৫ বছর পূর্বে ব্রিটিশ থেকে স্বাধীন হওয়া উপমহাদেশের তিনটি দেশের নানা রকম সমস্যা থাকলেও একটি সাধারণ সমস্যা হলো, এ অঞ্চলে রাজনৈতিক চিন্তাধারার দমন হয়েছে এবং ক্রমেই তা বাড়ছে। তার মতে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বহুপক্ষীয় মতাদর্শে বাংলাদেশ পূর্বে অনেক উন্নতি করলেও গত কত বছরে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। দেশের ম্যাক্রো ইকোনমিক ইন্ডিকেটর, যেমন- রিজার্ভ কমে যাচ্ছে; অস্বাভাবিক ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যাপকভাবে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে, টাকার মান কমে যাচ্ছে ফলে সার্বিকভাবে অর্থনীতি অনেক দুর্বল হয়ে পড়ছে।

**দুষ্টের পালন, শিষ্টের দমন যেভাবে**

দুষ্টরা একটি অপরাধ করে পার পেলে দ্বিতীয় অপরাধ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এভাবে ব্যক্তি নানা অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং এক সময় অপরাধ চক্র গড়ে তুলতে পারে। অপরাধী বেপরোয়া হয়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ প্রভাবশালীদের আশ্রয়-প্রশ্রয়। অনেক সময় দেখা যায়, এরা ক্ষমতাবান ও সম্পদশালীদের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে কাজ করে। রাজনীতির সাথে অপরাধের যোগসাজশে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে এরা। অপরাধী এবং তাকে রক্ষাকারী সমান অপরাধী। মন্ত্রী-এমপিরাও অপরাধীদের রক্ষার চেষ্টা করেন।

দেশের সংসদ সদস্যদের মূল কাজ আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখা। কিন্তু তারা এলাকার শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশদের কার্যক্রমে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন। নিজের মতের অনুসারীদের সুবিধা দেন, ভিন্নমতের অনুসারীদের দমন করেন। অনেক সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অপরাধীদের ধরতে চাইলেও সংসদ সদস্যের সুপারিশে ছাড়া পেয়ে যায়। বিরোধী মত দমন করে নিজ দলের কর্মীদের রক্ষা করাই যেন তাদের কাজ; ন্যায়-অন্যায় এখানে মুখ্য বিষয় নয়।

দেশের প্রায় সব দুর্নীতি ও অনিয়মই এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কাজের সাথে ক্ষমতাবানদের সাথে সংশ্লিষ্টরা জড়িত। মাঝে মধ্যে তাদের দু'য়েক জন গ্রেফতার হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা আইওয়াশ। দুর্নীতির সাথে কেবল দুর্নীতিবাজ নয় বরং ক্ষমতাসীনদের অনেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। অথচ তা কমই আমলে নেয়া হয়।

**নীতিই যেখানে প্রণীত হয় দুর্নীতির স্বার্থে**

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের মতে, গণতন্ত্র হত্যা করে একদলীয় শাসন চালু করায় দেশে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে সুশাসনের ঘাটতির ফলে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা এবং আর্থিক খাতে বিশৃঙ্খলা ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় পৌঁছেছে। এর সাথে যোগ হয়েছে সরকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং বেহিসাবি ব্যয়ের সংস্কৃতি। বৈশ্বিক মানদণ্ডে দেশের প্রকল্প ব্যয় অত্যধিক বেশি। এসব প্রকল্পে দুর্নীতির অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন খাত, যেমন- টাকার মান কমে যাওয়া এবং ডলার সঙ্কট তৈরি হয়েছে। ঋণের বোঝা আরো ভারী হয়ে উঠছে। শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব বিশাল আকার ধারণ করেছে। ব্যবসায় মন্দা দেখা দিয়েছে, বেসরকারি বিনিয়োগ কমে গেছে। সর্বোপরি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়েছে। এই সঙ্কটের বেশির ভাগই দুষ্টদের অব্যবস্থা।

ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রফতানি ইত্যাদি সবই যেন দুষ্টের দখলে। দুষ্টরা সিন্ডিকেট করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। আর সবকিছুতেই রয়েছে নীতিনির্ধারকদের আশীর্বাদ। এক দিকে উচ্চ মূল্যস্ফীতি অন্য দিকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনমান ভয়াবহ সঙ্কটে। সারা বিশ্ব মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও এদেশ পারছে না। এর কারণ গোষ্ঠীস্বার্থ এবং রাজনৈতিক ইচ্ছার অনুপস্থিতি। দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা, পুষ্টির লক্ষ্যমাত্রা, শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রায় আমরা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছি। শিক্ষাব্যবস্থা তো নিয়ম করেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে ধ্বংস করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান দুষ্টের দখলে। যে সরকার ক্ষমতায় আসুক তাদের ভিন্নমতের মেধাবীরাও চাকরি পায় না; এমনকি যারা ইতোমধ্যে কর্মে রয়েছে তাদেরও অনেককে বিতাড়ন অথবা ওএসডি করে দুষ্ট স্বজনদের সুবিধা দেয়া এখন রাষ্ট্রীয় নীতি। ফলে সকল সেক্টরে কর্মদক্ষতা কমে যাচ্ছে।

সবচেয়ে কঠিন অথচ সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে দেশের নীতি প্রণয়নই করা হয় যেন দুর্নীতির স্বার্থে। যেমন ব্যাংকের আইন করা হচ্ছে গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দিতে। চতুর্থ প্রজন্মের ব্যাংকগুলো যেন তৈরিই হয়েছে ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় লুটপাট করার জন্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে তো পারেই না বরং কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকেই রিজার্ভ পাচার হয়ে যায়। এর প্রভাব পড়েছে পুরো ব্যাংকিং সেক্টরে। অভিযোগ আছে সরকারের ঘনিষ্ঠরাই শেয়ারবাজার লুট করেছে। দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের নামে গত এক দশকে মেগা প্রজেক্ট নিয়ে বেহিসাবি ও উচ্চমাত্রার দেশের অর্থের অপচয় এবং তছরুপ করেছে। সম্ভাব্যতা যাচাই ও মনিটরিং এবং বাস্তবায়ন করতে গিয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি খরচ হচ্ছে। এই ব্যয় ঋণনির্ভর এবং সুদের হারও উচ্চ। এই সব প্রকল্প প্রণয়নই করা হচ্ছে দুর্নীতির উদ্দেশ্যে। ঋণের বোঝা অব্যাহতভাবে বাড়ছে এবং ঋণ পরিশোধের সময় এগিয়ে আসছে।

সব পরিসংখ্যানই দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ঝুঁকি প্রকাশ করছে। এভাবে অর্থনীতি পরিচালনা অব্যাহত থাকলে তা চরমভাবে মানুষের স্বার্থকে হরণ করবে। এই সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে, শাসকদের বাস্তবতা স্বীকার করতে হবে। রাজনৈতিকভাবে এখন যে অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে তাতে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। প্রতিষ্ঠান ও ফোরামগুলোর শানশওকত বাড়ছে। কিন্তু নীতি পরিচালনায় তারা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। অর্থনীতি পরিচালনায় ব্যক্তিস্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছার অনুপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। কারণ কর্তৃত্বপরায়ণ শাসন ও গোষ্ঠীস্বার্থ অনেকটা একাকার হয়ে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার ৫২ বছরেও দেশ গণতন্ত্রের সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা যায়নি। প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি নিশ্চিত করা যায়নি। দেশের অর্থনীতি দক্ষতার সাথে পরিচালনার গ্যারান্টি নেই। মানুষের ভোটের অধিকার অনেক আগেই হরণ হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে এখন গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় না থেকে ভিন্নভাবে ক্ষমতায় থাকতে চাইলে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় রকমের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এক সময় নানা ধরনের দুর্যোগ অতিক্রম করে দেশ এগিয়েছে বিধায় বিশ্বে এ দেশের প্রতি সহানুভূতি ছিল। এই অর্জনের কৃতিত্বের দাবিদার ছিল দেশের সাধারণ মানুষ। কিন্তু সম্প্রতি দেশের প্রতি বিশ্বের সেই সহানুভূতির জায়গায় পরিবর্তন আসছে। দেশের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে তারা বিরক্ত। বিদেশীরা চায় গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ধারায় ফিরে আসুক। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করুক। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে দেশ এগোতে পারে না।

দেশের রাজনীতি কলুষিত হওয়ার ফল ইতোমধ্যে মানুষ ভোগ করতে শুরু করছে। মেধাবী তরুণরা দেশ ছেড়ে যাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা বিদেশে অর্থ পাচার করছে। দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর একমাত্র সমাধান রাজনৈতিক নবায়নের মধ্যে। দক্ষিণ এশিয়া এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল ভূরাজনৈতিকভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিধায় দেশের নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গন এত সরব। দেশের মানুষও চিন্তিত। ক্ষমতাসীনদেরও এই নিয়ে ভাবতে হবে।

*লেখক: অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট*

# স্থায়ী সমাধান ছাড়া ফিলিস্তিনে শান্তি আসবে না

॥ ড. আকমল হোসেন ॥

যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক উদ্যোগের অংশ হিসাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন সৌদি আরব সফরকালে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান চলমান ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত বন্ধের উপায় খুঁজে বের করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে সংঘাত বন্ধে সৌদি যুবরাজ যে আহ্বান জানিয়েছেন, তা এ সংকটের স্থায়ী কোনো সমাধান দেবে না। এটি বর্তমান সংঘাত অবসানের জন্য নতুন একটি উদ্যোগ হতে পারে মাত্র; সংঘাতের মূল তাতে উৎপাটিত হবে না। আর মূল উৎপাটিত না হলে ৭৫ বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর অন্যায়-অবিচারের যে মহিরুহ চারা থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়ে বিশাল শক্তি অর্জন করেছে, তাকে কেটে ফেলা যাবে না। সাময়িক যুদ্ধবিরতি হলেও ভবিষ্যতে আবারও সংঘাত হবে। তাই টেকসই সমাধানের জন্য একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিতে হবে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সদর্থক রাজনৈতিক অভিপ্রায় থাকতে হবে।

গত ৭ অক্টোবর শুরু হওয়া হামাস ও ইসরাইলের পালট-াপালটি হামলায় অসংখ্য জীবনহানি ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটছে। হামাসের তুলনায় ইসরাইল শক্তিশালী বলে তার আঘাত নির্মম ও আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী। স্বভাবতই গাজায় ক্ষতি হয়েছে অনেক বেশি। ইসরাইল হামাসকে মোকাবিলা করার নামে নিরস্ত্র ও বেসামরিক মানুষজনকে নিশানা করে টন টন বোমা ফেলার পাশাপাশি পানি, বিদ্যুৎ, খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধসহ চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। হাসপাতালে বোমা ফেলে শত শত মানুষ হত্যা করে ইসরাইল যুদ্ধ অপরাধ করছে। উত্তর গাজা থেকে বেসামরিক মানুষজনকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ দিকে সরে যেতে নির্দেশ দিয়ে সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই ৭০ জন বেসামরিক-নিরীহ মানুষকে বোমা ফেলে হত্যা করেছে। হামাসের সঙ্গে ইসরাইলের সামরিক সংঘাত আগেও কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। জায়নবাদীরা তখনো ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্মম আঘাত হেনেছে। প্রতিবারই আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপে দুই পক্ষ তাদের অস্ত্র সংবরণ করেছে।

ফিলিস্তিন সমস্যা শুরুর পর থেকে গত ৭৫ বছরের ইতিহাস স্মরণ করলে দেখা যায়, ফিলিস্তিনি জনগণ বরাবরই বঞ্চনার শিকার হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কখনোই তাদের প্রতি ন্যায়সংগত অবস্থান গ্রহণ করেনি। অটোমান নিয়ন্ত্রণ শেষে লিগ অব নেশন্সের ম্যান্ডেট নিয়ে ব্রিটেন যখন অন্যান্য আরব ভূখণ্ডসহ ফিলিস্তিন শাসন শুরু করেছিল, তখন ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে জাতিসংঘ এ সমস্যা সমাধানের নামে ফিলিস্তিনকে ভাগ করে এ ভূখণ্ডের বেশির ভাগ অংশ ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের জন্য বরাদ্দ দেয়। অথচ ইহুদি জনসংখ্যা তখন আরব ফিলিস্তিনিদের থেকে কম ছিল। সেই সময় প্রতিবেশী আরবরাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সদ্য গঠিত ইসরাইলের যুদ্ধে ইহুদি বাহিনী ফিলিস্তিনের জন্য বরাদ্দকৃত ভূখণ্ডের অনেকটা দখল করে নেয়। অখণ্ড ফিলিস্তিনের ২৬,৩২৩ বর্গকিলোমিটার ভূমির ২০,৮৫০ বর্গকিলোমিটারই ইসরাইলের দখলে চলে যায়। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট অংশও দখল করে নেয় ইসরাইল।

ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি প্রতিবেশী আরবরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর আচরণও সব সময় ভারসাম্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। যদি হতো তাহলে ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে আরবদের সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণে ইসরাইলের মৃত্যুঘণ্টা বাজত। কিন্তু বিলাসী, গণবিরোধী ও পারিবারিক শাসনের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ আরব নেতারা ফিলিস্তিনের প্রতি মৌখিক সমর্থনই দিয়েছেন বেশি; কার্যকর সাহায্য দিয়েছেন কম। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ইসরাইলের বন্ধুত্ব ফিলিস্তিনিদের পক্ষে আরবদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ শুরু থেকেই ফিলিস্তিনিরা নিজেদের বৃহৎ আরব জাতির অংশ হিসাবে একটা আরব সমাধানের অপেক্ষায় ছিল। একসময় তরুণ ফিলিস্তিনিরা আরবদের সমর্থনের সঙ্গে নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে তাদের মুক্তির লড়াই শুরু করে। তাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল আন্তর্জাতিক অবজ্ঞার প্রত্যুত্তর দিতে। তখন ইসরাইলি স্বার্থের ওপর ফিলিস্তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠী যেসব গেরিলা হামলা চালাত, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিমান হাইজ্যাক, সীমান্তে সশস্ত্র হামলা, অলিম্পিক গেমসে ইসরাইলি ক্রীড়াবিদদের ওপর সহিংস হামলা ইত্যাদি। এ সময় ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলো অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী চেতনা ধারণ করত। তাদের প্রতি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের





রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও বস্তুগত সমর্থন শক্তি জুগিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ফিলিস্তিন নেতৃত্বকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যায়িত করে তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনার বিরোধী ছিল। বলা দরকার, সে সময় হামাস বা ইসলামি জিহাদের মতো ধর্মীয় উগ্রবাদী কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়নি। পরে নানা কারণে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে অসাম্প্রদায়িক প্রতিরোধ ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে গেলে ধর্মীয় উগ্রবাদীরা নিজেদের সংগঠিত করে তোলে।

অসলোতে গোপন আলোচনার ফলে ১৯৯৩ সালে ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় দুই পক্ষের মধ্যে শান্তির এক প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে আশা করা হয়েছিল। পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তিন স্বশাসন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিজ দেশে ফিরে এসে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শুরু থেকেই শান্তি প্রক্রিয়া হোঁচট খেতে থাকে। শান্তির প্রতি প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে গড়ে তোলা অবৈধ ইহুদি বসতিগুলো। সেগুলো অপসারণের পরিবর্তে ক্রমাগত ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করে নতুন নতুন বসতি গড়ে তুলে ফিলিস্তিনিদের কোণঠাসা করে ফেলা হচ্ছিল। ২০০৬ সালে ফিলিস্তিন আইনসভার নির্বাচনে ৪৪.৪৫ শতাংশ ভোট পেয়ে হামাস ১৩২ আসনের মধ্যে ৭৪টিতে বিজয়ী হয়েছিল। কিন্তু হামাস সরকার গঠন করেও নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেনি। ওই বছর জুনে ইসরাইলি এক সৈন্যকে অপহরণ করা হলে ইসরাইল গাজা ও পশ্চিম তীরে একের পর এক আক্রমণ করে বিভিন্ন বেসামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করে। সেই সঙ্গে মন্ত্রিসভা ও আইনসভার কয়েকজন সদস্যকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে হামাসের সঙ্গে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের দল ফাতাহ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল। তবে হামাস গাজার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ সংহত করে তোলে। পাশ্চাত্যপন্থি আব্বাস ও আপসহীন হামাসের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে ইসরাইল ফিলিস্তিনি স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত হয়েছিল।

ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রথমদিকে ইসরাইল রাষ্ট্রকে মেনে না নিয়ে একটি 'ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক' ফিলিস্তিন গড়ার প্রতি দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৭ সালে তাদের অবস্থানে পরিবর্তনের সূচনা হয়। তারা ইসরাইলের পাশে পশ্চিম তীর ও গাজা ভূখণ্ড নিয়ে একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। ওই বছর নির্বাচিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেমস কার্টার এরূপ রাষ্ট্র গঠনের ধারণাকে সমর্থন দিয়েছিলেন। কোনো কোনো সময় 'দ্বি-রাষ্ট্র' গঠন নিয়ে বিভিন্ন মার্কিন সরকার আগ্রহ দেখিয়েছে। ইসরাইলের দিক থেকেও স্থায়ী শান্তির জন্য বিষয়টি নিয়ে আগ্রহের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। কিন্তু ইসরাইলে চরম ডানপন্থি রাজনৈতিক শক্তি, যাদের মধ্যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু অগ্রগণ্য, ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে একমাত্র অস্ত্রের ভাষায় কথা বলার পক্ষপাতী।

আরব রাষ্ট্রগুলো ইসরাইলকে মেনে না নেওয়ার অবস্থান থেকে সরে এসে দেশটিকে স্বীকৃতি দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করার নীতি গ্রহণ করেছে। সত্তরের দশকে মিসর প্রথমে ইসরাইলের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে তার অবস্থান পরিবর্তন করে। নব্বইয়ের দশকে জর্ডান ইসরাইলের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দিক থেকে মিসরের অবস্থান পরিবর্তনের তাৎপর্য ছিল সবচেয়ে বেশি। আরবদের ভেতর ক্রমান্বয়ে ইসরাইলের প্রতি নরমপন্থা গ্রহণের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময় 'আব্রাহাম অ্যাকর্ড' স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে উপসাগরীয় রাষ্ট্র সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার দিকে এগিয়ে যায়। এরপর মরক্কো ও সুদান একই পদক্ষেপ নেয়। সৌদি আরবও একই পথে হাঁটছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

গাজা থেকে হামাসের ইসরাইলে আক্রমণ করার কারণ নিয়ে কয়েকটা ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। হামাসের অবস্থান ইসরাইলের সঙ্গে আরবদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিরোধী। বস্তুত আরব রাষ্ট্রগুলো এভাবে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রটির বৈধতা যেমন দিচ্ছে, অন্যদিকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইতোমধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি ইসরাইল ভঙ্গ করেছে। অবৈধ বসতি স্থাপন করে ফিলিস্তিনিদের বসবাসের স্থান ক্রমাগত সংকুচিত করে চলেছে। অবৈধ বসতি স্থাপনকারী ও ইহুদি সৈন্যদের হাতে প্রতিনিয়ত নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিরা নিহত হচ্ছে। পবিত্র মসজিদ আল আকসায় প্রবেশ করে ইহুদি উগ্রবাদীরা ফিলিস্তিনিদের উসকানি দিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে আরবদের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের নীতি ইসরাইলের ফ্যাসিবাদী নীতিকে বৈধতা দিচ্ছে বলে মনে করা যেতে পারে। একই সঙ্গে তা ফিলিস্তিনিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পদক্ষেপ বলে ফিলিস্তিনি নেতৃত্ব মনে করে।

তাই এবার হামাস যা করছে, তাকে ফিলিস্তিনিদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করা উচিত। তারা জানে যে তারা ইসরাইলের বর্বরতার বিরুদ্ধে বেশিদিন টিকতে পারবে না। অনেকে তাদের এ কাজকে হঠকারী বলতে পারে। তবে ফিলিস্তিন সমস্যার টেকসই সমাধান ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। তাই অন্যান্যবারের মতো কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি কোনো সমাধান আনবে বলে মনে হয় না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত হবে মূলে গিয়ে সমাধান বের করে নিয়ে আসা। এর জন্য দরকার হবে জাতিসংঘের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য দেশগুলোর সাহসী ও পক্ষপাতবিহীন রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ, যাকে চীন ও রাশিয়া সমর্থন দেবে।

*ড. আকমল হোসেন : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

# রাজনীতিতে দিকনির্দেশনা কোথায়

॥ গোলাম কবির ॥

প্রায় রবীন্দ্র সমকালীন কবি কামিনী রায় স্বদেশের পীড়িত অবস্থায় ব্যক্ত করেছিলেন–

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এজীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জন্মভূমি-মা আমার, মা আমার।

এই দুঃখিনী জন্মভূমির কথা ভেবে যুগে যুগে বহু কবি অশ্রু বিসর্জন করে কবিতা রচনা করেছেন, অথচ কোনো সুবিধা ভোগের সামান্য লিপ্সা তাঁদের ছিল না। আমরা তাঁদের স্মরণ করে ধন্য হই।

দেশ জননীর দুর্দশা স্মরণ করে কামিনী রায় বেদনা ব্যক্ত করে লিখেছিলেন : 'যাতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিয়া কেবলি নর জনম লয়।' এই যাতনায় চিরকালই মানুষ বেঁচে থাকাকে দারুণ অপরাধ ভেবেছে।

কলম অথবা কণ্ঠের স্বাধীনতা যখন থেকে মানুষ পেয়েছে, তখন থেকে প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। এতেই চারপাশের মানুষ বুঝে অথবা না বুঝে হয়েছে উত্তেজিত।

ফলে অঘটন কম হয়নি। আমাদের মতো দেশগুলো, যারা দীর্ঘ সময় বিদেশি শাসনের অভিঘাতে সত্যবোধের অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে, তারা বোঝেনি স্বদেশভূমির স্বাধীনতা এবং নিজেদের মলিনতা।

আমাদের ছোট্ট এই দেশটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই ব্রিটিশ অধিকৃত বাংলা আমরা দেখেছি, ওরা দুই হাত ভরে আমাদের সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। ওই বর্গী নিয়ে এক রক্তাক্ত ছড়া আর নবীন মাধব ও বিন্দু মাধবের বিষাদময় পরিণতি আমাদের ব্যথিত করে। আমরা ভাবিত হয়েছি এবং আরেক যন্ত্রণাময় দেশভাগের কবলে পড়ে নতুন করে ভুগছি, যার সমাধান হয়নি, যার মূলে হলো ধর্ম। যে ধর্ম আমাদের সব ধর্মে লোভকে ঘৃণা করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে সর্বত্রই লোভের ছায়া। কোথায় লোভ নেই, তা বের করাই কঠিন।

আমরা স্বদেশের কথা দিয়ে আমাদের বক্তব্য শুরু

**আমাদের সামনে সুদিনের বাস্তব দিকনির্দেশনা নেই। আমরা কথায় কথায় খুঁত ধরে বেড়াই আর মিথ্যা কথাবাজিতে মানুষকে উত্তেজিত করি। ক্ষমতার লীলা শেষ হলে ঝাঁপিয়ে পড়ি নিজের উন্নয়নে। আমরা অনেকেই তার সাক্ষী।**

'সুশীল' করতে মনপ্রাণ ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে, তাকেই আমরা ব্যক্তি সমৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছি। এখান থেকে মুক্তি কোথায়! কে তার দিশা দেবে।

করেছি। একদা শক্তিশাসন, গোত্রশাসন, রাজশাসন ইত্যাদি দিয়ে আমরা চালিত হয়েছি। শাসকের লোভের সীমা অতিক্রান্ত হলে খণ্ড-ক্ষুদ্র থেকে গোষ্ঠী বিদ্রোহ, এক শাসক থেকে অন্য শাসকে আমরা শাসিত হয়েছি। এভাবে চলে এসেছে, আমরা ইতিহাসের দিকে তাকাইনি। লিপ্সা আমাদের বাস্তববোধকে পরাভূত করেছে। এখান থেকে মুক্তি না পেলে কখনো আমরা মুক্ত হতে পারব না? বঙ্গবন্ধু এ কারণেই চিরকালের ৭ মার্চ লাখ লাখ মানুষের সামনে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, সব বৈষম্য আর অধীনতা থেকে দেশকে 'মুক্ত' করে ছাড়বেন। সে সুযোগ সুবিধাবাদীরা তাঁকে দেয়নি। সে আহ্বানের সূত্র ধরে আবার আমরা শাসন রুদ্ধ করতে চাই। যা-ই করি না কেন, লোভ সংবরণ করে এগিয়ে গেলে মানুষকে অতিকল্পনায় প্রলুব্ধ না করে বাস্তবের সীমার মধ্যে রেখে নির্মোহ কাজ করলেই সুদিন ফিরে আসবে সবার জন্য।

আমাদের সামনে সুদিনের বাস্তব দিকনির্দেশনা নেই। আমরা কথায় কথায় খুঁত ধরে বেড়াই আর মিথ্যা কথাবাজিতে মানুষকে উত্তেজিত করি। ক্ষমতার লীলা শেষ হলে ঝাঁপিয়ে পড়ি নিজের উন্নয়নে। আমরা অনেকেই তার সাক্ষী।

কয়েক দিন চোঙা ফুঁকে নেতা সাজা আর ত্যাগ ও শ্রম দিয়ে নেতায় অধিষ্ঠিত হওয়া এক জিনিস নয়। অথচ সেই আবর্জনা প্রতিবারই আমাদের বিভ্রান্ত করছে। আমরা বুঝেও বুঝি না। বিড়ম্বনা এখানেই। এই বিড়ম্বনা থেকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে। তবেই দুঃখিনী জন্মভূমি মায়ের স্বস্তি ফিরে আসবে।

ইতিহাস স্মরণে রেখে আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই। নিজেদের শাসনভার নিজেরাই গ্রহণ করি।

*লেখক : সাবেক শিক্ষক, রাজশাহী কলেজ*

### বিএফইউজের প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

# সাংবাদিক নির্যাতনী পুলিশ হত্যার জবাব দিতে হবে



**ঢাকা ডেস্ক:** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাবেশের নামে ২৮ অক্টোবর সাংবাদিক নির্যাতন ও পুলিশ হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিএনপির আসল চেহারা তুলে ধরার জন্য সাংবাদিক-সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার (০২ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএফইউজে-বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সাংবাদিকদের মাটিতে ফেলে পেটানোর মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। এর জবাব বিএনপিকে দিতে হবে। আমি বলব, আপনারা ওদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরুন।' সেদিন প্রেস লেখা জ্যাকেট পরে যুবদলকর্মীর সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগে অংশ নেওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'প্রকাশ্যে যারা এ ধরনের অপকর্ম করেছে, তারা ধরা পড়ে গেছে। সাংবাদিক নির্যাতন ও পুলিশ হত্যার শাস্তি ওদের পেতেই হবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কোনো কোনো পত্রিকা এটাকে কাভার করার চেষ্টা করেছে। তাদের ধিক্কার জানাই।' এ সময় তিনি নির্যাতিত ও ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। অনেক মিডিয়ায় নবম ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়ন না হওয়াকে দুঃখজনক আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের জন্য নতুন দশম ওয়েজবোর্ড ঘোষণার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান।

বিএফইউজে সভাপতি ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ। সভা সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দীপ আজাদ। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সহসভাপতি মধুসূদন মন্ডল। সাম্মেলনে বিএফইউজের সাবেক সভাপতি ও মহাসচিবদের সম্মাননা দেওয়া হয়। প্রবীণ সাংবাদিক নেতা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মনজুরুল আহসান বুলবুল, আব্দুল জলিল ভুঁইয়া, শাবান মাহমুদ ও ওমর ফারুক প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সম্মাননা গ্রহণ করেন।

১৩টি সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং একটির সাধারণ সম্পাদক সভায় বক্তৃতা করেন। তারা হলেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরী, নারায়ণগঞ্জ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুস সালাম খোকন, ময়মনসিংহ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আতাউল কবির খোকন, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. শামসুল ইসলাম, কক্সবাজার সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. আবু তাহের, খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ফারুক আহমেদ, যশোর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মনতোষ বসু, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম, বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. আমজাদ হোসেন শেখ মিন্টু, দিনাজপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ওয়াহিদুল ইসলাম, বরিশাল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি স্বপন খন্দকার, গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আতাউর রহমান এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি দীপক চৌধুরী বাপ্পী।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আন্দোলন-সংগ্রাম আমরাও করেছি। আন্দোলনের নামে এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড অত্যন্ত দুঃখজনক। ২৮ অক্টোবর সমাবেশ করতে চেয়েছিল বিএনপি এবং আরও কয়েটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল, আমরা বাধা দিইনি। তারা কথা দিয়েছিল শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করবে। দেখা গেল তারা সেখানে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করেছে। সাংবাদিকদের টার্গেট করে তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে, এটা অমানবিক।

শেখ হাসিনা বলেন, 'পুলিশের ওপর অত্যাচার হলো, যা এর আগেও আমরা দেখেছি। ওইদিন পুলিশকে মাটিতে ফেলে পেটানো হয়, অচেতন হয়ে যাওয়ার পরও মারা হয়। তাদেরকে কোপানো হয় এবং ঢিল মারা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে- তারা শান্তি সমাবেশ করতে এসে এই ইট পাথর, অস্ত্র কোথায় পেল? তারা যে কোপাল, সেটা (ধারালো অস্ত্র) কোথায় পেল? এর মানে, তাদের উদ্দেশ্যটাই আগাগোড়া খুব খারাপ ছিল। অগ্নিসন্ত্রাস এবং জ্বালাও-পোড়াও-এটাই ওদের চরিত্র। নির্বাচন ঠেকানোর নামে ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে এরকম সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এবং অগ্নিসন্ত্রাস তারা করেছিল। নির্বাচন তারা ঠেকাতে পারেনি। নিজেরাও অংশগ্রহণ করেনি। হত্যা, খুন, গুম এগুলোই তারা খুব ভালো পারে।'

পুলিশ হাসপাতালে ঢুকে হামলা, অত্যাচার-নির্যাতন, অ্যাম্বুলেন্স পোড়ানো, রোগিবাহী অ্যাম্বুলেন্সকে ধাওয়া ও হামলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতটা অমানবিক আচরণ কোনো রাজনৈতিক দল করতে পারে না। এ সময় তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএনপি আমলে পুলিশ দিয়ে সাংবাদিকদের ওপর বর্বর নির্যাতনের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন।

সরকারপ্রধান বলেন, 'আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো সামান্য কিছু হলেই বিবৃতি দেয়। তারা এখন কোথায়? আমাদের সুশীল বাবুরা কোথায়? শুধু আওয়ামী লীগে কিছু হলেই বড় করে দেখায়? মানবাধিকার সংগঠনগুলো চুপ কেন? এদের বিবেক বলে কিছু নেই?'

তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগের পান থেকে চুন খসলেই তাদের কণ্ঠে অনেক জোর দেখা যায়। এখন বিড়ালের মতো মিউ মিউ করলেও তো দেখতাম। তাও তো দেখা যাচ্ছে না। ফিলিস্তিনে যেভাবে হাসপাতালে হামলা হয়েছে, এখানে সেভাবেই হাসপাতালে হামলা হয়েছে। জানি না তারা এই শিক্ষাটা ইহুদিদের থেকে পেয়েছে কি না।'

ওয়েজবোর্ড গঠনে ঢাকার বাইরের সাংবাদিকদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি লক্ষ রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি সাংবাদিকদের সরকার ঘোষিত জাতীয় পেনশন স্কিমের চারটি ধাপের যে কোনোটি বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেন, যাতে চাকরি শেষে বা দুর্যোগদুর্বিপাকে নিজের ও পরিবারের কাজে লাগে।

তিনি বলেন, 'সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে যেখানে আবাসন সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে, সেখানে সাংবাদিকদেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেখান থেকে বিধি মোতাবেক এককালীন একটা টাকা দিয়ে এবং মাসিক, দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে সাংবাদিকরা কোনো ফ্ল্যাট চাইলে নিতে পারেন।'

আর সাংবাদিকদের জমি বরাদ্দের বিষয়ে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে যে আবেদন করা হয়েছে তার জন্য বিধিমোতাবেক যথাযথভাবে জমি প্রদানের ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান তিনি। এর সঙ্গে জেলায় জেলায় সাংবাদিকদের জন্য আলাদা প্লটের ব্যবস্থা করে দেওয়াও সরকারের চিন্তাভাবনার মধ্যে রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'একটি জেলাভিত্তিক আবাসন প্রকল্প তৈরি করে দেব। যেন প্রত্যেক জেলায় আপনারা নিতে পারেন, সে ব্যবস্থাটাও আমরা করব।'

নিজের সিডমানি দিয়ে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট করে দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে সেখানে আরও ১০ কোটি টাকা অনুদান প্রদানের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি গণমাধ্যমের মালিক এবং সাংবাদিকদেরও কিছু কিছু করে সেখানে অনুদান দেওয়ার অনুরোধ জানান। ওয়েজবোর্ড সম্পর্কে তিনি বলেন, 'নবম ওয়েজবোর্ড করা হয়েছে এবং দশম ওয়েজবোর্ডের প্রস্তুতি চলছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদেরও এর আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'জাতির পিতা নিজেও সাংবাদিক ছিলেন। যে কারণে আপনাদের মাঝে এলে আমি দাবি করি, আমি আপনাদেরই পরিবারের একজন।' তিনি বলেন, 'আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছি। এই একটা জিনিসই বিশ্বে আমাদের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া আমরা এই সেতুতে রেলসংযোগও দিয়েছি।'

এ সময় তিনি মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেল, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণসহ আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে এ ধারা অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনে 'নৌকা'য় ভোট দেওয়ার জন্য ও সবার প্রতি আহ্বান জানান।

# গাজার যুদ্ধ সেই হাসান তেহরানির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে

**॥ আলতাফ পারভেজ ॥**

২০২০ সালের জানুয়ারিতে জেনারেল কাসেম সোলেইমানি নিহত হওয়ার পর যাঁরা উল্লাস করেছিলেন, তাঁদের কাছে ২০২৩-এর ৭ অক্টোবর বেশ বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। এ রকম অনেকে এখন বলছেন, হামাসের 'আল-আকসা ফ্লাডে'র পর মধ্যপ্রাচ্য আর আগের মতো থাকবে না। দিনটি মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি আমূল বদলে দেবে। সত্যতা আছে এ কথায়। বাস্তবতা হলো ইসরায়েল নয়, মধ্যপ্রাচ্যকে বদলে দিচ্ছেন ইরানি সমরবিদেরা। গাজাযুদ্ধ সে রকম এক সমরবিদ হাসান তেহরানি মোগাহ্দ্দামের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

**যেভাবে একটা মিথ ধ্বংস হলো**

এটা প্রায় সবার জানা, বহুকাল ফিলিস্তিনি তরুণদের প্রতিরোধ অস্ত্র ছিল পাথর বা ইটের টুকরা। হাসান তেহরানির অবদান এটুকু, ওই তরুণদের হাতে ইটের টুকরার বদলে রকেট প্রযুক্তি ধরিয়ে দিয়েছেন।

আল-আকসা ফ্লাড' অভিযানের প্রথম দুই সপ্তাহে হামাস প্রায় ৫ হাজার রকেট ছুড়েছে। অভিযানে দূরপাল্লার মিসাইলও ব্যবহার হচ্ছে। রকেট ও মিসাইল সামলাতে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশ মজবুত। কিন্তু হামাসের সব মিসাইল ও রকেট তারা থামাতে পেরেছে এমন নয়। তাদের আহত-নিহত নাগরিকদের সংখ্যা জানাচ্ছে দেশটির মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ততটা সফল নয়–যতটা প্রচারিত।

যুদ্ধে এ পর্যন্ত ইসরায়েলের প্রায় দেড় হাজার মানুষ মারা গেছেন। সংখ্যাটা নিহত গাজাবাসীর তুলনায় অনেক কম। কিন্তু ওয়াশিংটন ও তেল আবিবের জন্য সংখ্যাটা বিব্রতকর।

মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে এত দিন ধারণা দেওয়া হয়েছিল ইসরায়েলের আকাশ অজেয়। যুদ্ধে তারা কেবল মারতে শিখেছে। হামাস নয়, এই মিথ ধ্বংস করেছেন আসলে একজন শিল্প প্রকৌশলী। মোটর অপারেটর হিসেবে শুরু করেছিলেন দেশসেবা। এখন ইরানের 'মিসাইল প্রযুক্তির জনক' বলা হয় তাঁকে। জীবিতকালে হাসান তেহরানী একজন শৌখিন পর্বত আরোহীও ছিলেন। এই শৌখিনতার মাঝে তাঁর পেশাগত বৈশিষ্ট্যের প্রায় পুরোটা খুঁজে পাওয়া যায়।

৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের নাগরিকেরা বিশ্বাস করতে শিখেছেন আগের মতো আর তাঁরা নিরাপদ নন। ইরানের একজন প্রযুক্তিবিদ তাঁদের নিরাপত্তা ছিনতাই করে নিয়ে গেছেন। এমনকি ১৭ জন (অনানুষ্ঠানিক সূত্রে ৩৮ জন) সহযোগীসহ তাঁকে হত্যার পরও অবস্থার অবনতি থামানো যায়নি।

ইসরায়েলের নেতারা দশকের পর দশক আরব শাসকগোষ্ঠী ও আমেরিকার বন্ধুত্বের ওপর ভরসা করে ফিলিস্তিনীদের ন্যায্য অধিকার অগ্রাহ্য করে গেছে। তারা ধারণা করতে পারেনি প্রযুক্তি জ্ঞান শিগগিরই তাদের কৌশলকে আত্মঘাতী প্রমাণ করতে চলেছে।

২০১১ সালের ১২ নভেম্বর তেহরানের কাছে এক রহস্যময় বিস্ফোরণে হাসান তেহরানি মারা যান। ইরানের ভেতরে-বাইরে প্রায় সবার অনুমান এই বিস্ফোরণের পেছনে অন্য দেশের হাত ছিল। তেহরানি নিজেও সেটা জানতেন হয়তো। তাই মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছিলেন তাঁর কবরের ফলকে যেন লেখা থাকে: 'রুয়ি কবরম বানোয়েসেয়েদ ইনজা মদফন কস আস্ত কে মি খোয়াস্ত ইসরাইল মারা নাবুদ কন্দ' (এখানে এমন একজন শুয়ে আছেন, যিনি ইসরায়েলকে ধ্বংস করতে চাইতেন)।

জীবন হারানোর ঝুঁকি নিয়ে প্রতিরোধ-চিন্তায় লেগে থাকার একটা সংস্কৃতি আছে শিয়া ঐতিহ্যে। বহির্বিশ্বের অনেকে ইরানি জনজীবনের এই দিকটা বুঝতে অক্ষম। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল মৈত্রীর বিপরীতে ইরান-হামাসের হুংকারকে অনেকের কাছে তীব্র এক অসম যুদ্ধ মনে হতো একদা। এখন আর সে রকম মনে হয় না। সমরপ্রযুক্তি সব বদলাচ্ছে। তারই কারিগর-নেতা ছিলেন হাসান তেহরানী।



‡তহরানী বা ইরান কখনো ইসরায়েলে হামলা চালাননি। তাঁদের কৌশল ছিল ভিন্ন। তাঁরা দুটো কাজ করেছেন: মিসাইল প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং সেই জ্ঞান হামাস, ইসলামি জিহাদ, হিজবুল্লাহসহ কয়েকটি গেরিলা দলের সঙ্গে ভাগাভাগি করা ও তাদের প্রশিক্ষিত করা। কাজটি কী মাত্রায় হয়েছে, তার সামান্যই হামাস হয়তো প্রদর্শন করেছে। চলতি যুদ্ধে লেবাননের হিজবুল্লাহ জড়ালেই কেবল তেহরানীর সবচেয়ে চৌকস শিক্ষার্থীদের কাজ-কারবার দেখা যাবে।

ইসরায়েল যে প্রতিদিন হুমকি দেওয়ার পরও গাজায় স্থল অভিযান শুরু করতে দেরি করেছে, তার বড় একটি কারণ তখন হিজবুল্লাহও তাতে জড়িয়ে পড়তে পারে। হিজবুল্লাহর হাতে হামাসের চেয়েও বহুগুণ বেশি এবং অপেক্ষাকৃত দূরপাল্লার মিসাইল রয়েছে। এই প্রযুক্তি-জ্ঞান হিজবুল্লাহ 'টিম-তেহরানি' থেকেই পেয়েছে।

তেহরানীর একটা বিখ্যাত উক্তি: 'জ্ঞানকে বোমা মেরে ধ্বংস করা যাবে না'। কথাটা তিনি এ জন্য বলতেন, ইসরায়েলবিরোধী ইরানি-মিত্রদের অস্ত্রপাতি দেওয়ার চেয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া ভালো। তাতে খরচ কম, ঝুঁকি কম, সফলতা বেশি।

বিপ্লবের বছর ১৯৭৯ থেকেই ইরান তার আদর্শ ও ভূরাজনৈতিক লক্ষ্য মধ্যপ্রাচ্যে ছড়াতে চেয়েছে। কিন্তু সেটায় সফলতা এসেছে কেবল হাসান তেহরানির মতো জেনারেলদের হাত ধরে। লেবানন, গাজা ও ইয়েমেনকে হাসান তেহরানির মিসাইল প্রযুক্তির তিন পরীক্ষাগার বলা হয়। তেহরান সরাসরি যুদ্ধ ময়দানে না থেকেও ওই তিন জায়গা থেকে ওয়াশিংটন ও তেল আবিবকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে।

হামাসের কয়েক শ ডলারের নিজস্ব প্রযুক্তির প্রতিটি রকেট বাধা দিতে ইসরায়েলকে উন্নত প্রযুক্তির যে তামির মিসাইল ছুড়তে হয়, তার প্রতিটির খরচ অন্তত ৫০ হাজার ডলার। বিপুল এই খরচ সামাল দিতে যুক্তরাষ্ট্রকে ইতিমধ্যে তিন বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিতে হয়েছে জায়নবাদীদের। বাইডেন নতুন করে ১৪ বিলিয়ন ডলার দিতে চান। সব মিলে ব্যাপারটা এ রকমই দাঁড়াচ্ছে, হাসান তেহরানি যুদ্ধে যুক্ত করে ফেলেছেন কেবল ইসরায়েল নয়, ওয়াশিংটনকেও। অথচ ইরান এ যুদ্ধের দৃশ্যমান কোনো পক্ষ নয়। তীব্র অর্থনৈতিক অবরোধের মাঝে থেকেও কেবল প্রযুক্তিজ্ঞান স্থানান্তর কর্মসূচির মাধ্যমে ইরান মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে আসতে পারছে ক্রমাগত। যার আরেক বড় প্রমাণ, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সরাসরি সহায়তা নিয়েও সৌদি আরব ইয়েমেনে আল-হুতি যোদ্ধাদের হারাতে পারেনি।

আল-হুতিদের হাতে এখন এমন মিসাইল আছে, যা এক হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে সৌদি তেল শিল্পকেন্দ্রগুলোতে হামলা চালাতে সক্ষম। এই সক্ষমতা তারা কোথায় পেল, সেটা এখন সবাই জানে।

২০১৪ সালে হামাস ১০ কিলোমিটার পাল্লার ৬০টির মতো রকেট ছুড়েছিল ইসরায়েলের দিকে। এবার তারা কয়েক শ মাইল দূরপাল্লার রকেট ছুড়ছে। এক দশক না পেরোতেই এসব দেখতে হচ্ছে।

ইরানের মিসাইল বিদ্যাপীঠ গড়ে তোলার প্রাথমিক কারণ সৌদি আরব বা ইসরায়েল ছিল না। সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইরানি শাসকেরা এই প্রযুক্তি বিকাশের মাঝে নিরাপত্তার বীজ দেখতে পান। ২৩ বছর বয়সী হাসান তেহরানি এ সময় ইরাকি যুদ্ধ ফ্রন্টে ছিলেন। সেখান থেকে তুলে এনে তাঁর মতো কয়েকজনকে মিসাইল ল্যাব গড়ে তুলতে বলা হয়।

১৯৮৪ সালে প্রথমে হাসান তেহরানিরা সিরিয়া সফর করেন; তারপর লিবিয়া। সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র হিসেবে এসব দেশে রুশদের 'স্কাড মিসাইল' ছিল। এই দুই দেশ থেকে স্কাডের গঠন ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান হলেও আসাদ বা গাদ্দাফি উভয়ে এই অস্ত্র তৈরির প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে ইতস্তত ছিলেন। সেটা সোভিয়েত নিষেধের কারণে।

‡তহরানিদের দল এরপর গোপনে সফর করে উত্তর কোরিয়া। আজকের কিমের দাদা তখন ক্ষমতায়। কিম পরিবার তত দিনে সোভিয়েত স্কাডকে কপি করে ফেলেছে। সে রকম এক শ মিসাইল ইরানে নিয়ে আসা হয় ওই সময়। একই সময় গাদ্দাফি কয়েকজন 'টেকনিশিয়ান' ধার দেয় ইরানকে। সব মিলে তেহরানিদের টিম তখন প্রযু³Áানের প্রাথমিক সংকট কাটিয়ে ওঠে। প্রথমে ৬০ মাইল পাল্লার 'নাজিয়াত' সিরিজের রকেট বানায় তারা। এরপর 'শাহাব' সিরিজ।

**গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত শিশুর মৃতদেহ জড়িয়ে স্বজনের কান্না**

তেহরানীরা যখন এসব কাজে নিমগ্ন, তত দিনে ইরানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করেছে ইরাক ছাড়িয়ে ইসরায়েলের। সমর খাতে ইরানের প্রযুক্তিগত বিকাশ ইসরায়েলের নজর এড়ায়নি। এরই মধ্যে লেবাননের শিয়া-হিজবুল্লাহর সঙ্গে তেহরানের সম্পর্ক নিবিড় হতে থাকে। হিজবুল্লাহর যোদ্ধারা ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়ছিল এ সময়। এভাবেই মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন সমীকরণ তৈরি হয়।

তেহরানীর দল চলতি শতাব্দীর প্রথম দশকে হিজবুল্লাহকে মিসাইল প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করতে শুরু করেছিল। জেনারেল আমির আলী হাজিজাদেহ্ এ উদ্যোগে নেতৃত্ব দেন। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার নিষেধাজ্ঞায় আছেন তিনি এখন।

তেহরানী গুপ্তহত্যার শিকারের পর বর্তমানে ইরানের মিসাইল কর্মসূচির অভিভাবক হলেন আমির আলী। এই দল এ বছর 'ফাত্তাহ' নামে হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রদর্শন করেছে। ইরানের দাবি এটা ইসরায়েলের মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যূহ এড়িয়ে যেতে সক্ষম এবং এক হাজার চার শ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যে আঘাত হানতে পারবে। যদি আমির আলীদের দাবি সত্য হয়, তাহলে তেহরান থেকে তেল আবিব পৌঁছাতে এই মিসাইলের মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে।

এখন পর্যন্ত কেবল রাশিয়া যুদ্ধ ময়দানে এই মিসাইলের ব্যবহার দেখিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কাছেও এ রকম মিসাইল রয়েছে। ইরানের এই বিদ্যার চতুর্থ অধিকারী হওয়া ইসরায়েলের জন্য গভীর উদ্বেগের সংবাদ। কারণ, ইরান এই প্রযুক্তি হামাস বা হিজবুল্লাহর হাতে তুলে দিলে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ভারসাম্য আরও বদলে যাবে এবং তেহরান থেকে এটা না ছুড়লেও চলবে।

তেহরানরি এককালের সহযোগী আমির আলী বলেছেন, তাঁরা 'ফাত্তাহ'র আওতা দুই হাজার কিলোমিটারে বাড়াবে। ঘোষণা হিসেবে এটা ইরানের সব প্রতিপক্ষের জন্য ১০ নম্বর বিপৎসংকেতের মতো। ঠিক এ রকম সময়েই গাজা থেকে হামাস 'আল-আকসা ফ্লাড' অভিযানে নেমেছে। এর পেছনে ইরানের সায় ছিল না এমন ভাবা কঠিন। মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার ভারসাম্যে ইরানের মিসাইল প্রযুক্তি যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে ওয়াশিংটনকে সম্ভবত সেটাই প্রদর্শন করা হচ্ছে। হাসান তেহরানির জন্মমাস অক্টোবরকে ইরানের শাসকেরা এভাবেই উদ্যাপনের কথা ভেবে থাকতে পারেন। গাজার শত শত নিরীহ শিশু এই ভূরাজনীতির নির্মম বলি হলো কেবল।

*লেখক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ের গবেষক*



# সারাকে নিয়ে আম্বানির অনুষ্ঠানে গিল!

**স্পোর্টস ডেস্ক:** অনেক দিন ধরেই শচীন টেন্ডুলকারের মেয়ে সারা টেন্ডুলকারের সঙ্গে গিলের মন দেওয়া-নেওয়ার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। যদিও দুইপক্ষের কেউই নিজেদের সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেননি। তবে পরশু রাতে পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় একসঙ্গে 'ধরা' পড়ে গেলেন গিল ও সারা। টাইমস অব ইন্ডিয়া, জাগরণসহ ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে।

মুম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকার বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্সে গতকাল থেকে সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে ভারতের সবচেয়ে বড় শপিং মল 'জিও ওয়ার্ল্ড প্লাজা'। এই শপিং মলের মালিক ভারতের শীর্ষ ধনী মুকেশ আম্বানি।

শপিং মলের উদ্বোধন উপলক্ষে বলিউড ও ক্রীড়াঙ্গনের তারকাদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল আম্বানি পরিবার। মাধুরী দীক্ষিত, ক্যাটরিনা কাইফ, সুনীল শেঠি, জন আব্রাহাম থেকে শুরু করে হালের আলিয়া ভাট, রাশ-মিকা মান্দানা, জাহ্নবী কাপুর-অনেককেই রেড কার্পেট মাতাতে দেখা গেছে।

সেই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন গিল-সারাও। টেন্ডুলকার-কন্যা সারা পরেছিলেন লাল জামা, গিলের পরনে ছিল কালো পোশাক। অনুষ্ঠান শেষে একসঙ্গেই বের হচ্ছিলেন তারা। ঠিক সেই সময় পাপারাজ্জিদের ক্যামেরা নজরে পড়ে গিলের। নিজেকে আড়াল করতে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ান গিল। থামিয়ে দেন সারাকেও। এর কিছুক্ষণ পর একাই গাড়িতে চড়ে বসেন গিল। সেই সময় সারা ভেতরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। গিল চলে যাওয়ার পর সারা বের হয়ে আরেকটি গাড়িতে বসেন। তাদের এই ভিডিও এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল। এর আগে পুনেতে গত ১৯ অক্টোবর বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে গিলের একেকটা বাউন্ডারি ও অর্ধশতকের পর ভিআইপি স্ট্যান্ডে বসা সারাকে করতালি দিতে দেখা গেছে।

# টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে কোহলির নতুন রেকর্ড

**স্পোর্টস ডেস্ক:** শ্রীলঙ্কার অফ স্পিনার মাহিশ থিকসানার বল লং-অনে খেলে সহজেই সিঙ্গেল নিলেন ভিরাট কোহলি। চলতি বছর ওয়ানডেতে হাজার রান পূর্ণ হয়ে গেল ভারতীয় তারকার। একই সঙ্গে তার নাম লেখা হয়ে গেল আরেকটি রেকর্ডে। এক পঞ্জিকাবর্ষে হাজার রানের মাইলফলক এ নিয়ে ভিন্ন আট বছরে স্পর্শ করলেন কোহলি। ভেঙে দিলেন



শচিন টেন্ডুলকারের রেকর্ড। এই কিংবদন্তি হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছিলেন ভিন্ন সাত বছরে।

টেন্ডুলকার প্রথমবার হাজার রান করেন ১৯৯৪ সালে। সেবার ২৫ ইনিংসে করেন ১ হাজার ৮৯ রান। এরপর ১৯৯৬ সালে ৩২ ইনিংসে ১ হাজার ৬১১, ১৯৯৭ সালে ৩৬ ইনিংসে ১ হাজার ১১, ১৯৯৮ সালে ৩৩ ইনিংসে ১ হাজার ৮৯৪, ২০০০ সালে ৩৪ ইনিংসে ১ হাজার ৩২৮, ২০০৩ সালে ২১ ইনিংসে ১ হাজার ১৪১, ২০০৭ সালে ৩২ ইনিংসে এক হাজার ৪২৫ রান করেন তিনি।

কোহলির হাজার রানের যাত্রা শুরু হয় ২০১১ সালে। সেবার ৩৪ ইনিংসে তিনি করেন ১ হাজার ৩৮১ রান। এরপর ২০১২ সালে ১৭ ইনিংসে ১ হাজার ২৬, ২০১৩ সালে ৩০ ইনিংসে ১ হাজার ২৬৮, ২০১৪ সালে ২০ ইনিংসে ১ হাজার ৫৪, ২০১৭ সালে ২৬ ইনিংসে ১ হাজার ৪৬০, ২০১৮ সালে ১৪ ইনিংসে ১ হাজার ২০২, ২০১৯ সালে ২৫ ইনিংসে ১ হাজার ৩৭৭ রান করেন তিনি।

এ বছরে হাজার ছুঁতে বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে কোহলির প্রয়োজন ছিল ৩৪ রান। ২০ ইনিংসে মাইলফলক ছুঁয়ে ফেললেন তিনি। তবে এ দিনও শতকের সুযোগ হাতছাড়া করেন কোহলি। ৯৪ বলে ৮৮ রান করে আউট হয়ে যান তিনি। এক ম্যাচ আগে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে আউট হয়েছিলেন ৯৫ রানে। ওয়ানডেতে টেন্ডুলকারের সবচেয়ে বেশি ৪৯ শতকের রেকর্ড ছোঁয়ার অপেক্ষাও তাই বাড়ল কোহলির। তার শতক ৪৮টি। যার একটি করেছেন চলতি বিশ্বকাপে।

# বর্ষসেরা গোলরক্ষক মার্টিনেজ

**স্পোর্টস ডেস্ক:** আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় বর্ষসেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার জিতে নিয়েছেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। গত ৩০ অক্টোবর সোমবার রাতে প্যারিসে জমকালো ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠানে মার্টিনেজের হাতে সেরা গোলরক্ষকের স্বীকৃতি 'ইয়াশিন ট্রফি' তুলে দেন তার বাবা। ২০২০ সাল থেকে ইংলিশ ক্লাব অ্যাস্টন ভিলায় খেলছেন মার্টিনেজ। প্রিমিয়ার লিগের দলটিতে নিয়মিত দারুণ সব সেভ করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি।



মূলত মার্টিনেজ নিজেকে নতুন করে চেনান কাতারে। আর্জেন্টিনার পোস্টে পুরো টুর্নামেন্টেই তার পারফরম্যান্স ছিল অবিশ্বাস্য। বিশেষ করে ফাইনালে। ইয়াশিন ট্রফিটি তার হাতে তুলে দেওয়ার সময় স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছিল অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো ওই ম্যাচের ১২০তম মিনিটে তার অসাধারণ একটি সেভ। এরপর টাইব্রেকারে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা।

# শ্রীলংকাকে ৩০২ রানে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ভারত



**স্পোর্টস ডেস্ক:** কাকতালীয়! ভারতের ইনিংসের প্রথম বলে রোহিত শর্মা চার মারার পর দ্বিতীয় বলে বোল্ড। শ্রীলংকার ইনিংসের প্রথম বলে পাথুম নিশাঙ্কা এলবিডব্লু। রোহিতের ঘাতক মাদুশাঙ্কা। নিশাঙ্কার শিকারি বুমরা। বৃহস্পতিবারের (২ নভেম্বর) ওয়াংখেড়েতে দুদলের শুরুর মিলটুকু ছাড়া আর সবকিছুতেই অমিল। ভারতের ইনিংসে ছুটল রানের ফোয়ারা। শ্রীলংকার ইনিংসে উইকেট-বৃষ্টি। এ বছর সপ্তমবার ৩৫০-এর বেশি রান মজুদ করল ভারত তিন তিনটি সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়ে।

আর শ্রীলংকা তিন রানে চার এবং ১৪ রানে ছয় উইকেট হারিয়ে এশিয়া কাপ ফাইনালের দুঃস্বপ্ন ফিরিয়ে আনল। কলম্বোয় ৫০ রানে অলআউট হয়ে ১০ উইকেটে ভারতের কাছে হেরেছিল শ্রীলংকা। মুম্বাইয়ে মেন্ডিসরা মুখ থুবড়ে পড়লেন ৫৫ রানে। ৩০২ রানের রেকর্ডরাঙা জয়ে সবার আগে ভারত পৌঁছে গেল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে।

প্রথম সাত ম্যাচের সাতটিই জিতল স্বাগতিকরা। বিশ্বকাপে রানের হিসাবে এটি দ্বিতীয় বড় জয়। সব মিলিয়ে ওয়ানডেতে এরচেয়ে বড় জয় আছে মাত্র তিনটি। বিপরীতে শ্রীলংকার ৫৫ রান বিশ্বকাপে তাদের সর্বনিম্ন স্কোর। বিশ্বকাপে এরচেয়ে কম রানে অলআউট হয়েছে শুধু কানাডা ও নামিবিয়া।

মোহাম্মদ শামি ও মোহাম্মদ সিরাজের যুগল তান্ডবে ২৯ রানে আট উইকেট হারিয়ে কানাডার ৩৬ রানে অলআউট হওয়ার বিব্রতকর রেকর্ডকেও হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল লংকানরা। মহেশ তিকশানা (১২) ও কাসুন রাজিতার (১৪) ব্যাটে সেই লজ্জা এড়াতে পারলেও ১৯.৪ ওভারেই গুটিয়ে যায় সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

শামি ১৮ রানে পাঁচটি ও সিরাজ ১৬ রানে নেন তিন উইকেট। এবারের আসরে মাত্র তিন ম্যাচ খেলেই ১৪ উইকেট হয়ে গেল শামির। সবমিলিয়ে ১৪ ম্যাচে ৪৫ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি এখন শামি। বিশ্বকাপে মিচেল স্টার্কের সর্বোচ্চ তিনবার পাঁচ উইকেট নেওয়ার রেকর্ডও ছুঁয়েছেন ভারতের এই অভিজ্ঞ পেসার।

২০১১ সালের ২ এপ্রিল এ মাঠেই মুত্তিয়াহ মুরালিধরনের শ্রীলংকাকে ছয় উইকেটে হারিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জিতেছিল শচীন টেন্ডুলকারের ভারত। উত্তরসূরিদের লড়াই দেখতে কালও মাঠে ছিলেন দুই কিংবদন্তি। শচীন ফিরেছেন আরেকটি সুখস্মৃতি নিয়ে, মুরালির সঙ্গী নতুন দুঃস্বপ্ন।

শামি-সিরাজদের তাণ্ডবের আগে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে আট উইকেটে ৩৫৭ রানের পাহাড় গড়ে ভারত। যা বিশ্বকাপে সেঞ্চুরিবিহীন সর্বোচ্চ ইনিংস। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়েও শুবমান গিল ৯২, বিরাট কোহলি ৮৮, ও শ্রেয়াস আয়ার ৮২ রানে আউট হন। তিনজনকেই ফেরান ৮০ রানে পাঁচ উইকেট নেওয়া মাদুশাঙ্কা।

শচীনের ৪৯ সেঞ্চুরির রেকর্ড ছোঁয়ার অপেক্ষা বাড়লেও কোহলি কাল গড়েছেন এক পঞ্জিকাবর্ষে ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি আটবার এক হাজার রানের মাইলফলক ছোঁয়ার রেকর্ড। এর আগে সর্বোচ্চ সাতবার এই কীর্তি ছিল শচীনের। প্রথম ওভারে রোহিতের বিদায়ের পর জীবন পেয়ে ১৮৯ রানের জুটি গড়েন গিল ও কোহলি।

মাত্র আট রানের জন্য বিশ্বকাপে নিজের প্রথম সেঞ্চুরি মিস করেন গিল। তিন রানের ব্যবধানে একই আক্ষেপে পোড়েন কোহলি। এর পর শ্রেয়াসের ৫৬ বলে ৮২ রানের টর্নেডো ইনিংসে সাড়ে তিনশ ছাড়িয়ে যায় ভারতের স্কোর।

### বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন

# ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বহুমুখী ঝুঁকিতে

## *ঋণ আদায় কমেছে, খেলাপি ঋণ বেড়েছে, মূলধন কমেছে * ৫ শতাংশের বেশি খেলাপি রয়েছে ৩০ ব্যাংকে*

**ঢাকা ডেস্ক:** বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাত বহুমুখী ঝুঁকিতে পড়েছে। এর মধ্যে ব্যাংকগুলোতে সুদের হার বৃদ্ধি, ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়া, খেলাপি ঋণ বেড়ে যাওয়া, এর বিপরীতে মূলধন হ্রাস, আয় কমে যাওয়া, ঋণ আদায় কম হওয়াসহ নানা ঝুঁকির মুখে পড়েছে আর্থিক খাত। বিদ্যমান অর্থনৈতিক মন্দায় ব্যবসা-বাণিজ্য নিম্নমুখী হওয়ায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসার পরিধিও কমে গেছে। এর মধ্যে নন-ব্যাংকিং আর্থিক খাত বেশি ঝুঁকিতে পড়েছে। বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত 'আর্থিক স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন. জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩' শীর্ষক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। গত মার্চ পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে। জুনে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে।

প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যায়, গত ডিসেম্বরের তুলনায় মার্চে ব্যাংকগুলোর ঋণ আদায় কমেছে, বেড়েছে খেলাপি ঋণ। এতে ব্যাংকগুলোর মূলধন কমে গেছে। একই সঙ্গে ঋণ থেকে সুদ আয় ও মূলধন থেকেও আয় কমে গেছে। ফলে সার্বিকভাবে ব্যাংকগুলোর আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। মূলধন কমা ও খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির কারণে ব্যাংকগুলোর আর্থিক ভিত্তিতে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। ডলার সংকটের কারণে এখনো ব্যাংকগুলো স্বাভাবিক বৈদেশিক বাণিজ্য করতে পারছে না। উলটো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ডলার কিনে দেনা শোধ করায় তারল্যের একটি বড় অংশ আটকে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে চড়া সুদে অর্থ ধার করে ব্যাংকগুলোকে তারল্য ব্যবস্থাপনা করতে হচ্ছে। এতে তাদের খরচ বেড়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে নন-ব্যাংকিং আর্থিক খাতের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ব্যাংকে সম্পদ ও মূলধন থেকে কিছুটা আয় হলেও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওই দুই খাত থেকেই কোনো আয় হচ্ছে না। উলটো দুই খাতেই লোকসান বাড়ছে। তবে কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভালো করছে। ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির পাশাপাশি বড় খেলাপিদের কাছে বড় অঙ্কের ঋণ আটকে যাচ্ছে। এতে করে যেসব ব্যাংকে বড় খেলাপি বেশি ওইসব ব্যাংকেই খেলাপি ঋণের পরিমাণও বেশি। মোট খেলাপি ঋণের মধ্যে শীর্ষ ১০ ব্যাংকের কাছে রয়েছে ৬১ দশমিক ৯০ শতাংশ। বাকি ৫১টি ব্যাংকে রয়েছে খেলাপি ঋণের ৩৮ দশমিক ১০ শতাংশ। অর্থাৎ খেলাপি ঋণের প্রায় ৬২ শতাংশই শীর্ষ ১০ ব্যাংকের কাছে। এদিকে শীর্ষ ৫ ব্যাংকে রয়েছে মোট খেলাপি ঋণের ৪৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ। বাকি ৫৬ ব্যাংকে রয়েছে ৫৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ। খেলাপি ঋণ কেন্দ্রীভূত হয়ে যাওয়ার কারণে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকির মাত্রাও বেড়েছে। ডিসেম্বরের তুলনায় মার্চে খেলাপি ঋণও বেড়েছে। জুনে তা আরও বেড়ে ১ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, গত ডিসেম্বরে ব্যাংকগুলোর সম্পদ বা ঋণ থেকে আয় হয়েছে দশমিক ৬২ শতাংশ। গত মার্চে তা কমে দশমিক ৩৯ শতাংশ হয়েছে। আলোচ্য সময়ে আয় কমেছে প্রায় অর্ধেক। ব্যাংকগুলোর যে আয় হয় তার সিংহভাগই আসে সুদ থেকে। এ খাতে আয় কমে যাওয়ায় ব্যাংকের সার্বিক আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এদিকে মূলধন থেকে আয়ও কমে গেছে। ডিসেম্বরে মূলধন থেকে আয় ছিল ১০ দশমিক ৭০ শতাংশ। মার্চে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৮৩ শতাংশে। তবে পরিমাণগতভাবে মূলধন থেকে আয় কম হয়। সুদ থেকেই বেশি আয় হয়। করোনা ও বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব মোকাবিলায় ঋণ আদায় ও সুদ আদায়ে ছাড় দেওয়ার কারণে এ খাত থেকে আয় কমেছে।

ব্যাংকগুলোর মধ্যে ২০ শতাংশের বেশি খেলাপি ঋণ রয়েছে ৮টি ব্যাংকের। ১৫ শতাংশের বেশি থেকে ২০ শতাংশের কম খেলাপি ঋণ রয়েছে ৩টি ব্যাংকের। ১০ শতাংশের বেশি থেকে ১৫ শতাংশের কম খেলাপি ঋণ আছে ৫টি ব্যাংকের। ৫ শতাংশের বেশি থেকে ১০ শতাংশের কম খেলাপি ঋণ ১৪টি ব্যাংকের। ৩ শতাংশের বেশি থেকে ৫ শতাংশের কম ১৮টি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ। ২ শতাংশের বেশি থেকে ৩ শতাংশের কম খেলাপি ঋণ রয়েছে ৭টি ব্যাংকের। ২ শতাংশের কম খেলাপি ঋণ রয়েছে ২টি ব্যাংকের। আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী কোনো ব্যাংকে খেলাপি ঋণ ৩ শতাংশের বেশি থাকলেই ওই ব্যাংককে ঝুঁকিপূর্ণ ধরা হয়। বর্তমানে দেশে ৪৮টি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৩ শতাংশের ওপরে। আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী ৪৮টি ব্যাংকই এখন খেলাপি ঋণের ঝুঁকিতে। বাংলাদেশ ব্যাংক ৫ শতাংশের বেশি খেলাপি থাকলে ওই ব্যাংককে ঝুঁকি হিসাবে বিবেচনা করে। ৫ শতাংশের বেশি খেলাপি ঋণ রয়েছে ৩০টি ব্যাংকের। এ হিসাবে ৩০টি ব্যাংক ঝুঁকিতে।

ডিসেম্বরে ৪টি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়েছিল, মার্চে ৪টি ব্যাংকের বেড়েছে। ডিসেম্বরে ৩ জন শীর্ষ গ্রাহক খেলাপি হলে ১১টি ব্যাংক ঝুঁকিতে পড়ত। গত মার্চে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫টিতে। অর্থাৎ ৩ জন শীর্ষ ঋণ গ্রাহক খেলাপি হলে ১৫টি ব্যাংকের ঝুঁকি বেড়ে যাবে। অর্থাৎ ব্যাংক খাতে ঝুঁকির মাত্রা বেড়েছে। ডিসেম্বরে ১টি খাতে সবচেয়ে বেশি বেড়েছিল খেলাপি ঋণ। মার্চে তা বেড়েছে ৩টি খাতে। সুদের হারের ঝুঁকিতে ডিসেম্বরের মতো গত মার্চেও রয়েছে একটি ব্যাংক। ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের ঝুঁকিতে ডিসেম্বরে কোনো ব্যাংক না থাকলেও মার্চে একটি ব্যাংক ঝুঁকিতে পড়েছে। মূলধন ঝুঁকিতে ডিসেম্বরে কোনো ব্যাংক না থাকলেও মার্চে একটি ব্যাংক ঝুঁকিতে পড়েছে।

ব্যাংকগুলোতে ঋণ ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। মোট ঝুঁকির ৮৮ দশমিক ১৮ শতাংশ ঋণে। তবে গত ডিসেম্বরের তুলনায় মার্চে ঝুঁকি কিছুটা কমেছে। ব্যাংকগুলোর মূলধন কমেছে। ডিসেম্বরে মূলধন ছিল ১ লাখ ৫৯ হাজার কোটি টাকা। মার্চে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৫৪ হাজার কোটি টাকায়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ডিসেম্বরে মূলধন ছিল ৫ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা। মার্চে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৯৪৬ কোটি টাকায়। এর মধ্যে মৌলিক মূলধন একই সময়ে ৪ হাজার ১০৮ কোটি টাকা থেকে কমে ৩ হাজার ৫৭২ কোটি টাকা হয়েছে। মূলধন পর্যাপ্ততাও কমছে। ডিসেম্বরে ছিল ৮ দশমিক ১৬ শতাংশ। মার্চে তা কমে ৭ দশমিক ২৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ থেকে আয় ডিসেম্বরে ছিল ১ দশমিক ২৭ শতাংশ নেতিবাচক। মার্চে তা বেড়ে ১ দশমিক ৩২ শতাংশ নেতিবাচক হয়েছে। একই সময়ে মূলধন থেকে আয় ১৯ দশমিক ২৬ শতাংশ নেতিবাচক থেকে এখন বেড়ে ২০ দশমিক ৬৮ শতাংশ নেতিবাচক হয়েছে। অর্থাৎ মূলধন ও সম্পদ থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গড়ে কোনো আয় হচ্ছে না। উলটো লোকসানের অঙ্ক বেড়ে যাচ্ছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর খেলাপি ঋণ ডিসেম্বরে ছিল ১৬ হাজার ৮২১ কোটি টাকা। মার্চে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার ৮৫৫ কোটি টাকায়। ওই সময়ে খেলাপি ঋণের হার ২৩ দশমিক ৮৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৫ দশমিক ৫ শতাংশ হয়েছে।



# ওজনপার্কে নিজের বাড়ীতে আগুন দিয়ে বাংলাদেশী গ্রেফতার

(প্রথম পাতার পর)

অগ্নিকান্ডে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ঘটনটি নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটি

জানা গেছে, ব্রুকলীনের ওজনপার্ক এলাকার ফরবেল স্ট্রীটে গত ৩ নভেম্বর শুক্রবার এই ঘটনা ঘটে। দুই ফ্যামিলি বিশিষ্ট বাড়ীর দ্বিতীয় তলার ভাড়াটিয়া বিগত ২ বছর ধরে ভাড়া দিচ্ছিলেন না এবং বাড়ি থেকে যেতে বা বাড়িটি ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে আসছিল। এতে বাড়ীর মালিক রফিকুল ইসলাম ক্ষুব্ধ হয়ে ওজনপার্কের ঐ বাসার অভ্যন্তরীণ সিঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, আগ্নিকান্ডের সময় বাড়িতে দুই প্রাপ্তবয়স্ক এবং ছয়টি শিশু ছিল| সিটি ফায়ার ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে যে, তারা সবাই বাড়ি থেকে পালিয়েছে। অভিযুক্ত রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগের অভিযোগের পাশাপাশি হত্যা চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন এলকায় ভাড়াটিয়া কর্তৃক বাসা বা বাড়ির ভাড়া পরিশোধ না করা প্রবণতা লক্ষণীয়। বিশেষ করে বিগত করোনাকালে সময় থেকে বাসা ভাড়া না দিয়ে আইনের আশ্রয় নিয়ে অনেক ভারাটিয়া বাসা বা বাড়ী ভাড়া দেননি। ফলে অনেক বাসা-বাড়ির মালিক বিপদে পড়েন এবং আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সে ক্ষেত্রেও নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। বৃদ্ধি পায় বাসা-বাড়ীর মালিক আর ভাড়াটিয়াদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, আর সম্পর্কের দূরত্ব।



# গাজায় পারমাণবিক বোমা ফেলতে চান ইসরায়েলি মন্ত্রী!

(প্রথম পাতার পর)

মন্ত্রী আমিচাই এলিয়াহু এসব মন্তব্য করেন। এদিকে তাঁর এই বক্তব্যের নিন্দা জানিয়েছেন দেশটির অন্য রাজনীতিবিদরা। আর প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তাঁর দাবিকে নাকচ করে দিয়ে বলেন, ওই বক্তব্য বাস্তবসম্মত নয়। খবর আলজাজিরা ও টাইমস অব ইসরায়েলের।

এলিয়াহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, গাজায় পারমাণবিক বোমা ফেলা উচিত হবে কিনা? উত্তরে তিনি বলেন, 'এটি একটি বিকল্প হতে পারে। আমি চাই ইসরায়েল গাজা উপত্যকা দখলে নিক।' ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থি রাজনৈতিক দল ওতজমা ইয়েহুদির দলের নেতা এই মন্ত্রী। তবে তিনি ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার অংশ নন এবং এ যুদ্ধের কোনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন তিনি।

গাজাবাসীকে অন্যত্র চলে যাওয়ার উপদেশের পাশাপাশি তিনি মানবিক ত্রাণ পাঠানোরও বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, নাৎসিদের হাতে মানবিক সহায়তা তুলে দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য ওই মন্তব্যের পর এলিয়াহুকে সরকারের বৈঠকগুলোতে ডাকা হচ্ছে না।

# অর্থ-চিন্তায় নির্ঘুম রাত কাটে ৩.৪ মিলিয়ন নিউইয়র্কারের

(প্রথম পাতার পর)

একটু বেশিই জেগে কাটায়। নতুন একটি গবেষণা এ তথ্য দিচ্ছে। গোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ইন্টারঅ্যাকটিভ ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে তথ্যগুলো বের করে আনা হয়েছে। অর্থ সংস্থানের চাপ নিতে গিয়ে এই মানুষগুলো মানসিক কষ্ট ও ভাবাবেগে ভুগছে। অর্থনৈতিক দায় ও দায়িত্ব কিভাবে মানুষের ভালো থাকাকে বিনষ্ট করে তা দেখতে গিয়েই গবেষণা পরিচালনা করা হয়, এতে বিশেষ করে দেখা হয়, এর ফলে ঘুমের কতটা ব্যাঘাত ঘটে। নিদ্রাহীনতা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এই পূর্বসতর্কতা নিয়ে গবেষণাটি করা হয়।

ব্যাডক্রেডিট.ওআরগি ২০২৩ এর সেপ্টেম্বরে পরিচালিত গবেষণায় দেখিয়েছে নিউইয়র্কের ৩.৪ মিলিয়ন মানুষ স্রেফ অর্থচিন্তায় নির্ঘুম রাত কাটায়। ৩০০০ মানুষের ওপর চালানো জরিপে দেখা যায় শতাংশের দিক থেকে অর্থচিন্তায় না ঘুমানোর দলে সবচেয়ে বেশি হার হাওয়াইয়ে। সেখানে ৪১০,৪১০ জন মানুষের মধ্যে ২৮% ই অর্থচিন্তায় নির্ঘুম কাটায়। নিউইয়র্কের ৩,৪৬৯,৩০১ জন মানুষের অর্থচিন্তায় রাতে পর্যাপ্ত ঘুম হয় না। যা এই অঙ্গরাজ্যের মোট বয়স্ক জনসংখ্যার ১৭%। এদের মধ্যে স্ট্যাটান আয়ল্যান্ডের ৯৮,৩৮৯ জন ব্রুকলীনের ৫০৯,৮৬০ জন, উটিকার ১১,৭৬৬ জন, সেনেকা ফলসের ১,২৭৫ জন। তবে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে এই অর্থচিন্তায় নির্ঘুম কাটানো মানুষের হারের দিক থেকে নিউইয়র্কের অবস্থায় ২৪। এই হারে শীর্ষ ১০ এ রয়েছে হাওয়াই: ২৮%, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ২৬%, রোড আয়ল্যান্ড ২৩%, ইডাহো ২৩%, কানসান ২২%, কানেটিকাট ২১%, আরিজোনা ২১%, সাউথ ক্যারোলিনা ২১%, নিউ জার্সি ২১% ও মেইনে ২১%। নিদ্রাহীনতার এই তালিকায় সবচেয়ে শেষের দিকে রয়েছে ভারমন্ট। যেখানে অর্থচিন্তায় রাত জেগে থাকা মানুষের সংখ্যা ৯%।

# রকফেলার সেন্টারের ক্রিসমাস ট্রি হবে ৬০ ফুট উঁচু

(প্রথম পাতার পর)

হবে ৮০ ফুট উঁচু। সেটি সংগ্রহ করা হবে নিউইয়র্কের ব্রুমি কাউন্টির বিংহ্যামটনের ছোট্ট শহর ভেস্টাল থেকে। কয়েক দিনের মধ্যেই গাছটি কেটে আনা হবে এবং এবং ম্যানহাটনে সেটি পৌঁছবে ১১ নভেম্বর। পরে সেটি রকফেলার সেন্টারে বসানো হবে আর সাজানো লক্ষ লক্ষ এলইডি লাইট ও তারা বাতি দিয়ে। এ বছর রকফেলার সেন্টারের ক্রিস্টমাস লাইটিং সেরিমনি আয়োজন করা হবে ২৯ নভেম্বর।

ম্যানহাটনের কেন্দ্রস্থলে এই রকফেলার সেন্টারে বসানো ক্রিসমাস ট্রি নিয়ে নিউইয়র্কারদেরই কেবল আগ্রহ থাকে তা নয়, এটি দেখতে ভিড় করেন অনেক পর্যটকও।

# তফশিলকে ঘিরেই সব প্রস্তুতি বিএনপির

(প্রথম পাতার পর)

ঠিক করতে সিনিয়র নেতাদের পরামর্শ নিচ্ছে হাইকমান্ড। দ্বিতীয় দফার অবরোধ শেষ হলে একদিন বিরতি দিয়ে ফের দুদিন অবরোধ বা হরতাল কর্মসূচির কথা ভাবছে দলটি। এরপর আবারও দুদিন (শুক্র ও শনি) বিরতি দিয়ে টানা তিন দিন অথবা পাঁচ দিন কর্মসূচি পালনের পরামর্শ দিয়েছেন নেতারা। আজ নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হতে পারে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য। নীতিনির্ধারকদের মতে, তফশিল ঘোষণার তারিখ জানার চেষ্টা করছেন তারা। সে অনুযায়ীই কর্মসূচি আসবে। যেদিন তফশিল ঘোষণা করা হবে তার আগের কয়েকদিন দলের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে তৃণমূলেরও মতামত নেওয়া হয়েছে। তারাও আরও কঠোর কর্মসূচি চান। দেশব্যাপী একই সঙ্গে অবরোধ-হরতাল কর্মসূচির প্রস্তাব রয়েছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

জানতে চাইলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী যুগান্তরকে বলেন, আবারও কর্মসূচি দেওয়া হবে। দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ীই কর্মসূচি আসবে। হামলা-মামলা-গ্রেফতার-নির্যাতন উপেক্ষা করে দলীয় নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ আজ রাস্তায় নেমে এসেছে। সরকার একতরফা নির্বাচনের যতই চেষ্টা করুক এবার আর তা হতে দেওয়া হবে না। আন্দোলনের মাধ্যমেই সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে। গণতন্ত্রকামী মানুষের বিজয় সুনিশ্চিত।

দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল, তিন দিন অবরোধের পর রোববার ভোর ৬টা থেকে আবারও ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ চলছে। যা মঙ্গলবার ভোর ছয়টা পর্যন্ত চলবে। দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২৮ অক্টোবর মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যে ৫ হাজার ২৮৪ জনের বেশি নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মোট মামলা হয়েছে ১২২টির বেশি এবং একজন সাংবাদিকসহ মৃত্যু হয় ১০ জনের। এর মধ্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ওমর ও এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব মজিবর রহমান সরোয়ার, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, খায়রুল কবির খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন, কেন্দ্রীয় নেতা জহির উদ্দিন স্বপনসহ বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। আরও বেশ কয়েকজন নেতার বাসায় অভিযান চালানো হয়েছে। তৃণমূলেরও একই অবস্থা।

একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা জানান, কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের অধিকাংশ নেতাকর্মীই এখন বাসায় ঘুমাতে পারছেন না। এমন পরিস্থিতিতে 'ডু অর ডাই' মনোভাব নিয়েই আন্দোলন করছেন তারা। তাই কঠোর আন্দোলন থেকে সরে আসার কোনো সুযোগ নেই। সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের দৃঢ় মনোবল রয়েছে। তারা গ্রেফতার হলে মাঠে থেকে হতে চান। নেতারা আরও জানান, তফশিলের আগেই দাবি আদায় করতে চান তারা। এ নিয়ে তৃণমূলের কাছ থেকে চাপ রয়েছে। কারণ তাদের ধারণা তফশিল ঘোষণা হয়ে গেলে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারে। তখন দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলন টেনে নিয়ে যাওয়া কঠিন হবে। তাই যা করার তফশিলের আগেই করতে হবে। সে প্রস্তুতি তাদের রয়েছে।

এদিকে আন্দোলন সফলে এখন নেতাকর্মীদের মধ্যে ঐক্যকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন বিএনপির হাইকমান্ড। একাধিক নীতিনির্ধারক জানান, ওয়ান-ইলেভেনেও বিএনপিকে ভাঙার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। সফল হয়নি। এখনো আবার বিএনপিকে ভাঙার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু নেতাদের যতই গ্রেফতার, ভয়ভীতি, নির্যাতন করা হোক না কেন, তা কোনোদিনই সফল হবে না।

কারণ চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া কারাগারে যাওয়ার পর থেকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসাবে তারেক রহমান দলের হাল ধরেছেন। অনেকে দলের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নেতৃত্বেই নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ আছেন। তারপরও কারও প্রলোভন কিংবা প্ররোচনায় যাতে কেউ বিভ্রান্ত না হয় সেজন্য ইতোমধ্যে নেতাদের সতর্ক থাকার জন্য বলা হয়েছে।

বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-অর্থনৈতিকবিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সুমন যুগান্তরকে বলেন, ইতোমধ্যে দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে আন্দোলন সফলের জন্য কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নেতাকর্মীদের উদ্দেশে সর্বশেষ রোববার পাঠানো একটি বার্তায় বলা হয়েছে, কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত নেতাকর্মীরা মেধা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে দল এবং দেশের জন্য ভূমিকা রেখেছেন, রেখে চলেছেন।

একটি বড় রাজনৈতিক দল হিসাবে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন কারণে দলের অনেক সদস্যকে হয়তো যথাযোগ্য অবস্থানে মূল্যায়ন করা যায়নি। এটি নেতাকর্মীদের ব্যর্থতা নয়। বরং বলা যায় এটি দলীয় সীমাবদ্ধতার কারণে। সুতরাং এ নিয়ে যদি কারও মনে ক্ষোভ বা অভিমান থাকে সেটি সবাইকে ভুলে ঐক্যবদ্ধ থাকা এখন সময়ের দাবি।

কারণ বর্তমানে দেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ভোটের অধিকার আদায়ে চলমান আন্দোলনে গণতন্ত্রকামী জনগণের কাছে বিএনপির নেতৃত্ব সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তাই সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে যার অবস্থান থেকে আন্দোলন সফল করার কথাও বার্তায় বলা হয়েছে।

# চালকদের সাথে প্রতারণা উবার ও লিফ্টর, ফেরত দেবে ৩২৮ মিলিয়ন ডলার

(প্রথম পাতার পর)

থেকে। এর মধ্য উবার দেবে ২৯০ মিলিয়ন ডলার আর লিফট দেবে ৩৮ মিলিয়ন ডলার। এটি এ পর্যন্ত নিউইয়র্কে সবচেয় বড় অর্থচুরির সুরাহা বলেই উল্লেখ করেছে নিউইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেলের প্রেস অফিস। পুরো অর্থ এখন যাবে প্রতারিত হওয়া চালকদের কাছে। তবে একই সঙ্গে আরও আদায় হলো উবার ও লিফট চালকদের অসুস্থতাজনিত ছুটি, ন্যুনতম পে সহ অন্যা সুবিধা। গত ২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এই ঘোষণা দিয়ে বলেন, উবার ও লিফট দীর্ঘ সময় ধরে চালকদের সঙ্গে এই প্রতারণা করে আসছে। কয়েক বছর ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে কোম্পানি দুটি নীতির কারণেই চালকরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ পাচ্ছেন না। এবং চালকদের পাওনা অন্য সুবিধাগুলো থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। নিউইয়র্ক শ্রম আইনের আওতায় তাদের ন্যায্য অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

এ সবেরই সুরাহা করা হলো আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে। আর এর ফলে উবার ও লিফট তাদের প্রতারিত ৩২৮ মিলিয়ন ডলার চালকদের ফেরত দেবে। একই সঙ্গে চালকরা পাবেন সবেতন অসুস্থতাজনিত ছুটি, যথাযথ হায়ারিং ও আর্নিং নোটিশ। এছাড়াও চালকদের কর্মপরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

অর্থ প্রতারণা শিকার হয়েছেন এমন উবার ও লিফট চালকরা তাদের পাওনা অর্থ দাবি করতে পারবেন। ডাক ইমেইল ও টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে চালকদের কাছে এ সংক্রান্ত নোটিশ পাঠানো হবে। চালকদের পাঠানো আবেদন ও তথ্য পর্যালোচনা করে তাদের দাবিকৃত অর্থ পরিশোধ করা হবে। অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের মাধ্যমেও এই অর্থের আবেদন জমা দেওয়া যাবে।

# গাজায় মানবিক বিপর্যয়েও যুদ্ধবিরতি নাকোচ যুক্তরাষ্ট্রের

(প্রথম পাতার পর)

তবে ইসরায়েলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। এদিকে গাজায় আবারও শরণার্থীশিবিরে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৪০ জন নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে গত ৩০ দিনে গাজায় ইসরায়েলের হামলায় ৯ হাজার ৭৭০ জন নিহত হয়েছেন। নিহত ফিলিস্তিনিদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

গত রোববার পশ্চিম তীরের রামাল্লায় ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে বৈঠক করেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি বিঙ্কেন। বৈঠকে গাজায় অনতিবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান আব্বাস। তবে মানবিক সহায়তা সরবরাহে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করলেও যুদ্ধবিরতি নিয়ে কিছু বলেননি ব্লিঙ্কেন।

আগের দিন জর্ডানের রাজধানী আম্মানে আরব নেতা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিঙ্কেন। বৈঠকে গাজায় অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান আরব প্রতিনিধিরা। এ সময় 'মানবিক বিরতির' পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের কথা তোলেন ধরেন শীর্ষ এই মার্কিন কূটনীতিক। তবে যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন, যুদ্ধবিরতি হামাসকে পুনর্গঠিত হতে সাহায্য করবে।

এদিকে ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে বৈঠকের পর আব্বাসের দপ্তর থেকে এক বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সার্বিক রাজনৈতিক সমঝোতার অংশ হিসেবে গাজার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ। আব্বাস বলেন, গাজা ফিলিস্তিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পশ্চিম তীর, গাজা ও পূর্ব জেরুজালেম নিয়ে সমন্বিত রাজনৈতিক সমাধান হতে হবে।

এমন সময় ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট এ কথা বললেন, যখন যুদ্ধের পর গাজার নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইসরায়েল বলেছে, এ যুদ্ধের পর গাজা পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে তাদের হাতে। আরব নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় ব্লিঙ্কেনও বিষয়টি তোলেন। জবাবে তাঁরা বলেন, আগে যুদ্ধ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। এখন এ নিয়ে কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক।

**এক পরিবারের ২১ সদস্য নিহত**

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ সত্ত্বেও গাজায় নির্বিচার হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। শনিবার দিবাগত রাতে আল-মাগাজি শরণার্থীশিবিরে হামলায় কমপক্ষে ৪০ জন নিহত হন। নিহত ব্যক্তিদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। আগের দিনই অ্যাম্বুলেন্স বহর ও আশ্রয়শিবিরে ইসরায়েলী হামলায় কমপক্ষে ৩০ জন প্রাণ হারান। এদিকে গাজায় পৃথক ইসরায়েলি হামলায় এক পরিবারের ২১ সদস্য নিহত হয়েছেন। গত ৭ অক্টোবর শুরু হওয়া ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় অর্ধশতাধিক পরিবারের সব সদস্য নিহত হয়েছেন।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৯ হাজার ৭৭০ জনে দাঁড়িয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের ৪ হাজার ৮০০ জনই শিশু। এ ছাড়া পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানে ১৫২ ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছেন।

# রেডমিটে হচ্ছে টাইপ-২ ডায়াবেটিস

(প্রথম পাতার পর)

টাইপ-২ এর ঝুঁকি বাড়ছে। নতুন একটি গবেষণা সেটাই দেখাচ্ছে। এবিসি নিউজের চিফ মেডিকেল করেসপন্ডেন্ট ড. জেনিফার অ্যাশটন তার প্রতিবেদনে গবেষণার ফাইন্ডিংস ব্যাখায় এমনটাই তুলে ধরেছেন। হার্ভার্ডের স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর গবেষকদল এই গবেষণা করেন। যার নেতৃত্ব দেন টিএইচ চ্যান। গত ২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দ্য আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিকাল নিউট্রিশন মূল গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে।

জেনিফার অ্যাশটন তার ব্যাখ্যায় বলেন, 'আমরা ভেড়ার মাংস, গরুর মাংস, শুয়োরের মাংস, সসেজ, হট ডগ, বার্গার এসবের কথাই বলছি।' তিনি বলেন, 'এটি একটি বড়সড় গবেষণাই হয়েছে। ২০০,০০০ মানুষের ওপর ত্রিশ বছর ধরে চালানো হয়েছে এই গবেষণা। আর তাতে এসব প্রোসেসড রেডমিটের সঙ্গে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের স্পষ্ট যোগসাজশ রয়েছে। সুনির্দিষ্ট কারণ ও প্রভাব হয়তো এই গবেষণায় দেখানো হয়নি, কিন্তু যত বেশি রেডমিট আপনি খাবেন, টাইপ টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ততই বাড়বে।'

এই গবেষক দল টানা তিন দশক ধরে ২ লাখ ১৬ হাজার ৬৯৫ জন বয়স্ক মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কাজ করেছেন, আর লক্ষ্য করেছেন তারা কে কোন ধরনের রোগবালাইয়ে ভুগছেন। গবেষণায় দেখা গেছে রেড মিটে অভ্যস্ত মানুষগুলোর মধ্যে ২২ হাজার জনই টাইপ ২ ডায়াবেটিসে ভুগছেন। এ থেকে গবেষকরা সুস্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন, কোনো ব্যক্তি যত বেশি রেডমিটে অভ্যস্ত তত বেশিই তার ডায়াবেটিসে ঝুঁকি বাড়বে। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের ডায়েটারি নির্দেশনায় রেডমিটের পরিবর্তে চিকেন থেকে প্রোটিন গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

# মঙ্গলবার নির্বাচন : নেই ভোটের উত্তাপ

(প্রথম পাতার পর)

নভেম্বর শেষ হয় আগাম ভোট প্রদান। জানা গেছে, ২০২১ সালে নির্বাচনের পর নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল আসনে রিডিস্টিক্টিং হয়েছে। ফলে নতুনভাবে আঁকা হয়েছে প্রায় সবগুলো আসনের সীমানা ম্যাপ। তাই নতুন ডিস্টিক্ট ম্যাপে ৭ নভেম্বর পুনরায় নির্বাচন হচ্ছে। যদিও এনিয়ে অনেক ভোটারই বিভ্রান্ত।

এদিকে মঙ্গবারের নির্বাচনে প্রাইমারিতে ব্রুকলীন থেকে নির্বাচিত বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত শাহানা হানিফ সহ অনেক সিটি কাউন্সিল প্রার্থী ইতিমধ্যেই বিজয়ী হয়েছেন, তাদের অন্য দলীয় চ্যালেঞ্জার না থাকায় তারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষিত হয়েছেন। তারপরও নিয়ম রক্ষার জন্য সিটির ৫১ জন কাউন্সিল সদস্যের নামই ব্যালটে থাকবে। মঙ্গলবারের নির্বাচনে কুইন্সের এলহাস্ট ও জ্যাকসন হাইটস থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ডেমোক্র্যাট দলীয় ফাতিমা বারিয়াব। তার প্রতিদ্বন্দ্বি একই দলের বর্তমান সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান। এবার কুইন্স, ব্রঙ্কস ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ড এই তিন বরোর ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি পদে নির্বাচন হচ্ছে।

নিউইয়র্কের বোর্ড অব ইলেকশন অফিস সূত্রে জানা গেছে, সিটির ৫ বরোর মধ্যে এবার কেবলমাত্র কুইন্সের ব্যালটে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষা থাকবে। তবে প্রয়োজনে ব্রুকলীন, ব্রঙ্কস, ম্যানহাটান ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের ভোটাররা প্রয়োজনে বাংলা ইন্টারপ্রেটার চাইতে পারেন। এজন্য সংশ্লিস্টদেরকে ৮৬৬-৮৬৮-৩৬৯২ নম্বরে ফোন করতে হবে। আবার যারা শ্রবণ প্রতিবন্ধী তারাও ভোটকেন্দ্রে সাহায্য পাওয়ার জন্য ফোন করতে পারেন ২১২-৪৮৭-৫৪৯৬ নম্বরে। আর ভোটারদের নিকট ভোটকেন্দ্রে পেতে nycvotes.org ভিজিট করতে হবে Find My Poll Site- এ। এই পেজে ক্লিক করে বাড়ীর ঠিকানা টাইপ করলে জানা যাবে নিকটবর্তী ভোট কেন্দ্র।







# হোমিও চিকিৎসা



## এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

**আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন**
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

**Homeopathy & Herbal**
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

## পার্কচেস্টারে
### অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

## ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

**Tri-Boro Terrace Realty**
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
**Cellular: (646) 732-9150**
E-Mail: tusherb@aol.com

**Tusher Bhuiyan**
*Licensed Real Estate Agent*

Each Office is Independently Owned and Operate

## ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

**ASTORIA PHARMACY**
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
**Ph: 718-278-3772**
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

**JACKSON HEIGHTS PHARMACY**
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
**Ph: 718-779-1444**
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

**LONG ISLAND CITY CHEMISTS**
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
**Ph: 718-392-8049**
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

**OPEN**
10 am - 10 pm
Monday to Friday
**Saturday**
10 am - 5 pm

# প্রচলিত হরতাল ও অবরোধ বিষয়ে ইসলাম কী বলে

(শেষের পাতার পর)

এবং সমাজে অপরাধ দেখলে তা প্রতিহত করবে। অন্যায়ের প্রতিবাদ কিভাবে করবে তার নির্দেশনা রাসুলুল্লাহ (সা.) দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কোনো অন্যায় দেখলে সে যেন হাত দিয়ে তা প্রতিহত করে, যদি সে তাতে সক্ষম না হয়, তবে সে যেন মুখে প্রতিবাদ করে; আর যদি সে তাতেও সক্ষম না হয়, তবে মনে মনে তা পরিবর্তনের পরিকল্পনা করে। এটাই ঈমানের দুর্বলতম স্তর।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৯)

এখানে আরো একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ন্যায্য বিষয়ে জনগণ স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব কিছু বন্ধ রেখে প্রতিবাদ জানালে ইসলাম তার বিরোধিতা করে না। তবে কালক্রমে হরতাল ও অবরোধের পরিবর্তিত সংস্কৃতির আলোকে প্রচলিত হরতাল-অবরোধ ইসলামের নানা নিষিদ্ধ বিষয়ের আওতায় পড়ে। যেমন:

এক. প্রচলিত হরতাল ও অবরোধের মাধ্যমে পৃথিবীতে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কোরো না।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১১)

দুই. প্রচলিত হরতাল ও অবরোধ ভয়তালে রূপ নিয়েছে। হরতাল ও অবরোধের আগের রাতে ও দিনের বেলা জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয় অন্য মুসলিমকে ভয় দেখানো।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৫০০৪)

তিন. প্রচলিত হরতাল ও অবরোধে কখনো কখনো মানুষ পোড়ানো হয়। অথচ ইসলাম বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছু, কীটপতঙ্গ ও হিংস্র প্রাণীকেও আগুনে দগ্ধ করতে নিষেধ করেছে। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য আগুন দিয়ে কাউকে শাস্তি প্রদান করা অবৈধ।' (আবু দাউদ, হাদিস : ২৬৭৫)

চার. হরতাল-অবরোধে দেশ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বিদায় হজের ভাষণে রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান একে অন্যের জন্য হারাম।' (বুখারি, হাদিস : ১৬৫২)

পাঁচ. এতে নিরীহ মানুষ হত্যা করা হয়। আর অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে যে অনাদিকাল থাকবে। আল্লাহ তার ওপর ক্রোধান্বিত হবেন, তাকে অভিশাপ দেবেন। আর তিনি পরকালে তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।'
(সুরা : নিসা, আয়াত : ৯২)

ছয়. প্রচলিত হরতালে একের বোঝা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সরকারের বিরোধিতার ভাষা জনগণের ওপর প্রয়োগ করা হয়, অথচ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না।' (সুরা : ফাতির, আয়াত : ১৮)

সাত. কোনো কোনো আলেম বিজাতিদের উদ্ভাবিত হওয়ায় হরতাল ও অবরোধকে অবৈধ বলেছেন। তবে অনেকেই সর্বশেষ বিকল্প হিসেবে জানমাল, দেশ ও সমাজের কোনোরূপ ক্ষতি সাধন না করার শর্তে হরতালকে বৈধ বলেছেন।

আট. প্রচলিত হরতালে মানুষের শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। অথচ পবিত্র কোরআনের প্রথম কথা হলো ইকরা অর্থাৎ তুমি পড়ো। হাদিস শরিফে জ্ঞানার্জনকে ফরজ ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নয়. প্রচলিত হরতাল ও অবরোধে বহু নিরীহ মানুষের ওপর জুলুম-অবিচার করা হয়। অথচ ইসলামের নীতি হলো, 'তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৭৯)

দশ. প্রচলিত হরতাল-অবরোধে আগুনে পুড়িয়ে মানুষের অঙ্গহানি ও অঙ্গবিকৃত করার নজির আছে। অথচ পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার ১১৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা শয়তানের কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। হাদিস শরিফে রাসুল (সা.) কোনো প্রাণীর বিকৃতি সাধন করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারি, হাদিস : ২৪৭৪)

### যান চলাচল, অবরোধ ও ইসলাম

পবিত্র কোরআনে দুনিয়ায় চলাচল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত বলে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'আর তিনি (আল্লাহ) নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের জন্য যানবাহনে পরিণত করেছেন।' (সুরা : জুখরুফ, আয়াত : ১২)

প্রাচীন যানবাহনসহ আধুনিক যানবাহনও আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। কেননা এগুলোতে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও ধাতব পদার্থ আল্লাহরই সৃষ্টি। তা ছাড়া জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকও আল্লাহর দান। চলাচলের পথ নিরাপদ রাখার জন্য রাসুল (সা.) বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ন্যূনতম ঈমানের পরিচায়ক হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।' (মুসলিম, হাদিস : ৩৫)

### প্রচলিত হরতাল-অবরোধ বিষয়ে ফতোয়া

ফতোয়ায়ে হাক্কানিয়াতে বলা হয়েছে, 'বর্তমান যুগে হরতাল-অবরোধ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পালন করা হয়। কোনো কোনো হরতালে এমন হয়, তার মধ্যে হত্যা, লুটতরাজ, পাথর নিক্ষেপ, ভাঙচুর, চলন্ত গাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধন করা হয়। এমন ভ্রান্ত ও অনৈতিক কর্মকান্ডকে কোনো সভ্যসমাজের লোকজন সমর্থন করে না। স্পষ্টত, ইসলামও এ ধরনের কর্মসূচিকে সমর্থন করে না।' (ফতোয়ায়ে হাক্কানিয়া, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫৬)

আল্লামা তকি উসমানি লিখেছেন, 'সরকারের কোনো কাজের প্রতিবাদ করার জন্য যদি লোকজনের কাছে তাদের কায়কারবার বন্ধ রাখতে আবেদন করা হয়, তাদের ওপর কোনোরূপ বলপ্রয়োগ করা না হয়, তাহলে এ আবেদনে সাড়া দেওয়া ও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ইসলামবিরোধী নয়। এমন হরতাল বৈধ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, হরতালকারীরা এতটুকুর ওপর সন্তুষ্ট থাকে না; বরং হরতালকারীদের পক্ষ থেকে মানুষের কায়কারবার বন্ধ করতে তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করা হরতালের অত্যাবশ্যক অংশে পরিণত হয়েছে। যদি কেউ গাড়ি চালাতে থাকে, তাহলে তার ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। রাস্তায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়... স্পষ্ট কথা যে এসব পদক্ষেপ শরিয়তের দৃষ্টিতে একেবারেই গর্হিত অপরাধ-হারাম।' (রাজনীতি ও ইসলাম, মুফতি তাকি উসমানি, পৃষ্ঠা ৪০৮)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
( 100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied )
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

### সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের কনভেনশন অনুষ্ঠিত

# নতুন কমিটির সভাপতি ডা. রোকাইয়া, সেক্রেটারী ডা. শফিকুল














**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):** বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন (এসওএমসিএএ) অব নর্থ আমেরিকা'র নবম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আগামী ২০২৪-২০২৫ সালের জন্য নতুন কার্যকরী পষিদ ঘোষণা করা হয়। নতুন কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন ডা. রোকাইয়া চৌধুরী আর জেনারেল সেক্রেটারী মনোনীত হয়েছেন ডা. শফিকুল হক চৌধুরী। রোববার (২৯ অক্টোবর) নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের আগ্রা প্যালেসে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাকৃতিক দূর্যোগের মধ্যেও সংগঠনটির বিপুল সংখ্যক সদস্য যোগ দেন। তাদের সাথে দেশের অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজের একাধিক এলামনাই যোগ দেয়ায় কনভেনশনটি প্রবাসী বাংলাদেশী ডাক্তারদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। খবর ইউএনএ'র।

ব্যতিক্রমী এই কনভেনশনের মূল আকর্ষণ ছিলো এসওএমসিএএ অব নর্থ আমেরিকার নতুন কমিটি ঘোষনা এবং বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ন্যান্সীর একক সঙ্গীত। কনভেনশনের কো-কনভেনর ডা. মোহাম্মদ মতিউর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ডা. জুন্নুন চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনভেনর ডা. মুহাম্মদ সাদুজ্জামান চৌধুরী। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ভরপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. রোকাইয়া চৌধুরী। পরবর্তীতে আগামী দুই বছরের জন্য নতুন কমিটি ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান ডা. ইবরুল চৌধুরী। তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের অপর দুই সদস্য ছিলেন ডা. মহিবুর চৌধুরী ও ডা. এহতেশামুল তালুকদার (মুকুট)।

নতুন কমিটি ঘোষণার আগে নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান ডা. ইবরুল চৌধুরী বলেন কমিশনের কাছে একটি প্যানেল জমা হওয়ায় এবং কোন পদের বিপরীতে একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা না পড়ায় যারা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন তারদেরকেই আগামী দুই বছরের (২০২৪-২০২৫) জন্য নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। পরে তিনি নির্বাচিতদের শপথ বাক্য পাঠ করান। নির্বাচিতরা হলেন-

সভাপতি- ডা. রোকাইয়া চৌধুরী, সহ সভাপতি- ডা. মোহাম্মদ হোসেন (নিউইয়র্ক), জেনারেল সেক্রেটারী- ডা. শফিকুল হক চৌধুরী (নিউইয়র্ক), কোষাধ্যক্ষ- ড. এমাদ ইউ আহমেদ (জর্জিয়া), সাংস্কৃতিক সম্পাদক- ডা. মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন (মিন্টু), কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে ডা. শামসুল হাসান জায়গীরদার (কানাডা), ডা. মুসতাক এ বড়ভূইয়া (নিউইয়র্ক) ও সিনা ইবনে আলম (ফ্লোরিডা)।

পবর্তীতে নবনির্বাচিত সভাপতি ডা. রোকাইয়া চৌধুরী তার বক্তব্যে নতুন দায়িত্ব পালনে সবার সহযোগিতা কামনার পাশাপাশি নর্থ আমেরিকায় বসবাসকারী এসওএমসিএএ'র সকল এলামনাইদের সৌহার্দ-সম্প্রীতি ও ঐক্য বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি এবারের কনভেনশন সফল করতে যারা বিশেষ সহযোগিতা করেছেন তাদের নাম উল্লেখ করে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় পর্বে ছিলো জাতীয় চলচিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত নতুন প্রজন্মের জনপ্রিয় শিল্পী ন্যান্সীর একক সঙ্গীতানুষ্ঠান। এতে শিল্পী ন্যান্সী অনুরোধের গান ছাড়াও তার কয়েকটি পছন্দের গান পরিবেশন করে উপস্থিত ডাক্তার ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মুগ্ধ করেন। ন্যান্সী তার গানের ফাঁকে ফাঁকে তার বাবার চাওয়া ডাক্তার না হয়ে শিল্পী হওয়ার গল্প সহ জীবনের বিভিন্ন কাহিনী সংক্ষেপে তুলে ধরেন। উপস্থিত সকলে তার গান ও কথা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেন। ন্যান্সীর গানের আগে কয়েকজন ডাক্তার একক ও যৌথভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই পর্বে বাদ্যযন্ত্রে সহযোগিতায় ছিলেন নিউইয়র্কের জনপ্রিয় 'মাটি ব্যান্ড'র শিল্পীরা।

### ভোট হতে পারে ৭ জানুয়ারী

# আরও তিনটি তারিখ নিয়ে আলোচনা, তফসিল হতে পারে ১২-১৩ নভেম্বর

**ঢাকা ডেস্ক:** দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের সম্ভব্য তিনটি তারিখ ধরেই নির্বাচনি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে আনুষ্ঠানিক সভা করে সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে কমিশন। এ ক্ষেত্রে ৯ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইসির সাক্ষাৎ হতে পারে বলে বঙ্গভবনসূত্র জানিয়েছেন। ৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইসির সাক্ষাতের প্রাথমিক তারিখ থাকলেও তা পিছিয়ে গেছে। ইসিসূত্র জানিয়েছেন, তফসিল নিয়ে দুই ধরনের চিন্তা রেখেছে ইসি। প্রথম তফসিল দিয়ে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তা আব-ারও পরিবর্তন করা হতে পারে। এ কারণে ভোটের জন্য তিনটি তারিখ চিন্তায় রেখেছে কমিশন। প্রথমত, ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ তথা ২৮ ডিসেম্বর ভোট গ্রহণ। এ ক্ষেত্রে এ তারিখ আবার পরিবর্তন হতে পারে। দ্বিতীয়ত, জানুয়ারি ৭ তারিখ ভোট গ্রহণের চিন্তায় রয়েছে। তৃতীয়ত, ৯ অথবা ১১ জানুয়ারিও ভোট গ্রহণের সম্ভব্য তারিখ রয়েছে। তবে সবকিছু নির্ভর করছে কমিশনের আনুষ্ঠানিক সভার ওপর। কমিশন সভায় নতুন তারিখও নির্ধারণ হতে পারে। ইসিসূত্র জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতির কাছে নির্বাচনের এ তিনটি তারিখের প্রস্তাব কমিশন উপস্থাপন করবে। পরে নির্বাচন কমিশনের আনুষ্ঠানিক বৈঠকে সেই তারিখ চূড়ান্ত হবে। তবে ৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের যখন প্রাথমিক তারিখ ছিল, তখন কমিশন সভার সম্ভাব্য তারিখ ছিল ৬ নভেম্বর। কিন্তু রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ পিছিয়ে যাওয়ায় কমিশন সভাও পিছিয়ে যাচ্ছে। ১২ নভেম্বর কমিশন সভা হতে পারে। ওইদিন নির্বাচনের তফসিলও ঘোষণা হতে পারে। তবে কোনো কারণে ওইদিন সভা না হলে ১৩ অথবা ১৪ তারিখে কমিশন সভা হবে। নভেম্বরের শুরুর দিকে সংসদ নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করার পরিকল্পনা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এরপর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে মধ্য নভেম্বরে ভোটের তারিখ তথা নির্বাচনি সূচি ঘোষণা করবে কমিশন। তবে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের দিন নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার তারিখও জানিয়ে দিতে পারে কমিশন। আর সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ বা জানুয়ারির শুরুতে। সূত্র জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইসির সাক্ষাৎ একটা ফরমালিটি। সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়। এজন্য ইতোমধ্যে চিঠিও পাঠানো হয়েছে। সর্বশেষ একাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে তৎকালীন সিইসি কে এম নূরুল হুদার নেতৃত্বাধীন কমিশন ২০১৮ সালের ১ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এর এক সপ্তাহ পর ৮ নভেম্বর সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। দশম সংসদ নির্বাচনের আগে তৎকালীন সিইসির নেতৃত্বে ২০১৩ সালের ১৯ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এর এক সপ্তাহের মাথায় ২৫ নভেম্বর ভোটের তফসিল ঘোষণা করা হয়। সাংবিধানিকভাবে ২০২৪ সালের ২৯ জানুয়ারির আগের ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচন করতে হবে কমিশনকে। সে ক্ষেত্রে ১ নভেম্বর শুরু হয়েছে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ক্ষণগণনা। এদিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যালট পেপারে অনুষ্ঠিত হলেও নির্বাচনি কার্যক্রমে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করার প্রস্তুতি নিচ্ছে কমিশন। এ ক্ষেত্রে পেশিশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধাদান ঠেকাতে অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে ই-ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অনলাইনে জামানতের টাকা পরিশোধের সুযোগও থাকবে। অন্যদিকে ভোট কেন্দ্রের নাম ও ভোটার নম্বর খুঁজে পাওয়ার ভোগান্তি কমাতে 'বাংলাদেশ ইলেকশন অ্যাপ' নামে একটি অ্যাপ তৈরি করছে কমিশন।

ইসির নির্বাচন পরিচালনা শাখার কর্মকর্তারা জানান, প্রথম সংসদ নির্বাচনে ভোটের আগে ৬০ দিন, দ্বিতীয়ে ৫৪ দিন, তৃতীয়ে ৪৭ দিন, চতুর্থে ৬৯ দিন, পঞ্চমে ৭৮ দিন, ষষ্ঠে ৪৭ দিন, সপ্তমে ৪৭ দিন, অষ্টমে ৪২ দিন, নবমে ৪৭ দিন, দশমে ৪২ দিন, একাদশ সংসদ নির্বাচনে ৪৬ দিন সময় হাতে রেখে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছিল। বাংলাদেশে প্রথম থেকে একাদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে যথাক্রমে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ, ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬ সালের ৭ মে, ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ, ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ সালের ১২ জুন, ২০০১ সালের ১ অক্টোবর, ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি ও ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর। সবশেষ নবম, দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয় ২০০৮ সালের ২ নভেম্বর, ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর ও ২০১৮ সালের ৮ নভেম্বর।

# বাংলাদেশীদের ভিসা স্থগিতের কারণ জানাল ওমান দূতাবাস

**ঢাকা ডেস্ক:** বাংলাদেশীদের জন্য নতুন করে ভিসা ইস্যু স্থগিত রাখার কারণ জানিয়েছে ঢাকায় নিযুক্ত ওমান দূতাবাস। বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) দূতাবাস থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো জরুরি সংবাদ বিজ্ঞতিতে বলা হয়, বাংলাদেশী নাগরিকদের ভিসা প্রদান স্থগিত সংক্রান্ত রয়্যাল ওমান পুলিশ কর্তৃক জারিকৃত ঘোষণার বিষয়বস্তুর মূল প্রতিপাদ্য ওমানে বিদেশী শ্রমবাজার সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত সার্বিক সমীক্ষা পর্যালোচনার অংশবিশেষ। এটি ওমানি শ্রমবাজারের চাহিদা ও স্থিতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার একটি প্রয়াস যা বর্তমান শ্রম আইন অনুসারে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা উভয়ের অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, ভিসা প্রদান স্থগিত করার সিদ্ধান্তটি অন্যান্য দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রেও সমভাবে কার্যকর করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্তটি প্রকৃতভাবে একটি সাময়িক পদক্ষেপ। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, যাতে এ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে চলমান পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় ভিসা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা যায়।

উল্লেখ্য, পর্যালোচনা প্রক্রিয়াটি বেশ কিছু কারিগরি ও আইনি কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট, যার লক্ষ্য প্রবাসী শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার স্বার্থ রক্ষা করার পাশাপাশি ওমানে বিদেশী শ্রমবাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। বিজ্ঞপ্তির শেষাংশে বলা হয়েছে, আমরা দৃঢ়তার সাথে নিশ্চিত করতে চাই যে, ওমান কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির নয়। ওমান বাংলাদেশী প্রবাসীদের অবদানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রশংসার সাথে স্মরণ করে এবং বাংলাদেশের সাথে ভাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আন্তরিকভাবে মূল্যায়ন করে।

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন banglapartikausa.com




# আমাদের স্পষ্ট অবস্থান আমেরিকার বিদেশনীতির পক্ষে

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট ও ফিলিস্তিনী-ইসরায়েল যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রসঙ্গে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

## Our Definitive Stand for American Foriegn Policy - Sir Dr. Abu Zafar Mahmood

On the contemporary Bangladesh scenario and Palestine-Israel War situation Global Peace Ambassador




রোববার ব্রুকলিনে বাংলাদেশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক্ আয়োজিত মৌসুমের শেষ পথমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

*Sir Dr. Abu Zafar Mahmood, Global Peace Ambassador, Inaugurates the season's last Street Fair at Brooklyn, organiozed by Bangladesh Marchent Association USA Inc. as Chief Guest*

ALEGRA HOME CARE INC.

PEOPLE UNITED PROGRESS POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ JOY BANGLADESH MEDIA INC.

JBTV JOY BANGLADESH TELEVISION

CDPAP SERVICES

# সাহিত্য সাময়িকী

## আশা ও আশ্বাসে বাঁচো

### নাসির আহমেদ

আশা আর আশ্বাসের কাছে জমা রেখো যত
দুঃখদাহ-তাপ;
এ জীবন দুঃখময়- শেষ কথা নয় । শুধু পাপ
কেন হবে? পুণ্যও তো নিভৃতে রয়েছে মনে কত!

আষাঢ়-শ্রাবণে বৃষ্টি-কর্দমাক্ত পথ ছিল না কি?
বর্ষা শেষে কাশফুল-শুভ্রতায় সাজেনি প্রকৃতি!
ঋতুচক্রে বদলে যায়; পাতাঝরা দিন আজো বাকি ।
আসবে শরৎ শেষে শীতের রুক্ষতন্ত্র এই রীতি ।

গাঢ় নীল আকাশের অন্তহীনতায় দেখো নীল শুধু নীল
এমনই সৌন্দর্য-সাজে ঘূর্ণ্যমান এই চরাচর
অনেক সুখের পরও দুঃখময় নিঃসঙ্গ নিখিল!
যে ছিল আপন খুব সে-ও হয়ে যেতে পারে পর ।

ঘৃণা যে করেছে সে কি চিরদিন ঘৃণা আর ক্লেদ?
প্রেম এসে মুছে দিতে পারেও তো অতীতের যত ভেদাভেদ ।

## অমিমাংশিত প্রেম

### শাহীনুল ইসলাম

পৃথিবীর প্রথম সূর্য তোমার চোখেই জন্মেছিল
তাই দ্বিতীয়বার কোন সূর্য জন্মায়নি আমার
তোমার চোখ থেকে নেমে দ্যাখি, ঘোর অন্ধকার

জানালা ভেঙে যে তালগাছটি দাঁড়িয়ে আছে একা
সে বুঝবে না- পাতায় বেঁধেছে বাসা
শুধু অনুভূত হবে কষ্ট, আর অমিমাংসিত ব্যথা

সকালের আকাশ বিকেলের অমিল
এ বৈরিতা চিরদিন অনির্দিষ্টকাল সময়ের
বৈরিতা ফুরালে সময়ের ইতি, প্রতিষ্ঠিত প্রেমে বাঁচেনা স্মৃতি ...



## হলুদ বাড়ির মেয়েটি

### সোহরাব পাশা

তোমাকে দেখিনি- না দেখাটাই তো ভালো
সন্ধ্যের হাত ছুঁয়ে দীপু বলেছিলো-
নারীরা নরম স্নিগ্ধ আগুনের ফুল
নীল ঝর্নার পাথর
বিভ্রম চোখের হাসি
আনন্দ বিষাদের বিহ্বল আলো-ছায়া,

নারীরা দীর্ঘশ্বাস ভাঙা প্রিয় শব্দ;

নারীরা অর্ধেক নারী-
অন্য অংশ মসৃণ আধাঁর
গোলাপের ছায়ার নিচে নিবিড় নিঃশ্বাসের ঘ্রাণ
হেমন্ত বিকেলের মুগ্ধতা মুখর নির্জন নদী,

একটিও পাখি নেই
হলুদ বাড়িটি সন্ধ্যের জানালা খুলে
ডেকে ওঠে
প্রিয় স্বপ্নেরা নীল চোখে ঘুমিয়ে থাকে;

নারীরা তীব্র বসন্তের না-ঝরা ফুল
আলো পড়া রাত্রির দূরের উপকূল ।

## নিগূঢ় প্রেমে তাকিয়ে থাকা হরিণী

### মিসির হাছনাইন

তোমাকে পাওয়া হবে না, জানি
তবুও,
তুমি এক নিগূঢ় তাকিয়ে থাকা হরিণী
শীত শীত অনুভবে বিষণ্ন হেমন্ত আসবে,
নগরে নবান্নের উৎসবহীন চাঁদ উঠবে,
শিউলি গাছটা পুকুরের জলে ভাসবে
তুমি শাড়িতে আঁকা ফুলে ফুলে সাজবে,
কয়েকটা দুঃখ বাতাসের নিঃশ্বাসে
হারিয়ে গেলেও থেকে যাবে জীবন ।
তোমাকে মনে রেখেও শীত ছোঁয়া
সুগন্ধি আতরের পাশে বসে থেকে
আরো কিছু আলাপ থাকে গল্পের মাঝপথে,
এভাবে আমাদের দেখা হবে না বহুদিন...

তোমাকে পাওয়া হবে না, জানি
তবুও,
তুমি এক নিগূঢ় প্রেমে তাকিয়ে থাকা হরিণী.... ।

## প্রাণঘাতি সেই রুপক বিতাড়িত

### শাহীন ইবনে দিলওয়ার

দুঃস্বপ্নে হত্যা পিপাসু অবয়বগুলো
এখন মানুষের মতো
তবে কি প্রাণঘাতি সেই
রূপক বিতাড়িত?

তার স্থানে নির্দয় ঘাতক
সমগোত্রীয় রক্তমাংসে অভিন্ন?
অন্তিমে শিশুর চোখে
গগনবিদারী বিস্ময়!

এখন কৌতুহল মেটানো হলো
সহস্র বছরের রহস্য জলের মতো
খোলাসা করে দিলো পরিপার্শ্ব
এতো কাছে থেকেও অপরিচিত ছিলো!

দিনরাত্রি ভীতসন্ত্রস্ত ক্ষুদ্র প্রাণ
বিশালদেহী দানব সর্পিল অন্ধকারাচ্ছন্ন
জলমগ্ন একাকীত্বে নিরাপদ
জনবহুল লোকালয় ঘাতকসংকুল!

## সমুদ্রে যাবো না

### মোহাম্মদ আবদুল মাননান

সমুদ্রে যাবো বলে বের হয়ে দেখি তুমি নেই
অথচ একসঙ্গে যাবো বলেই কথা হয়েছিলো
সমুদ্রের নোনাজলের জন্যে তোমার আকুতি
আমাকেও ব্যাকুল করেছিলো,

নিশি তোমাকে বদলে দেয়
আগেও দেখেছি-
অভিসার ফাঁকি দেয়া সেই ঝিঁঝিঁরাত
সিদ্ধান্তের যতিচিহ্নহীনতায় এবারও
নারীর মতো নোনাজল থেকে দূরেই দাঁড়িয়ে-
পাখিরা চলে গেছে কোথাও

জাহাজ ভেসে যাচ্ছে কতো গভীরে
নদীর পানি যাচ্ছে অবলীলায় বিরহ ভুলে
সাথীরা  গিয়ে ফিরে এসেছে কাল
আরও অনেকে যাবে, কেবল তুমি ছাড়া ।

# Immigrant Elder Home Care LLC

# হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

## আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



**Call Today:**

**Dr. Md. Mohaimen**
**718-457-0813**
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

**Giash Ahmed**
Chairman/CEO
**917-744-7308**

**Nusrat Ahmed**
President
**718-406-5549**

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

| Corporate Office | Jamaica Office | Long Island Office | Bronx Office | Ozone Park Office | Buffalo Office |
|---|---|---|---|---|---|
| 37-05 74st, 2nd Fl | 87-54 168th Street, 2nd Fl | 1 Blacksmith Lane | 2148 Starling Ave. | 175 B Forbell Street | 859 Fillmore Ave |
| Jackson Heights, NY 11372 | Jamaica, NY 11432 | Dix Hill, NY 11731 | Bronx, NY 10462 | Brooklyn, NY 11208 | Buffalo, NY 14212 |
| 917-744-7308, 718-457-0813 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 |

# অভিনেত্রী হিমুর লাশের সুরতহাল শেষে যা বলল পুলিশ

**বিনোদন ডেস্ক:** অভিনেত্রী হোমায়রা হিমুর শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন না থাকলেও তার গলায় রশির দাগ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) রাতে অভিনেত্রীর লাশের সুরতহাল করেন উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক মাসুদা খাতুন। সুরতহাল শেষে তিনি এ তথ্য জানান।



মাসুদা খাতুন বলেন, হোমায়রা হিমুর পরিচিত দুজন তাকে হাসপাতালে এনেছিল। আমরা তাকে হাসপাতালেই পেয়েছি। এখানেই আমরা প্রাথমিকভাবে হোমায়রা হিমুর লাশের সুরতহাল করেছি। তার শরীরে কোনো আঘাত বা চিহ্ন ছিল না। তবে তার গলায় রশির দাগ পাওয়া গেছে। সম্ভবত তিনি আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যুর আসল কারণ চিকিৎসক বলতে পারবেন। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ শহিদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেই রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। এর আগে অভিনয়শিল্পী সংঘের সভাপতি আহসান হাবিব নাসিম বলেন, আত্মহত্যা নাকি হত্যা এখনই বলা যাচ্ছে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে আসল কারণ জানা যাবে। হিমুর বাবা-মা নেই। তার আত্মীয়স্বজনদের খবর দিলে তারা এখানে আসে। তাদের সঙ্গে আলাপ করে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া শুক্রবার চ্যানেল আই প্রাঙ্গণে বাদ জুমা জানাজার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

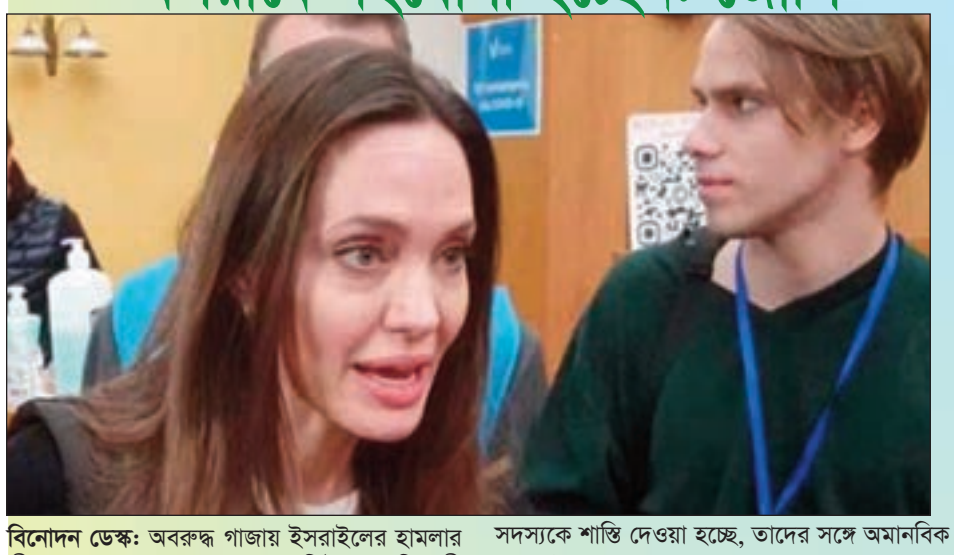
বৃহস্পতিবার বিকালে হোমায়রা হিমুর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। এর পর সন্ধ্যায় অভিনয়শিল্পী সংঘের এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'অভিনয়শিল্পী হোমায়রা হিমু আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। আজ বিকাল ৪টা ৪৬ মিনিটে হিমুর একজন বন্ধু ও মিহির হাসপাতালে তাকে নিয়ে আসেন। পৌঁছানোর পর উপস্থিত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।'

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, হিমুর লাশ রেখেই পালিয়ে যায় অভিনেত্রীর সেই বন্ধু। পুলিশ মিহিরকে (অভিনেত্রীর মেকআপ আর্টিস্ট) সঙ্গে নিয়ে হিমুর সেই বন্ধুকে খুঁজছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৮৫ সালের ২৩ নভেম্বর লক্ষ্মীপুর জেলায় জন্ম হোমায়রা হিমুর। তিনি ইস্পাহানি কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ইডেন মহিলা কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। মঞ্চনাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি প্রথম নাট্য জগতে প্রবেশ করেন। ফ্রেঞ্চ নামক নাট্য দলের হয়ে তিনি অভিনয় করেন।

অসংখ্য টিভি নাটকে দেখা গেছে হিমুকে। 'ছায়াবীথি' নামের একটি নাটকের মাধ্যমে ২০০৬ সালে টেলিভিশন নাটকে তার অভিনয় শুরু। তার অভিনীত অসংখ্য জনপ্রিয় নাটকের মধ্যে রয়েছে– 'ডিবি', 'সোনাঘাট', 'চেয়ারম্যানবাড়ি', 'শোনে না সে শোনে না', 'বাটিঘর', 'কমেডি-৪২০', 'চাপাবাজ', 'অ্যাকশন গোয়েন্দা', 'ছায়াবিবি', 'এক কাপ চা' অন্যতম। ২০১১ সালে 'আমার বন্ধু রাশেদ' সিনেমাতে অভিনয়ের মাধ্যমে বড়পর্দাতেও অভিষেক হয় তার।

# যুদ্ধবিরতির আহ্বান না জানিয়ে বিশ্বনেতারা অপরাধে সহযোগী হচ্ছেন: জোলি



**বিনোদন ডেস্ক:** অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলের হামলার তীব্র সমালোচনা করেছেন হলিউড অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। তিনি বলেন, অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর ওপর যাদের কোথায় যাওয়ার উপায় নেই সেখানে নির্বিচার বোমাবর্ষণ করছে ইসরাইল। বৃহস্পতিবার )২ নভেম্বর) কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার সাবেক শুভেচ্ছা দূত অ্যাঞ্জেলিনা জোলি গত ১ নভেম্বও বুধবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে বলেন, প্রায় দুই দশক ধরে গাজা একটি উন্মুক্ত কারাগার। এই অঞ্চলটি দ্রুত গণকবরে পরিণত হচ্ছে। নিহতদের ৪০ শতাংশই নিষ্পাপ শিশু। একেকটা পরিবারের সব সদস্যকে হত্যা করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার জানায়, ৭ অক্টোবর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত গাজায় ৮ হাজার ৭৯৬ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৩ হাজার ৬৪৮ জনই শিশু। জোলি আরও বলেন, সারা বিশ্ব তাকিয়ে দেখছে ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের, বিশেষত শিশু, নারী ও পরিবারের সব সদস্যকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে এবং তাদেরকে খাবার, ওষুধ ও মানবিক ত্রাণ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। যা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। এমন কী, অনেক দেশের সরকার এই সংঘাতে (ইসরাইলকে) সক্রিয়ভাবে সহায়তা দিচ্ছে। জোলি বলেন, মানবিক অস্ত্র বিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে ও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতি আরোপের উদ্যোগ নস্যাৎ করে (ভেটোর মাধ্যমে) বিশ্ব নেতারা এসব অপরাধে (ইসরাইলের) সহযোগীর ভূমিকা পালন করছেন।

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি (৪৮) একজন মার্কিন অভিনেত্রী ও পরিচালক যিনি অভিনয়ের পাশাপাশি মানবিক কাজে অংশ নেওয়ার জন্য সুপরিচিত। তিনি 'গার্ল, ইন্টারাপটেড' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য ১৯৯৯ সালে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড জেতেন। এছাড়া তিনি তিন বার গোল্ডেন গোব অ্যাওয়ার্ড জেতেন।

২০০১ সালে তিনি জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার শুভেচ্ছা দূত হিসেবে নিয়োগ পান জোলি। এই দায়িত্বের অংশ হিসেবে তিনি বেশ কয়েকটি দারিদ্র্য পীড়িত দেশ সফর করেন।



# অভিনেত্রী হুমায়রা হিমুর মৃত্যুর খবরে স্তব্ধ তারকারা

**বিনোদন ডেস্ক:** ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী হুমায়রা হিমুর আকস্মিক মৃত্যুর খবরে শোকে 'স্তব্ধ' শোবিজ অঙ্গনের তারকারা। বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) বিকালে এই অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবর জানার পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোকবার্তা জানিয়েছেন সহশিল্পীরা।

এক স্ট্যাটাসে চিত্রনায়িকা জাহারা মিতু লিখেছেন- চিত্রগ্রাহক আজিজ ভাই, কুস্তিগীর চলচ্চিত্রে কাজ করতে গিয়ে পরিচয়। একদম কনকনে শীতের মধ্যে গ্রামে শুটিং করছি তখন। আমার সেদিনের শুটিং শেষ। পরিচয়ের প্রথম দিনেই আমি, আজিজ ভাই এবং আমার এক সহশিল্পী বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে জ্যোৎস্নার আলোয় কুয়াশা মাড়িয়ে গ্রামের রাত দেখব বলে। অজানা এক গ্রামে গিয়ে থামলাম। খেয়াল করলাম আমার মতো বাকি দুজনও বেশ আন্তরিকভাবেই অপরিচিতদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন। ওই গ্রামের লোকজন জানেন না আমরা কে, শুধু জানেন ঢাকার মানুষ গ্রাম দেখতে এসেছে। সন্ধ্যা ৭-৯টা পুরো গ্রাম আমাদের আপন হয়ে গেল। তারপর বিদায় নিলাম সেখান থেকে।



এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার অনেক, কিন্তু আজিজ ভাই বলেছিলেন- মিতু আমরা এভাবে আবার ঘুরব। আজ ভোরে সেই ভাই ঘুমের মধ্যেই পৃথিবী ছেড়েছেন। সেই দিনটা বারবার মাথায় ঘুরছে তখন থেকেই। একটু আগে শুনলাম, অভিনেত্রী হুমায়রা হিমু আত্মহত্যা করেছেন। তার সঙ্গে পরিচিত আমি। একই দিনে দুজন মানুষের পরলোক গমনের খবরে মানসিক এক যন্ত্রণা হচ্ছে। মৃত্যু পরম সত্য, যে সত্য মেনে নেওয়া কষ্টের। অনেক কষ্টের।

হিমুর মৃত্যুর খবরে অভিনেত্রী শানু লিখেছেন- অভিমানে আচমকা মৃত্যু যখন হলো সেই অভিমানের খবর রেখেছিল কি কেউ, বলো? শুধু মৃত্যুটাই তো এক জবর খবর হলো। রঙের নিষ্ঠুরতার কাছেই যেন আজ বিষাদ খুন হলো! কাছের মানুষের অভিমানের খোঁজ জানাটা, মনের যত্ন নেওয়ার সময় এসেছে সবার। এমন অভিমানী মৃত্যু কাম্য নয়, কখনো। হুমায়রা হিমু, অভিমানকে জিতিয়ে দিয়ে কি লাভ হলো? ভাষা নেই কিছু বলার। ভালো থেকো পরপারে।

হিমুর মৃত্যুর খবরে চমকে গেছেন অভিনেতা ও উপস্থাপক শাহরিয়ার নাজিম জয়। ফেসবুকে অভিনেত্রীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, হুমায়রা হিমু? এটা কি শুনলাম? অভিনেত্রী মনিরা মিঠু শোকবার্তা প্রকাশ করে লিখেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুমাইরা হিমু। নির্মাতা চয়ানিকা চৌধুরী লিখেছেন- প্রিয় হিমু। যদিও তোমার সঙ্গে অনেক দিন কথা হয়নি, তা এক বছর হলো; কিন্তু কাজটা তুমি একদম ভালো করোনি। ভীষণ রাগ হচ্ছে। যত যাই হোক, জীবন একটাই আর জীবন সুন্দর। বেঁচে থাকাটা অনেক আনন্দের। আফসোস করে চয়নিকা লিখেছেন- আসলেই তুমি একটা অন্যায় কাজ করেছ নিজের ওপর। একা একা চলে গেলে? নিজে নিজেই? তোমার আশপাশের মানুষ একদম ভালো ছিল না। তোমাকে বকাও দিয়েছিলাম। আজ মনে হচ্ছে, বকাটা কন্টিনিউ করতাম যদি!

চিত্রনায়িকা শান্তা পাল লিখেছেন- লাস্ট শোতে হিমু আপু বলেছিলেন- আম্মু মারা যাওয়ার পর উনি অনেক ডিপ্রেশনের শিকার হন। হিমু আপুর অনেক হ্যালোসিনেশন কাজ করত। ডিপ্রেশন অনেক মারাত্মক একটা জিনিস, কিন্তু তারপরও মৃত্যু কাম্য নয়।

অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী লিখেছেন- ওপারে ভালো থেকো। কিছু বলার ভাষা নেই। অভিনেতা সিদ্দিক লিখেছেন- অভিনেত্রী হুমায়রা হিমু আর নেই। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বৃহস্পতিবার বিকালে রাজধানীর উত্তরার একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা হিমুকে মৃত ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অভিনয় শিল্পী সংঘের সভাপতি আহসান হাবিব নাসিম।

আহসান হাবিব নাসিম বলেন, আজ বিকাল সাড়ে ৪টায় হিমুকে উত্তরার একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে তিনি মারা গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন- শুনেছি, একজন যুবক হিমুকে হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর সেই যুবক তার মোবাইলসহ পালিয়ে গেছেন।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে উত্তরা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোর্শেদ আলম বলেন, ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী হুমায়রা হিমু মারা গেছেন বলে শুনেছি। খবরটি জানার পর উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। কিভাবে তিনি মারা গেছেন, বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।

১৯৮৫ সালের ২৩ নভেম্বর লক্ষ্মীপুর জেলায় হুমাইরা হিমুর জন্ম। তিনি ইস্পাহানি কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ইডেন মহিলা কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। মঞ্চনাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি প্রথম নাট্য জগতে প্রবেশ করেন। ফ্রেঞ্চ নামক নাট্য দলের হয়ে তিনি অভিনয় করেন।

২০১১ সালে 'আমার বন্ধু রাশেদ' ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে হুমায়রা হিমুর অভিষেক হয়। চলচ্চিত্রের গল্পটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এবং চলচ্চিত্রে তার অসাধারণ অভিনয় সমালোচকদের ইতিবাচক সাড়া পেয়েছিল।

# পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে মার্কিন দূতের বৈঠক, কৌতূহল

**ঢাকা ডেস্ক:** পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস্। বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) সকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মা'য় ঘণ্টাব্যাপী ওই বৈঠক হয়। বৈঠকের বিষয়টি স্বীকার করলেও সেগুনবাগিচা বা দূতাবাস কোনো পক্ষই খোলাসা করে কিছু বলেনি। ধারণা মিলেছে, সচিব-রাষ্ট্রদূত বৈঠকে দেশের সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়েছে। চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনায় আসতে পারে, বিশেষত নির্বাচন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বার্তা আদান-প্রদান হতে পারে।



দেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবসান এবং একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের গ্রহণযোগ্য পথ খুঁজতে বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ চায় যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়।

বাংলাদেশের বন্ধু-উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার সংলাপে বসে রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসা করতে সরকার ও বিরোধী দল এবং নির্বাচনী স্টেকহোল্ডারদের নিয়মিতভাবে উৎসাহিত করছেন। মঙ্গলবার নির্বাচন ভবনে গিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস্। বৈঠক শেষে তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শর্তহীন সংলাপ আয়োজনের আহ্বান জানান। মার্কিন দূতের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিব মানবজমিনের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, রাজনীতি ছাড়াও দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক ইস্যু রয়েছে, যা নিয়ে আমরা কথা বলেছি। রাজনীতি ও নির্বাচন নিয়ে রাষ্ট্রদূতের কথা বলা বা আলোচনার জন্য সরকারি সিস্টেমে বহু উইন্ডো ওপেন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে সচিবের সঙ্গে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক বিষয়ে জানতে দূতাবাসে যোগাযোগ করা হলে গণমাধ্যমে পাঠানো বার্তায় মুখপাত্র বলেন, কূটনীতিক হিসেবে আমরা বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি পর্যায়ে কথা বলি।

নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারি সংস্থা, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী নেতা, চেম্বার অব কমার্স, রাজনৈতিক দল, শিক্ষাবিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দায়িত্বশীল ব্যক্তি, সরকারি কর্মকর্তা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ অনেকের সঙ্গে আমাদের কথা হয়। এসব যোগাযোগ বা আলাপ-আলোচনা বাংলাদেশ সম্পর্কে আরও ভালোভাবে আমাদের বুঝতে এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।



### কূটনীতিকরা সংলাপ চান তফশিলের আগেই

# মোমেনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন পিটার হাস রাজপথে সহিংসতা নিয়ে উদ্বিগ্ন বিদেশিরা

**ঢাকা ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর কূটনীতিকরা নির্বাচনের তফশিলের আগেই আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংলাপ চান। তারা মনে করেন, সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে রাজপথে সহিংসতা বাড়ছে। সমঝোতা ছাড়া তফশিল ঘোষণা হয়ে গেলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। তাই এখনই অর্থবহ সংলাপ হলে তা অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পথকে সুগম করবে। এ অবস্থায় শেষ মুহূর্তে সমঝোতার আশায়ও আছেন অনেকেই।

এদিকে বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। বৈঠকের বিষয়বস্তু গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উভয় পক্ষ। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিও আলোচনায় আসতে পারে বলে আভাস মিলেছে। সচিবের সঙ্গে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক বিষয়ে জানতে আমেরিকান দূতাবাসে যোগাযোগ করা হলে গণমাধ্যমে পাঠানো বার্তায় মুখপাত্র বলেন, কূটনীতিক হিসাবে আমরা বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি পর্যায়ে কথা বলি।

নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারি সংস্থা, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী নেতা, চেম্বার অব কমার্স, রাজনৈতিক দল, শিক্ষাবিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দায়িত্বশীল ব্যক্তি, সরকারি কর্মকর্তা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ অনেকের সঙ্গে আমাদের কথা হয়। এসব যোগাযোগ বা আলাপ-আলোচনায় বাংলাদেশ সম্পর্কে আরও ভালোভাবে আমাদের বুঝতে এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

নির্বাচন কমিশন চলতি মাসের মাঝামাঝি নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করবে বলে শোনা যাচ্ছে। প্রথা অনুযায়ী, তফশিল ঘোষণার আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অপরাপর নির্বাচন কমিশনাররা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। আগামী ৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন সাক্ষাৎ করার পর তফশিল ঘোষণা হতে পারে। তার আগের দিন অর্থাৎ আগামীকাল শনিবার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রস্তুতি বৈঠকে বসছে নির্বাচন কমিশন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে নির্বাচনের তফশিল ও তা ঘোষণার তারিখ চূড়ান্ত হবে।

সংবিধান মোতাবেক, আগামী ২৯ জানুয়ারির মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ভোটের ৪৫ থেকে ৫০ দিন আগে তফশিল ঘোষণা করতে হয়। সেই হিসাবে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করলেও নির্ধারিত সময়ে ভোট অনুষ্ঠান সম্ভব। যদিও নির্বাচন কমিশন সতর্কতামূলকভাবে কিছুটা আগেই ভোট করতে চায়। এদিকে সারা দেশে একদিন হরতাল এবং টানা ৭২ ঘণ্টার অবরোধের পর বিএনপি ও তার সঙ্গে আন্দোলনরত দলগুলো আরও দুই দিন অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। হরতাল-অবরোধে সহিংসতায় হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। অপরদিকে আওয়ামী লীগ শান্তি সমাবেশের নামে মাঠে থাকছে।

বিগত ২৮ অক্টোবর রাজধানী ঢাকায় সহিংস ঘটনার পর বিদেশি কূটনীতিকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। দেশগুলো নিজেদের নাগরিকদের সতর্কভাবে চলাচলের পরামর্শ দিচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা দীর্ঘস্থায়ী হলে বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এসব কারণে সহিংসতা চায় না দেশগুলো।

২৮ অক্টোবরের সহিংস ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী ছয় দেশ অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, নরওয়ে, যুক্তরাজ্যের দূতাবাস এক যুক্ত বিবৃতিতে সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছে। বিবৃতিতে হতাহতের ঘটনায় শোক প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে সব অংশীদারকে সংযত হয়ে সহিংসতা পরিহারের আহ্বান জানানো হয়। দূতাবাসগুলো অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পথ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আহ্বান জানায়।

এছাড়া ঢাকায় বিদেশি কূটনীতিকরা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন আলোচনায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংলাপের তাগিদ দিচ্ছেন। রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ঢাকায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

বৈঠকে শর্তহীন সংলাপের মাধ্যমে সংকট নিরসনের জন্য আহ্বান জানান পিটার হাস। অপরদিকে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালের সঙ্গে বৈঠককালে সংলাপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংবিধানের আওতায় শর্তহীন সংলাপে সরকারের আপত্তি নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন। মন্ত্রী বলেছেন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সংলাপের ব্যাপারে তারা রাজি আছেন।

জানতে চাইলে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বৃহস্পতিবার বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ছাড় দেওয়ার কোনো মানসিকতা দেখছি না। ফলে সংলাপের সম্ভাবনাও দেখছি না। ফলে কম কিংবা বেশি সহিংসতার আশঙ্কা আছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সংলাপের সম্ভাবনা নাকচ করেছেন। ব্রাসেলস থেকে ফিরে আসার পর সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, খুনির সঙ্গে কিসের সংলাপ। বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও সংলাপের সম্ভাবনা নাকচ করেছেন। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংলাপের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি বিধায় অনেকে মনে করেন, প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি ছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংলাপের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব দেখানোর কথা নয়। কারণ সংলাপের কোনো বিকল্প নেই।

### ট্রেনে পদ্মা পাড়ি, উচ্ছ্বসিত দক্ষিণের মানুষ

# ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণের পথে চলছে সুন্দরবন এক্সপ্রেস

**ঢাকা ডেস্ক:** পদ্মায় খুলেছে নতুন দুয়ার। আরেক স্বপ্নপূরণ হলো দক্ষিণের বিভিন্ন জেলার মানুষের। গতকাল ঢাকা থেকে পদ্মা রেল সেতুতে যাত্রী নিয়ে প্রথমবারের মতো চলল ট্রেন। সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে খুব কম সময়েই গন্তব্যে পৌঁছেছে মানুষ। প্রথমবারের মতো ট্রেন চলাচলে রেললাইনের দুধারে উপস্থিত হয়ে মানুষ হাত নেড়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। খরস্রোতা পদ্মার বুক চিড়ে বাসযোগে দক্ষিণের পথে চলার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে এক বছরের বেশি সময় আগে। সেই পথে এবার ট্রেনযোগে বাড়ি ফেরার স্বপ্নও পূরণ হলো পদ্মাপাড় ও দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের।

খুলনা থেকে বুধবার (১ নভেম্বর) রাতেই পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকায় কমলাপুরে আসে আন্তনগর খুলনা এক্সপ্রেস ট্রেন। সকাল সোয়া ৮টায় প্রথমবারের মতো ঢাকা থেকে যাত্রী নিয়ে ফের পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণের পথে চলে যায় ট্রেনটি। ইতিহাসের সাক্ষী হতে অনেকে স্টেশনে চলে আসেন খুব সকালেই। এতদিন যমুনা নদীতে বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে চললেও এখন থেকে দক্ষিণের পথে চলা সুন্দরবন এক্সপ্রেসের সঙ্গে বেনাপোল এক্সপ্রেসও চলবে পদ্মা সেতু হয়ে। ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ট্রেনে প্রথম যাত্রার সাক্ষী হতে বৃহস্পতিবার ভোরে কমলাপুর স্টেশনে আসেন কুষ্টিয়ার বাসিন্দা মিজানুর রহমান লালন। মাত্র চার ঘণ্টায় ঢাকা থেকে কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশনে গিয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। প্রথম রেলযাত্রার যাত্রী হতে পেরেও উচ্ছাস প্রকাশ করেন তিনি। অন্য যাত্রীরাও জানান, গত বছর জুলাইয়ে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে গিয়েছিলাম। এবার রেললাইনটা চালু হলো, এটা একটা স্বপ্নের মতো। আমাদের কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি। পদ্মা সেতু হয়ে প্রথম ট্রেন যাত্রার সাক্ষী হতে অনেকে ট্রেনে চড়েন। ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে প্রথম ট্রেন সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনের লোকোমাস্টার বা চালক ছিলেন আসাদুল ইসলাম।

খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনটি রাত দেড়টায় কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশনে আসে। এখানকার নির্ধারিত ৬০টি আসনের বাইরে অনেকেই স্ট্যান্ডিং টিকিট কিনে দাঁড়িয়ে বা আসন ভাগ করে ঢাকা পৌঁছান বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৫টায়। কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশনের বুকিং ইনচার্জ সাইদুজ্জামান জানান, ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে শোভন চেয়ার ৩৫০ টাকা আর এসি চেয়ার ৫৮০ টাকা। কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশনের জন্য সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনে ৪০টি শোভন চেয়ার ও ২০টি এসি সিট বরাদ্দ হয়েছে। এ ছাড়া বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের জন্য ৩০টি শোভন চেয়ার ও ১০টি এসি আসন রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, টিকিট দিতে কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশনকে অনলাইনের আওতায় আনা হয়েছে। প্রথম দিনেই সব টিকিট বিক্রি হয়েও আরও ৬০টি স্ট্যান্ডিং টিকিট বিক্রি হয়েছে। বুধবার রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে খুলনা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসে। কমলাপুর রেলস্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার মো. মাসুদ সারওয়ার গণমাধ্যমকে জানান, ট্রেনটিতে আসন সংখ্যা ৯০৮টি। প্রথমদিন শতভাগ যাত্রী নিয়েই ছেড়ে গেছে ট্রেনটি।

গত ৪ এপ্রিল প্রথমবারের মতো পদ্মা সেতু অতিক্রম করে পরীক্ষামূলক ট্রেন। সেদিন একটি গ্যাংকার এবং তিন মাস পর গত ৭ সেপ্টেম্বর কমলাপুর থেকে যাত্রীবাহী ট্রেন পরীক্ষামূলকভাবে পদ্মা সেতু পাড়ি দেয়। এরপর গত ১০ অক্টোবর পদ্মা সেতুতে ট্রেন চলাচলের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর তিন সপ্তাহ পর শুরু হলো বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচল।



### টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ

# প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন বিস্ময়কর রাজনৈতিক নেতা

**ঢাকা ডেস্ক:** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিশ্বের প্রভাবশালী টাইম ম্যাগাজিন। বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর ২০২৩) প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি লিখেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক চার্লি ক্যাম্পবেল। এ জন্য গত সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে বাংলাদেশ সফর করেছিলেন তিনি। তখন ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন ক্যাম্পবেল। সেই সাক্ষাৎকার ও তাদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি।




প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন বিস্ময়কর রাজনৈতিক নেতা। যিনি গত এক দশকে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে দ্রুততম বর্ধমান অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ব্যাপক উত্থান ঘটিয়েছেন। তিনি ২০০৯ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, যা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রেকর্ড। এর আগেও তিনি ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। দেশটির রাজনীতিতে এক সময়ের হস্তক্ষেপকারী সামরিক শক্তি এবং ইসলামপন্থিদের মোকাবিলা করে কৃতিত্বের সঙ্গে দীর্ঘ এই সময় তিনি সরকারপ্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। বিগত সময়ে শেখ হাসিনার ওপর ১৯ বার গুপ্তহত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্রিটেনের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার বা ভারতের ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ে বেশিবার নির্বাচনে জয়ী শেখ হাসিনা আগামী বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনে আবারও জয়ী হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এ বিষয়ে সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য উল্লেখ করে বলা হয়, তিনি বলেছেন, 'আমি আত্মবিশ্বাসী এ কারণে যে, আমার দেশের জনগণ আমার সঙ্গে আছে। তারা আমার প্রধান শক্তি।' প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সদস্যের সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবদান সবচেয়ে বেশি। দেশটি নিয়মিতভাবে মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ডের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিয়ে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় উৎস। এমনকি বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির শীর্ষ দেশও আমেরিকা। ইউক্রেনে ভ্লাদিমির পুতিনের আগ্রাসনের নিন্দা জানানো কয়েকজন উন্নয়নশীল বিশ্বের নেতাদের একজন শেখ হাসিনা নিজেকে পশ্চিমাদের জন্য দরকারি প্রমাণ করেছেন। তিনি প্রতিবেশী মিয়ানমার থেকে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে বাংলাদেশে আশ্রয়ও দিয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

### ফলাফলে দেড় কোটি তরুণ

# প্রথমবারের মতো দেবেন ভোট এবার মোট ভোটার ১২ কোটি

**ঢাকা ডেস্ক:** দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে ভোটের হিসাবনিকাশ। সংসদ নির্বাচনের ফলাফলে মূল প্রভাব ফেলবেন তরুণ ভোটাররা। আসন্ন নির্বাচনে মোট ভোটার ১১ কোটি ৯৬ লাখ ৯১ হাজার ৬৩৩ জন। এর মধ্যে এ নির্বাচনে প্রথমবার ভোট দেবেন ১ কোটি ৫৪ লাখ ৫২ হাজার ৯৫৬ জন তরুণ। এ ভোটাররাই আগামী নির্বাচনে ফলাফল নির্ধারণে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবেন বলে মনে করছেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা। এ ছাড়া বর্তমান সরকারের তিন মেয়াদে হওয়া ভোটারের সংখ্যাও ৩ কোটির বেশি; যারা আগামী নির্বাচনে জয়পরাজয় নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখতে যাচ্ছেন। ১৮ থেকে ২৯ বছরের এসব ভোটারের সমর্থনেই ঠিক হবে ক্ষমতায় বসবে কোন দল। তাই তরুণ ভোটারের চিন্তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন ভাবনা শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলো। সেভাবেই তৈরি হচ্ছে আসন্ন নির্বাচনের ইশতেহার।

নির্বাচন কমিশনের হিসাবমতে, দেশের ১৮ থেকে ২৯ বছরের ভোটারের সংখ্যা ৩ কোটির বেশি; যা মোট ভোটারের ২৫.৮৫ শতাংশ। এর মধ্যে ১ কোটি ৫৪ লাখ ৫২ হাজার ৯৫৬ তরুণ প্রথমবার ভোট দেবেন। এ ছাড়া ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম সংসদ নির্বাচনের পর থেকে গত ১৫ বছরে ভোটার তালিকায় যুক্ত হয়েছেন ৩ কোটি ৭২ লাখ ৫২ হাজার ৮১৫ জন তথা ৩২.৭৭ শতাংশ; তাদের বয়স এখন ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। এদিকে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষেই সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। ৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইসির সাক্ষাতের প্রাথমিক তারিখ থাকলেও তা পিছিয়ে গেছে বলে বঙ্গভবনসূত্র জানিয়েছেন। ইসির সাক্ষাৎ ৯ নভেম্বর হতে পারে। অন্যদিকে নভেম্বরের শুরুতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করার পরিকল্পনা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এরপর মধ্য নভেম্বরে ভোটের তারিখ তথা নির্বাচনি সূচি ঘোষণা করবে কমিশন। তবে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের দিন তফসিল ঘোষণার তারিখও জানিয়ে দিতে পারে কমিশন। আর সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ বা জানুয়ারির শুরুতে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ৩০০ আসনভিত্তিক ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করেছে ইসি। এ তালিকা অনুযায়ী, সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে। বর্তমানে সারা দেশে ভোটার সংখ্যা ১১ কোটি ৯৬ লাখ ৯১ হাজার ৬৩৩। সংসদ নির্বাচনে প্রথমবার ভোট দেবেন এমন ভোটারের সংখ্যা ১ কোটি ৫৪ লাখ ৫২ হাজার ৯৫৬ জন। যারা অধিকাংশই তরুণ-তরুণী। গতকাল ইসির এনআইডি মহাপরিচালক এ কে এম হুমায়ুন কবীর দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটার সংখ্যা প্রকাশের পর এ তথ্য পাওয়া গেছে। গত মার্চে হালনাগাদ শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল জানিয়েছিলেন, দেশে ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১ কোটি ৯১ লাখ ৫১ হাজার ৪৪০-এ।

এরপর সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য গত ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ দিয়েছিল ইসি। এতে দেশে নতুন করে মোট অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ৫ লাখ ৪০ হাজার ১৯৩ জন। এনআইডি মহাপরিচালক বলেন, এ হিসাবে বর্তমানে ভোটার ১১ কোটি ৯৬ লাখ ৯১ হাজার ৬৩৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৬ কোটি ৭ লাখ ৭১ হাজার ৫৭৯ এবং নারী ৫ কোটি ৮৯ লাখ ১৯ হাজার ২০২ জন। হিজড়া ভোটার ৮৫২ জন। ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ভোটার ছিল ১০ কোটি ৪২ লাখ ৩৮ হাজার ৬৭৭ জন। সে হিসাবে পাঁচ বছরে দেশে ভোটার বেড়েছে ১ কোটি ৫৪ লাখ ৫২ হাজার ৯৫৬ জন, যারা সংসদ নির্বাচনে ভোট দেননি। বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য ৩০০ আসনভিত্তিক ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করেছে ইসি।

এ তালিকা অনুযায়ী, সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে। এনআইডি মহাপরিচালক বলেছেন, কমিশন যদি কাউকে ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত না নেয়, তবে এটি হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস ( ইউনিক ডেন্টাল )
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

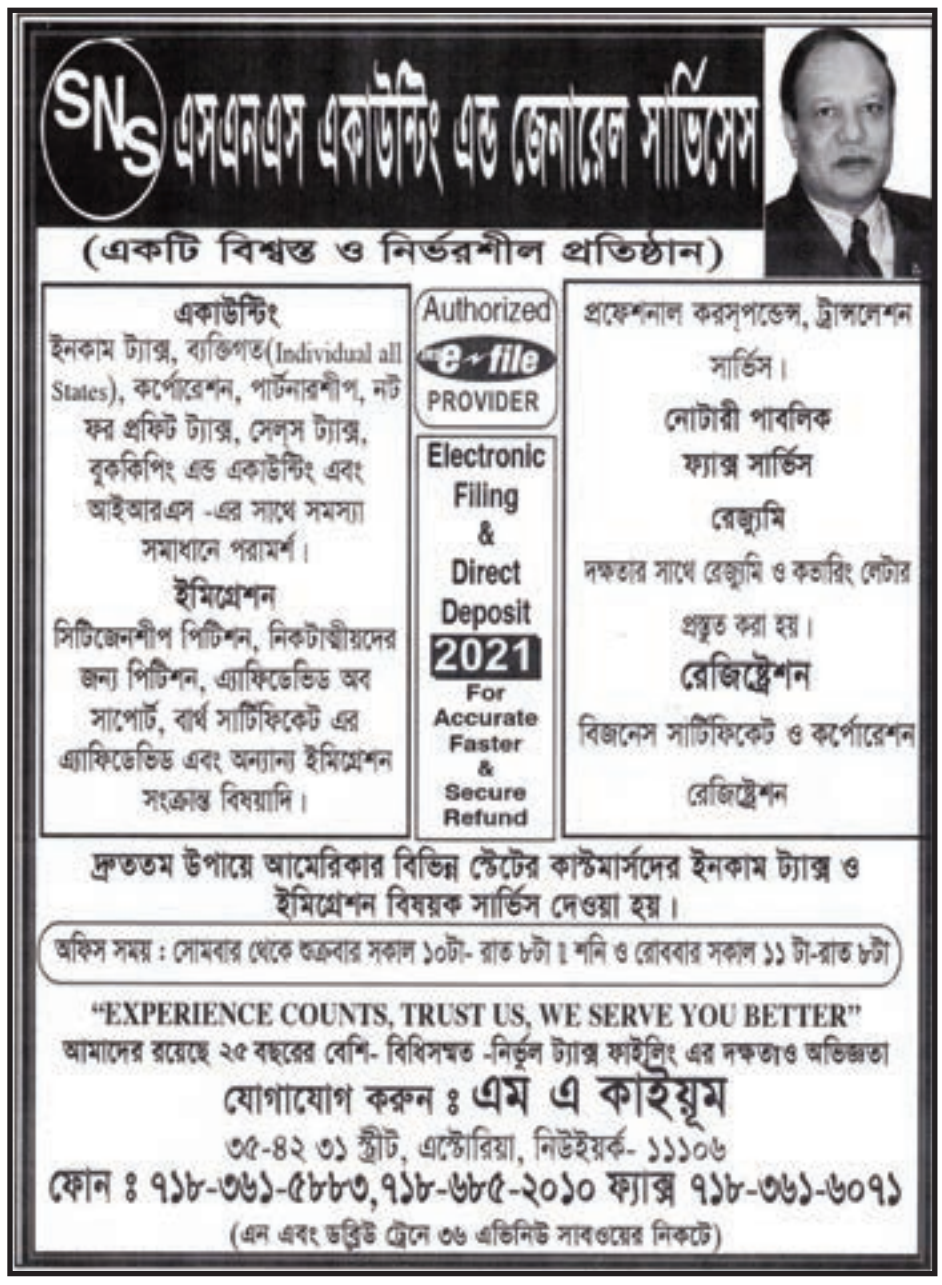
# ভোট পর্যন্ত মাঠে থাকার প্রস্তুতি আওয়ামী লীগের

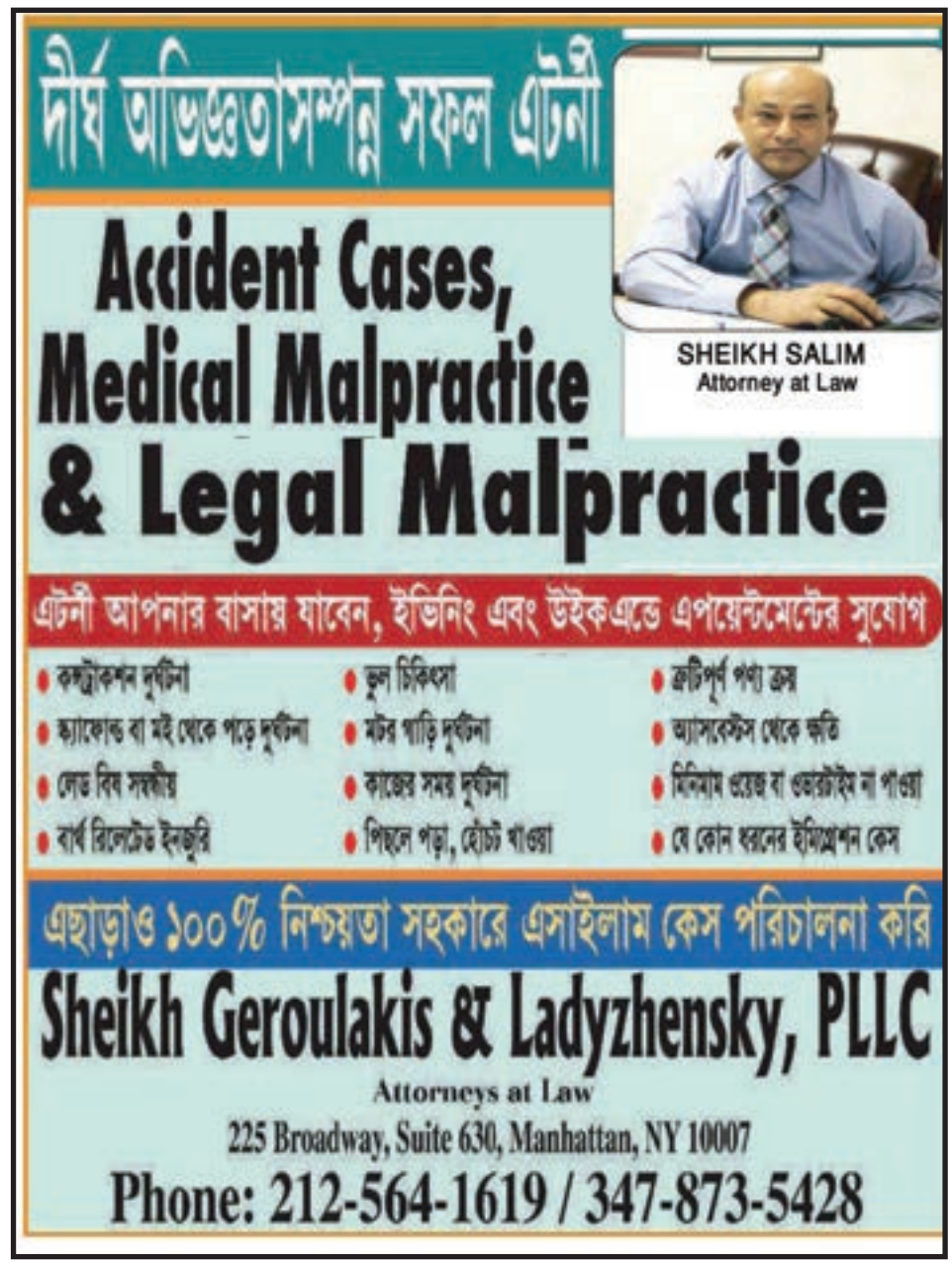
**ঢাকা ডেস্ক:** দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত টানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। রাজপথ নিজেদের দখলে রেখে শক্তি দেখানো ও বিরোধী দলগুলোর সরকার পতনের আন্দোলন মোকাবিলা করাই এর অন্যতম লক্ষ্য। এতদিন বিএনপিসহ সমমনা দলগুলোর কর্মসূচির বিপরীতে পাল্টা কর্মসূচি হিসেবে শান্তি সমাবেশ, মহাসমাবেশসহ বেশকিছু কর্মসূচি পালন করেছে দলটি। তবে এবার আর কোনো পাল্টা কর্মসূচিতে যেতে চায় না দলটি। তাই নির্বাচন পর্যন্ত টানা কর্মসূচি পালনের বার্তা দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগের যুক্তি- নির্বাচন পর্যন্ত সরকার পতনের আন্দোলন চালিয়ে যেতে চায় বিরোধী দলগুলো। তাদের আন্দোলন মোকাবিলা করতে রাজপথে থাকার কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রতিদিনই শান্তি সমাবেশ পালন করা হবে। আগে রাজধানীকেন্দ্রিক এ ধরনের কর্মসূচির ওপর জোর দেয়া হলেও এবার দেশব্যাপী শান্তি সমাবেশের নামে রাজপথে নেতাকর্মীদের থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) সংসদ অধিবেশন শেষ হয়েছে।

এরপরই দলীয় এমপিদের নিজ নিজ এলাকায় অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছে দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা।

তাদের জানানো হয়েছে, দলের মধ্যে বিভেদ মিটিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে থাকতে হবে। নিজেদের এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। সরকার পতনের অংশ হিসেবে ডাকা যে কোনো কর্মসূচি ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে হবে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন এমপি গতকাল বলেন, যেভাবে সরকার পতনের জন্য বিরোধী দলগুলো মাঠে নেমেছে তাতে আমাদেরও মাঠে থাকাটা জরুরি হয়ে পড়েছে। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে- মাঠ ছাড়া যাবে না। কারণ আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়ী হতে হবে। তার আগ পর্যন্ত বিরোধী দলগুলোর কর্মসূচি কঠোরভাবে দমন করতে হবে। নির্বাচন পর্যন্ত কর্মসূচি নিয়ে এরইমধ্যে দলের পক্ষ থেকে লিখিত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যরিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত ওই নির্দেশনায় বলা হয়েছে- বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাস, নাশকতা ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে দেশব্যাপী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ কর্মসূচি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ৩০শে অক্টোবর ২০২৩ সকালে ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক যৌথসভায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এমপি আওয়ামী লীগ ও সকল সহযোগী সংগঠনের জেলা/মহানগর ও উপজেলা/থানা/পৌর শাখাসমূহকে ব্যাপকভাবে কর্মসূচি পালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

এতে আরও বলা হয়, বিএনপি-জামায়াত অপশক্তি তথাকথিত হরতাল, অবরোধ ও সমাবেশের নামে যাতে নাশকতামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এবং অপতৎপরতা করতে না পারে সেজন্য জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী নেতাকর্মী সমর্থকদের সর্বাত্মক সতর্ক অবস্থানে থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানানো যাচ্ছে। দলের এ নির্দেশনার অংশ হিসেবে এখন প্রতিদিনই রাজপথে অবস্থান করছে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। গত মঙ্গলবার থেকে শুরু করে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত টানা অবরোধ পালন করে বিএনপি ও জামায়াত। ওই তিনদিনই রাজপথে সতর্ক পাহারায় ছিল আওয়ামী লীগ। তারা মহল্লায় মহল্লায়, মোড়ে মোড়ে অবস্থান নিয়ে নিজেদের সতর্ক কর্মসূচি পালন করে। বিএনপি-জামায়াতের অবরোধের শেষদিনেও রাজাধানীতে সতর্ক পাহারায় ছিল ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ। নাশকতা ঠেকাতে গুলিস্তানে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেয় দলটির নেতারা। বৃহস্পতিবার (২রা নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে নেতাকর্মীদের আসতে দেখা যায়। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। অবস্থান নেয়া আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা জানান, বিএনপি নাশকতার নামে নির্বাচন বানচাল করতে চায়। তারা জনগণের জানমালের ক্ষতি করতে চায়।




Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

# ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

# কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ








সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

# বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ASTORIA 718-777-7001 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002 | BRONX 718-822-1081 |
| JAMAICA 347-644-5150 | MANHATTAN 212-808-0790 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590 |

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

# সৈয়দা নাবিদা খসরু'রস জন্মদিন পালিত














**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** টাইম টেলিভিশনের অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ও সৈয়দা সাবিয়া দম্পতির একমাত্র কন্যা সৈয়দা নাবিদা খসরু'র ১২ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে শনিবার (৪ নভেম্বর) পারিবারিকভাবে তার জন্মদিন পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক সিটির হলিসের বাসায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে পরিবারের সদস্য সহ ঘনিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন। সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ও সৈয়দা সাবিয়া তাদের কন্যার উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য সবার দোয়া কামনা করেছেন।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

# বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

**Brooklyn**
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

**Jackson Heights**
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

# BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



| | |
|---|---|
| লাইভ তেলাপিয়া | $3.49/lb |
| লাইভ বাফেলো | $3.49/lb |
| আমেরিকান ইলিশ | $1.99/lb |
| দেশী রুই | $1.79/lb |
| Herring Fish (চাপিলা মাছ) | $2.49/lb |
| Porgy | $1.49/lb |

শাইড কাটকিস, স্নাপার, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্কেট, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

| | |
|---|---|
| দেশী স্যালমন ফ্রাইস | $ 17.99 |
| আমিন স্যালমন ফ্রাইস | $ 17.99 |
| আমিন স্যালমনহেড ফ্রাইস | $ 9.99 |
| ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস | $ 18.99 |
| স্যাভার স্যালমন ফ্রাইস | $ 13.99 |
| সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস | $ 12.99 |

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

# ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



## কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

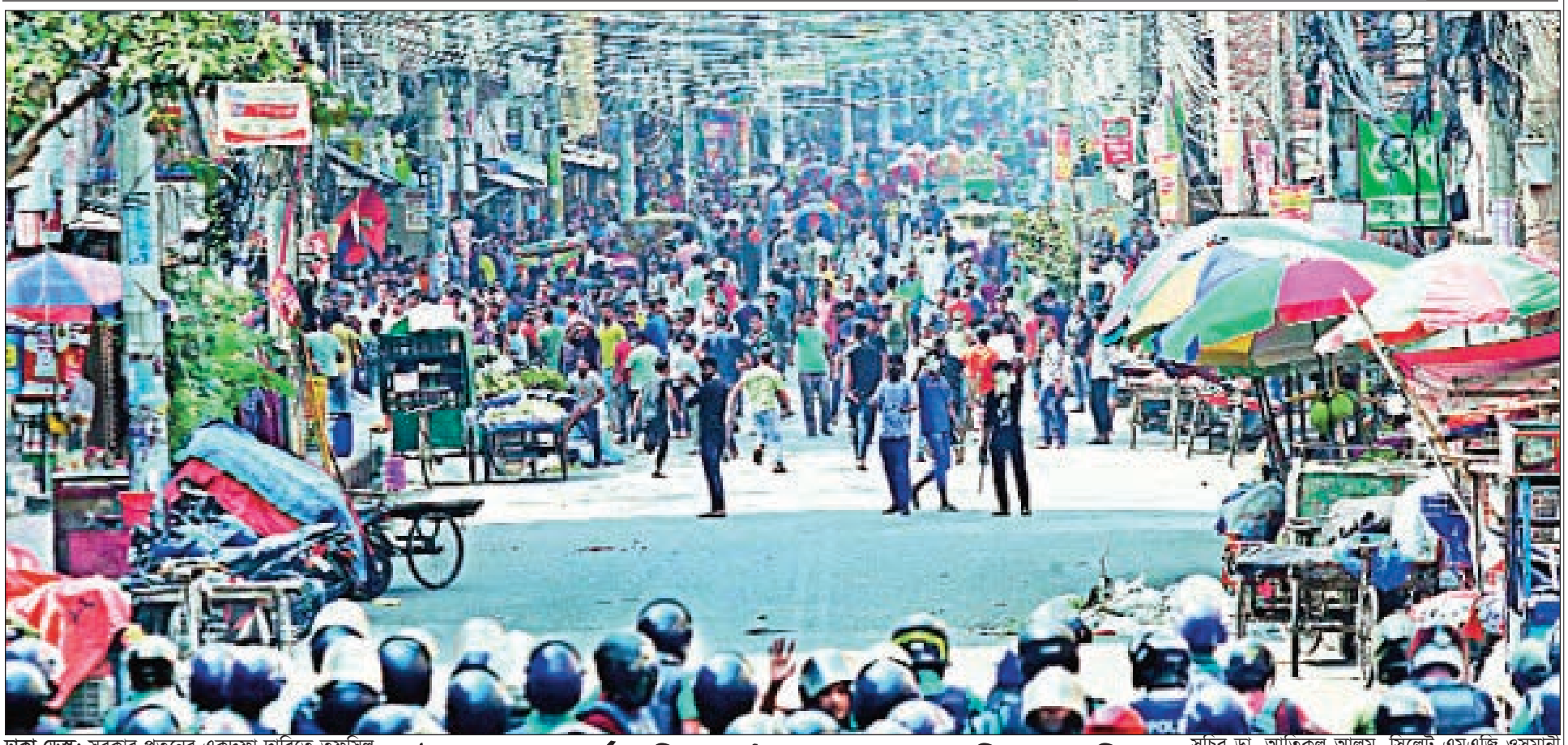
আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

**All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.**

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com



# টানা কর্মসূচিতেই থাকবে বিএনপি

**ঢাকা ডেস্ক:** সরকার পতনের একদফা দাবিতে তফসিল ঘোষণা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকার পরিকল্পনা ছিল বিএনপি'র। কিন্তু ২৮শে অক্টোবর মহাসমাবেশে হামলার প্রতিবাদে হার্ডলাইনে দলটি। হরতালের পর টানা তিনদিনের অবরোধ পালন করেছে বিরোধী জোট। বিএনপি'র আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে একই কর্মসূচি পালন করেছে জামায়াতসহ যুগপৎ আন্দোলনে থাকা সমমনা ৩৬টি দল। আগামী রোববার থেকে সারা দেশে ফের ৪৮ ঘণ্টার সর্বাত্মক অবরোধ ডেকেছে বিএনপি, জামায়াত ও সমমনা দলগুলো। বিএনপি'র একাধিক নেতা জানান, সরকার পূর্বপরিকল্পিতভাবে শান্তিপূর্ণ মহাসমাবেশে হামলা করে বিএনপিকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এরপর বিএনপি'র গণতান্ত্রিক কর্মসূচিকে সরকার সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ট্যাগ দেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সরকারের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বিএনপি'র প্রতি সাধারণ মানুষের জনসমর্থনের কারণে। ২৯শে অক্টোবর বিএনপি'র হরতাল কর্মসূচিতে নেতারা সেভাবে মাঠে না থাকলেও সারা দেশের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করেছে। এরপর ৭২ ঘণ্টার অবরোধ কর্মসূচিও নজিরবিহীনভাবে সারা দেশে পালিত হয়েছে।

বিএনপি নেতারা মনে করছেন, এটি আন্দোলনে একধরনের বিজয়। তাই চলমান আন্দোলন থেকে পিছু হটার কোনো সুযোগ নেই। নেতারা জানিয়েছেন, তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত টানা কর্মসূচি থাকবে। যদি তফসিল ঘোষণা হয় তাহলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে।

বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে গত বুধবার (১ নভেম্বর) দলের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বৈঠক সূত্র জানিয়েছে, মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীদের যেকোনো কৌশলে গ্রেপ্তার এড়ানোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া জেলায় জেলায় আরও কঠোরভাবে কর্মসূচি পালনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ঢাকাকে বিচ্ছিন্ন করার পাশাপাশি পুরো দেশকে কার্যত অচলের চিন্তা করছে দলটি। কর্মসূচি পালনকালে সাধারণ মানুষের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য কর্মীদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ওদিকে দলীয় সূত্র জানিয়েছে, আন্দোলন কর্মসূচি সরাসরি তদারকি করছেন তারেক রহমান। ভার্চুয়ালি বিএনপি'র সিনিয়র নেতাদের পাশাপাশি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের দায়িত্বশীল নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করছেন। কখনো মাঠের সক্রিয় কর্মীদের সঙ্গে ফোনে নানা নির্দেশনা দিচ্ছেন। এ ছাড়া অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের দায়িত্বশীল নেতারা মাঠের কর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন।

বিএনপি'র নীতি-নির্ধারণী ফোরামের এক নেতা বলেন, গত দুই বছর ধরে সরকারের পতন দাবিতে গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করেছে বিএনপি। এতে তিনটি বিষয়ে বিএনপি সাফল্য পেয়েছে। এক নম্বর হলো- এই আন্দোলনে সরকারবিরোধী সব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলকে একত্র করেছে। দুই হলো- বিএনপি'র দাবির পক্ষে গণতন্ত্রকামী সাধারণ মানুষের সমর্থন বেড়েছে। এর প্রমাণ- বিএনপি'র প্রতিটি সমাবেশে লাখ লাখ সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ। যখনই বিএনপি সমাবেশ ডাকে মানুষের স্রোত তৈরি হয়। তিন হলো- বিএনপি'র চলমান আন্দোলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশ অব্যাহতভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া বিএনপি'র গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সরকার স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ট্যাগ দিতে চেয়েছিল। এজন্য পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার এখন ভীতসন্ত্রস্ত। তাদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ছাড়া আর কেউ নেই। তারা বলেন, চলমান কর্মসূচি অব্যাহত থাকলে রাষ্ট্রের পেশাদারি জনবল ও সাধারণ জনগণ রাজপথে নেমে এসে সরকারের অন্যায় কর্মকান্ডের প্রতিবাদ জানাবে।

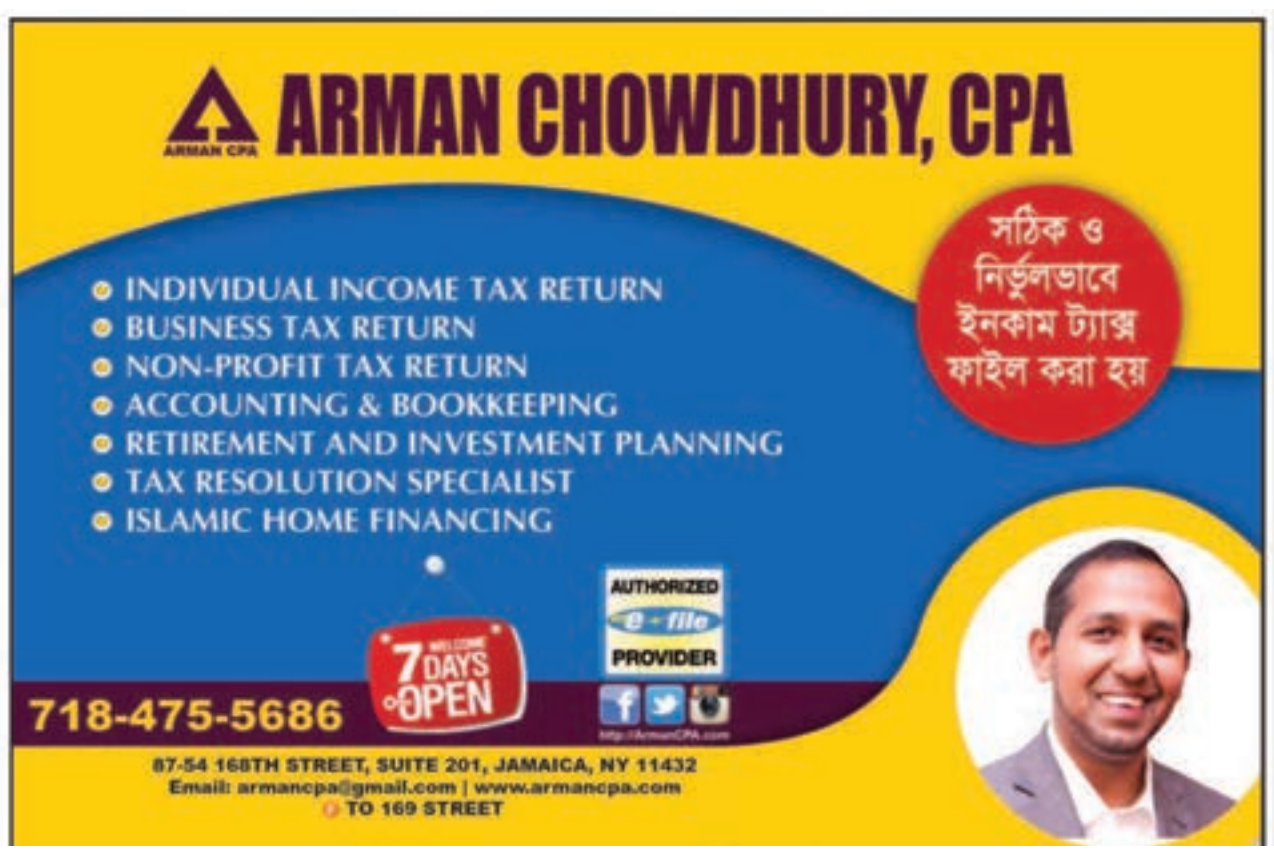
**গ্রেপ্তার অভিযান অব্যাহত:** বিএনপি'র সিনিয়র নেতাদের গ্রেপ্তার অভিযান অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। প্রতিদিনই কেন্দ্রীয় নেতাদের বাসায় অভিযান চালানো হচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতাসহ সারা দেশে কয়েক শতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। নেতাদের না পেয়ে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে পরিবারের স্বজন, ব্যক্তিগত সহকারী, গাড়িচালক, কেয়ারটেকারকে। গতকাল গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঢাকা উত্তর বিএনপি'র সদস্য সচিব আমিনুল হক, যুবদল ঢাকা মহানগর উত্তরের সদস্য সচিব সাজ্জাদুল মিরাজ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি ডা. জাহিদুল কবির, সিরাজগঞ্জ জেলা ড্যাবের সদস্য সচিব ডা. আতিকুল আলম, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজের ৩৩তম ব্যাচের সাবেক ছাত্র, জাতীয়তাবাদী চিকিৎসক ডা. এমএ আজিজসহ শতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে ২৮শে অক্টোবরের সহিংসতার পর থেকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওদিকে গ্রেপ্তার এড়াতে বেশির ভাগ সিনিয়র নেতা গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। কেউই নিজ বাসায় থাকেন না। শুধু কেন্দ্রীয় নেতা নন জেলা উপজেলা পর্যায়ে বিএনপি'র কর্মীরা গ্রেপ্তার এড়াতে ধানক্ষেতে মশারি টানিয়ে রাত কাটাচ্ছেন। অনেকে জঙ্গলে ঝোপের মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাত্রি যাপন করছেন।

বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী জানিয়েছেন, ২৮ অক্টোবর মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে ৪ হাজার ৫শ' ৫৫ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলা দায়ের হয়েছে ৯৬টি। আহত হয়েছেন ৩ হাজার ৪শ' ৭৬ জন নেতাকর্মী। পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের হামলায় মারা গেছেন একজন সাংবাদিকসহ বিএনপি'র ৯ জন নেতাকর্মী।

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেন, বিএনপি'র আর পিছু ফেরার সময় নেই। গ্রেপ্তার করে, হুলিয়া দিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করার কোনো সুযোগ নেই। বিএনপি'র প্রতিটি কর্মীই নেতার ভূমিকা পালন করে এ আন্দোলনে সফলতা আনবে। তিনি বলেন, আমরা আমাদের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অটল রয়েছি। দাবি আদায়ে রাজপথে ছিলাম, রাজপথে আছি। জুলুম-নির্যাতন, মিথ্যা মামলা-হামলা, গ্রেপ্তার করে এদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনকে নস্যাৎ করা







# টুকরো স্মৃতি

(শেষের পাতার পর)

দল জাসদ পল্টন ময়দানে একটা জনসভা ডাকলো। তারিখটা ছিল ১৭ই মার্চ।

আমি তখন একজন পুরোদস্তুর সাংবাদিক। একটা অন্যতম সরকারবিরোধী দৈনিকের রিপোর্টার। জাসদের জনসভা মানেই তখন কানায় কানায় মাঠ পূর্ণ। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত নেতাদের বক্তৃতা শুনতেন। আ স ম দীর্ঘ বক্তৃতা করতেন। তিনিই থাকতেন মূল আকর্ষণ। সেদিনের জনসভা নিয়ে একটা কানাঘুষা ছিল এখান থেকে মিছিল সহকারে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করা হবে। হলোও তাই। সভার সমাপ্তিকালে বিক্ষেভ মিছিলের কর্মসূচী ঘোষনা করা হলো। যেন পুরো জনসভাই রওনা হলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশ্যে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন ক্যাপ্টেন (অব:) মুনসুর আলী (প্রয়াত স্বাস্থ্যমন্ত্রী মো: নাসিমের বাবা)। সরকারি ভবন মিন্টু রোডে। রিপোর্টার হিসেবে আমি সব মিছিলের সামনে থাকার চেষ্টা করতাম। মিছিল শুরু হলে দৌড়ে চলে আসি একেবারে সামনে। খানিকটা জঙ্গী টাইপের মিছিল। নেতারা হাত ধরাধরি করে সম্মুখ সাড়িতে। গগনবিদারি শ্লোগানে উচ্চকিত রাজপথ। প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে এসে মৎস্য ভবনের মোড় ঘুড়ে মিছিল এগিয়ে চলে মিন্টু রোডের দিকে। আমরা কয়েকজন রিপোর্টার প্রায় দৌড়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে আসি। গনভবনের (বর্তমানের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন) সামনেটায় এসে দাঁড়িয়ে যাই। মিছিল এগিয়ে আসছে। এমন সময় শেরাটন হোটেলের ওদিক থেকে রক্ষীবাহিনী বোঝাই কয়েকটা ট্রাক এসে অবস্থান নেয় মোড়টায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ট্রাক থেকে নেমে রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা মিছিল লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলী শুরু করে দেয়। আমরা হতভম্ব! পরমূহুর্তে দৌড়ে পাশের রমনা পার্কের দেয়ালের গা ঘেঁষে নীচু হয়ে থাকি। গুলী করতে করতে রক্ষী বাহিনী এগিয়ে আসতে থাকে। মূহুর্তে বেশ কয়েকজন লুটিয়ে পরে। চতুর্দিকে চীৎকার আর্তনাদ। যে যেদিকে পারছিলো রুদ্ধশ্বাষে ছুটছিলো। নেতারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমি কোনমতে পাচিল টপকে রমনা পার্কের ভেতরে এসে অবস্থান নেই। রক্ষীবাহিনী গুলী করতে করতে এসে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কেন্দ্রিয় প্রায় সব নেতাকে আটক করে নিয়ে গাড়ীতে তুলতে থাকে। এদের মধ্যে আহত অবস্থায় অনেকে কাতরাচ্ছিলেন। রাস্তার এখানেওখানে বেশ কিছু লোককে পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিছুক্ষনের মধ্যে এলাকা ফাঁকা হয়ে যায়। আমি রমনা পার্কের ভেতর দিয়ে প্রায় দৌড়ে চলে আসি জিপিওর সামনে। উল্টোদিকে গ্যানিস স্টোরের দোতালায় জাসদের অফিস। ভেবেছিলাম ওখানে এসে পুরো খবর পাবো। কিন্তু জিপিওর সামনে এসে রাস্তা পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। দেখি বায়তুল মোকাররম স্টেডিয়ামের গেটের ওদিক থেকে জয় বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে বেশ কিছু লোক মশাল হাতে জাসদ অফিসের দিকে ছুটে আসছে। মশালের আলোয় উদ্ভাসিত এক ঝলক স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাকের উত্তেজিত মুখায়বও দেখতে পাই। কয়েক মিনিটের মধ্যে আগতরা জাসদ অফিসে ঢুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অফিসের সবকিছু। জিপিওর সামনে দাঁড়িয়ে আমি দেখতে থাকি সে দৃশ্য।

মিছিলে রক্ষী বাহিনীর গুলীবর্ষনে হতাহতের সঠিক সংখ্যা নিয়ে মতভেদ ছিল। কেউ বলেছেন ৪৫জন মারা গেছে কারও দাবী ২০/২৫ জন। তবে গ্রেপ্তার হয়েছিল অসংখ্য। রব-জলিলসহ কেন্দ্রিয় প্রায় সব নেতাই আটক হন। এই ঘটনার পর থেকে কার্যত: জাসদ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এর যে কোন পর্যায়ের নেতাকর্মী দেখামাত্র গ্রেপ্তারযোগ্য ছিলেন। ফলে বিশাল এই দলটির হাজার হাজার নেতাকর্মী আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। গড়ে তোলে গুপ্ত সংগঠন এবং চীনপন্থী সশস্ত্র গ্রুপগুলোর কাতারে শামিল হয়ে 'শ্রেণী শত্রু' খতমের চর্চায় নিয়োজিত হয়। ফলে সারা দেশে সরকারের সাথে বিদ্রোহিদের যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃস্টি হয়। রাজনীতির সুস্থ ধারা সংকুচিত হয়ে পড়ে। এ সময় পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল।

এর পরের ঘটনা সবার জানা। '৭৫এর ২৫ জানুয়ারী সংসদে বাকশাল পাশ হয়। নিষিদ্ধ হয়ে যায় যে কোন ধরনের সরকারবিরোধী রাজনীতি এবং দল। কিছুদিনের মধ্যে বাতাসে ভেসে বেড়াতে থাকে নানা গুঞ্জন।

# নিউইয়র্ক পুলিশে আরও ৩ বাংলাদেশীর

(শেষের পাতার পর)

সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে, নিউইয়র্ক সিটিতে এনওয়াইপিডি'র পুলিশ একাডেমিতে গত ৩১ অক্টোবর সকালে এক জমকালো অনুষ্ঠানে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পুলিশ কমিশনার এডওয়ার্ড এ ক্যাবানের কাছ থেকে তারা সার্টিফিকেটগ্রহণ করেন। বর্ণিল এ অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের পরিবার, প্রিয়জন ও স্বজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত এ তিনজনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশী অ্যামেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি ক্যাপ্টেন ক্যারম চৌধুরী এবং সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন একেএম আলম।

উল্লেখ্য, বিশ্বের অন্যতম চৌকস পুলিশ ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে এনওয়াইপিডি। এই বাহিনীতে অসামান্য নৈপুন্য দেখিয়ে এর আগে আরও ডজনখানেক বাংলাদেশী গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এনওয়াপিডিতে বর্তমানে সহস্রাধিক বাংলাদেশী আমেরিকান কাজ করছেন।

# আজাদ আহমেদের মায়ের ইন্তেকাল



**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** নিউ-ইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য, 'আজাদ ভিশন'-এর কর্ণধার আজাদ আহমেদের মাতা ইন্তেকাল করেছেন। শনিবার (৪ নভেম্বর) তিনি সিলেটে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজেউন। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়াতে বসবাসরত আজাদ আহমেদ জানান, সিলেটে ও বিয়ানীবাজারের মুল্লাগুষ্টি জামে মসজিদে মরহুমার পৃথক দুটি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় বিপুল সংখ্যক মুসল্লী অংশ নেন। পরে মুল্লাগুষ্টি জামে মসজিদের পাশেই তার মরদেহ দাফন করা হয়।

**শোক প্রকাশ:** নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য আজাদ আহমেদের মাতার ইন্তেকালে প্রেসক্লবের সভাপতি আবু তাহের ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম ক্লাবের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহীআত্মার মাগফেরাতকামনা করেছেন।






# ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউস ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে আ'লীগের শান্তি সমাবেশ

















(শেষের পাতার পর)

সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী অংশ নেন। সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে নানা শ্লোগানের পাশাপাশি গত ২৮ অক্টোর ঢাকায় বিএনপি-জমায়াতে ইসলামীর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধেও শ্লোগান দেন। খবর ইউএনএ'র।

আওয়ামী লীগের ভাষায় গত ২৮ অক্টোবর মহাসমাবেশের নামে ঢাকায় বিএনপি-জামায়াতের নৈরাজ্য, তান্ডব ও বর্বরোচিত পুলিশ হত্যাকান্ড, প্রধান বিচারপতির বাসভনে হামলা, হাসপাতাল ও যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ঘটনার প্রতিবাদে এই শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনকে দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানানোর জন্য এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আওয়ামী লীগ এবং দলের বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী শেখ হাসিনার সরকারের উন্নয়ন-অগ্রগতির পক্ষে নানা শ্লোগান দেন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী নিউইয়র্ক থেকে বাস ও প্রাইভেট যোগে ওয়াশিংটন ডিসিতে শান্তি সমাবেশ যোগ দেন। সমাবেশে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ,যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ, শ্রমিকলীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগ, মেট্রো ওয়াশিংটন, ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ড, পেনসিলভেনিয়া, সাউথ জার্সি মেট্রো, কানেকটিকাট, জর্জিয়া ও ফ্লোরিডা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা যোগ দেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

সোমবার দুপুরে দলীয় নেতা-কর্মীরা স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে সমবেত হয়ে বিভিন্ন শ্লোগান দেন এবং সেখানে অবস্থান করেন। পরবর্তীতে অপরাহ্নে তারা সেখান থেকে পদভ্রমণ করে আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফেস্টুন ব্যানার হাতে হোয়াইট হাউসের সামনে সমবেত হন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বিএনপি-জামায়াতআন্দোলনের নামে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। অপরদিকে আওয়ামী লীগের রাজনীতি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার রাজনীতি। এই ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে হবে। তারা বলেন, বিএনপি-জামায়াত আবারও তাদের পুরানো খেলায় মেতে উঠেছে। শুরু করেছে হত্যা আর আগুন সন্ত্রাসের রাজনীতি। তারা দেশকে অস্থিতিশীল করার পায়তারা করছে বলেও অভিযোগ করেন। বক্তারা আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরেন এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তা কামনা করেন।

ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, জনসমর্থনহীন অবৈধ অবরোধের নামে বিএনপি-জামায়াত দেশের জনগণের স্বাভাবিক জনজীবন বিঘ্নিত করতে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে করে জঙ্গি দলে পরিণত হয়েছে। তারা যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও মানুষ হত্যা করে দেশের অর্থনীতির চরম ক্ষতি সাধনের পাশাপাশি শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডকে ব্যহত করতে চায়। বিএনপি চায় না দেশে উন্নয়ন অব্যাহত থাকুক। তিনি দেশবাসীর প্রবাসীদের মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে বিএনপি-জামায়াতের অশুভ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে।

আব্দুস সামাদ আজাদ বলেন, বিএনপি-জামায়াত রাজনীতির নামে দেশে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করছে, মানুষ মারছে, পুলিশ হত্যা করছে। তিনি বিএনপি-জামায়াতের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান।

স্টেট ডিপার্টমেন্টর সামনের সমাবেশ শেষে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সব সভাপতি এম ফজলুর রহমান ও যুগ্ম সম্পাদক নিজাম চৌধুরী স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনী ব্লিঙ্কেন সমীপে প্রেরণ করা হয় বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। স্মারকলিপিতে শেখ হাসিনা সরকার প্রতিশ্রুত অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং বিএনপি-জামায়াতের নৈরাজ্যের কথা সহ দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়।

সমাবেশে দলের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান, সহ সভাপতি এম ফজলুর রহমান ও সামসুদ্দীন আজাদ, যুগ্ম সম্পাদক নিজাম চৌধুরী ও আইরীন পারভীন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহীম বাদশা, আব্দুল হাসিব মামুন ও মহিউদ্দিন আজাদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম, প্রবাসী বিষয়ক সম্পাদক সোলায়মান আলী, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ড. আব্দুল বাতেন, জনসংযোগ সম্পাদক কাজী কয়েস, নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, সহ সভাপতি শেখ আতিক, আওয়ামী লীগ নেতা হিন্দাল কাদির বাপ্পা, আলী হোসেন গজনবী, শরীফ কামরুল হীরা, এডভোকেট মোর্শেদা জামান, মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জে আই রাসেল, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা লীগের সভাপতি মমতাজ শাহনা, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, সহ সভাপতি এন আমিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন বাবু ও দুলাল বিল্লাহ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা সাখাওয়াত হোসেন বিশ্বাস, নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস বরো সভাপতি আব্দুল মুহিত, ব্রুকলীন বরো সভাপতি নজরুল ইসলাম, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা নুরুজ্জামান সরদার, ইকবাল হোসেন, যুবলীগ নেতা জামাল হোসাইন, মোঃ সেবুল মিয়া, ছাত্রলীগ নেতা রায়হান, মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী সেলিনা আজাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

# হিমু ফাঁসি দিতেই পারে না : মিহির

(শেষের পাতার পর)

সবাইকে শোকার্ত করে। মৃত্যু রহস্য ঘিরে তৈরি হয় জল্পনা-কল্পনা। একের পর এক তথ্য উঠে আসতে শুরু করে প্রশাসনের হাতে। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে হিমুর বন্ধু মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন ওরফে রুফি ওরফে উরফি জিয়াকে (৩৭)। তদন্তে বের হয়েছে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। তবে হিমুর মৃত্যু তদন্তে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম হয়ে ওঠে তার মেকআপম্যান ও পাতানো ভাই মিহির। হিমুর মৃত্যুর পর থেকেই সন্দেহের তীর ওঠে মিহিরের দিকে।

এ ঘটনায় পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপর আদালতে বিচারকের কাছে জবানবন্দি দেন তিনি। এই মুহূর্তে হিমুর মৃত্যু তদন্তে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে মিহির। তবে এরই মধ্যে প্রকাশ্যে এলেন মিহির। রোববার (৫ নভেম্বর) সকালে হুমায়রা হিমুর আলোচিত মেকআপম্যান মিহির নিজের ফেসবুক আইডি থেকে লাইভে আসেন। সেখানে তিনি হিমুর মৃত্যু নিয়ে কথা বলেন। সঙ্গে রাখেন বেশ কয়েকটি প্রশ্নও। ১৫ মিনিটের সেই লাইভের শুরুতেই মিহির জানান, তিনি প্রচন্ড মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন। সেই সঙ্গে জানান, হিমুর মতো স্ট্রং একটা মেয়ে ফাঁসি দিতেই পারে না! এ ঘটনা তিনি মেনে নিতে পারছেন না।

ভিডিওতে নিজেকে হিমুর মেকআপম্যান হিসেবে পরিচয় দিয়ে মিহির জানান, হিমুর মৃত্যুর পর তাকে (মিহির) জড়িয়ে ফেসবুকে অনেকে বিরূপ মন্তব্য করছেন। এগুলো তাকে মানসিক যন্ত্রণা দিচ্ছে। তিনি নিজে কোনো অপরাধ করেননি। কোথাও পালিয়েও যাননি। বরং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে শুরু করে হিমুর স্বজনদের সাহায্য করেছেন। ভিডিওর একপর্যায়ে হিমুর উত্তরার বাসায় প্রেমিকের উপস্থিতির প্রসঙ্গ তোলেন মিহির।

মিহির বলেন, 'হিমুর সাথে কোনো কিছু হইছে। দুর্ভাগ্যবশত আমি তা দেখতে পারি নাই। অন্য রুমে ঘুমায়ে ছিলাম। তবে ওর বয়ফ্রেন্ড ছিল রুমে। আমি ধারণাও করিনি ও হিমুর সাথে ঝগড়া করবে বা খুনোখুনি হয়ে যাবে, মারামারি হবে।'

মিহির বলেন, 'ও (বয়ফ্রেন্ড) যখন আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে দেখাইছে, তখন আমি তাকে প্রশ্ন করছিলাম, আপনি রুমে থাকতে ঘটনা কিভাবে ঘটল। তখন বলে, সে বাথরুমে ছিল। একটা মানুষ বাথরুমে থাকবে আর আরেকটা মানুষ ফাঁসি দিয়ে ফেলবে- এটাও আমি মেনে নিতে পারতেছিলাম না। আমি কোনো কিছুই মেনে নিতে পারতেছিলাম না।'

ভিডিওতে মিহির বলেন, 'আমার মনে হয়, হিমু ফাঁসি দিতেই পারে না। হিমু ফাঁসি দেয় নাই। হিমু এত স্ট্রং।'

নিজেকে ঘটনার রাজসাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করে মিহির বলেন, 'আমি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে সাক্ষী দিয়ে আসছি। কিন্তু এখন নতুন করে আমাকে নিয়ে ফেসবুকে যা শুরু হয়েছে, সেগুলো মানসিক যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমি হতাশায় আছি। আমি যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটাই সেটার জন্য পুরো মিডিয়ার মানুষ দায়ী থাকবে। যারা উঠে-পড়ে লাগছেন তারা দায়ী থাকবেন। ডিবি, র‍্যাব, পুলিশের যেকোনো কর্মকর্তা যে কোনো মুহূর্তে আমাকে ফোন দিলে আমি হাজির হব। আমি কোথাও পালাব না। পালিয়ে যাওয়ার ছেলে আমি না। আমি কোনো ধরনের ক্রাইম করিনি।'

এই মিহির শুধু অভিনেত্রী হুমায়রা হিমুই নয়, ২০১৮ সালের মে মাসে বিনোদন জগতের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব তাজিন আহমেদের মৃত্যুর সময়ও পাশে ছিলেন। এমনকি দুজনকে হাসপাতালে নেয়া থেকে শুরু করে চিকিৎসকের মৃত ঘোষণা পর্যন্ত সঙ্গে ছিলেন। এককথায় তাদের পুরো মৃত্যুর ঘটনাটি দেখেছেন এই মেকআপম্যান। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, মৃত্যুর আগে অভিনেত্রী তাজিন আহমেদ একা থাকতেন। একই অবস্থা ছিল অভিনেত্রী হিমুর ক্ষেত্রেও, নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতেন এ অভিনেত্রী। মৃত্যুর সময় স্বজন-পরিজন কেউই পাশে ছিল না তাজিনের। একই দৃশ্য দেখা যায় অভিনেত্রী হিমুর ক্ষেত্রেও। তবে শেষ সময়ে দুজনেরই পাশে ছিলেন মিহির। হিমুর মৃত্যুর পর মিহির প্রসঙ্গে উপস্থাপক ও অভিনেতা শাহরিয়ার নাজিম জয় এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেন, মেকআপ আর্টিস্ট মিহির এক সময় অভিনেত্রী শ্রাবন্তীর ব্যক্তিগত মেকআপ আর্টিস্ট ছিল। আমরা তখন নিয়মিত কাজ করতাম। শ্রাবন্তী তখন প্রথম সারির নায়িকা। শ্রাবন্তী যখন মিহিরকে নিতো তখন মিহিরের অনেক দাপট ছিল। শ্রাবন্তীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিহিরেরও অবস্থান পরিবর্তন হয়। তারপর মিহিরকে তাজিন আপার সঙ্গে পাই। তাজিনের মৃত্যুর ঘটনার সময়ও মিহির ছিল। একইভাবে হুমায়রা হিমুর মৃত্যুর ঘটনায়ও মিহির ছিল। জানা গেছে, মেকআপম্যান মিহিরের বাড়ি সিলেটে। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে তিনি মেকআপ আর্টিষ্ট হিসেবে কাজ করছেন। ব্যক্তিগত জীবনে দুবার বিয়ে করেছেন বলে জানা যায়। তবে তার দুই স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন বলেও শোনা গেছে।

# Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



**Mohammad Pier**
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
**Cell: 917-678-8532**

**Income Tax**
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

**Immigration Services**
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

**Real Estate**
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

*IRS e file*

**PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES**

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
**Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583**
Email: piertax@gmail.com

## জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
# বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
## ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

**স্থান পরিবর্তন**



**অফিস : ৩৭-২৯**
**৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা**
**জ্যাকসন হাইটস**
**নিউইয়র্ক**

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

**ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩**

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

# KAKATUA AGENCY
# কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

**OUR SERVICES ARE:**
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

**NEW ADDRESS**
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
**Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004**
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

# মেঘনা ট্রাভেলস
## ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

**OUR SERVICES**
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



**ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি**

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

# কুলাউড়ায় ‘সাপ্তাহিক হাট’ এর উদ্বোধন

**কুলাউড়া প্রতিনিধিঃ** কুলাউড়া পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় ‘সাপ্তাহিক হাট’ এর উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকাল ১১ টায় পৌর শহরের এনসি স্কুল চৌমুহনীতে ‘সাপ্তাহিক হাট’ এর উদ্বোধন করা হয়। এর উদ্বোধন করেন পৌর মেয়র অধ্যক্ষ সিপার উদ্দিন আহমদ।এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুলাউড়া উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রেনু, তার সহধর্মীনি মমতাজ বেগম, নারী নেত্রী সাবেক কুলাউড়া মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নেহার বেগম, কুলাউড়া ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি বদরুজ্জামান সজল ও সাধারণ সম্পাদক এম আতিকুর রহমান আখই, কুলাউড়া টিবিএফ চেয়ারম্যান মইনুল ইসলাম শামীম, পৌর কাউন্সিলার ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।



পৌর মেয়র অধ্যক্ষ সিপার উদ্দিন জানান, সর্বস্তরের জনসাধারণের ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার্থে কুলাউড়া ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত সাপ্তাহিক হাট কুলাউড়া পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় বুধবার থেকে শুরু করা হয়েছে। এ হাট প্রতি বুধবার সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ‘টোল ফ্রি’ অবস্থায় চালু থাকবে।

তিনি আরও জানান পৌর শহরের স্কুল চৌমুহনীস্থ পৌরসভার গরুর হাট থেকে শুরু হয়ে উছলাপাড়া ব্রিজ পর্যন্ত সারাদিন ‘সাপ্তাহিক হাট’ বসবে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মোরগ, মাছ, সবজিসহ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কৃষিজাত পণ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা হবে। কৃষক, জেলে, কামার, কুমারসহ সকল ধরনের পণ্য উৎপাদক সরাসরি হাটে বসে ক্রেতার নিকট বিক্রয় করতে পারবে। পৌরসভা ক্রেতা-বিক্রেতার সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে বলে জানান মেয়র সিপার।




ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

### ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে 'জাতীয় সংবিধান দিবস' পালন

# বাংলাদেশের সংবিধান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান : রাষ্ট্রদূত ইমরান

**ওয়াশিংটন ডিসি, ৪ নভেম্বর:** বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান সমুন্নত রাখার আহ্বানের মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটন ডিসি'র বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় সংবিধান দিবস' পালিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ০৪ নভেম্বর বাঙালী জাতির অধিকারের দলিল, বহুল আকাঙ্খিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর এটি কার্যকর হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান কর্তৃক 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচী শুরু হয়। এ সময় দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন যথাক্রমে ডিফেন্স অ্যাটাশে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শাহেদুল ইসলাম ও কাউন্সেলর (পলিটিক্যাল) আরিফা রহমান রুমা।

পরে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান: মানবাধিকার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রথম সচিব (পাসপোর্ট ও ভিসা) মুহাম্মদ আবদুল হাই মিলটন এবং আলোচনায় অংশ নেন মিনিস্টার (প্রেস) এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন।



আবদুল হাই মিলটন তার প্রবন্ধে সংবিধান প্রণয়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন যেহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণই হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, সেহেতু জনগণের আকাঙ্খার সর্বোচ্চ দলিল সংবিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন মানবাধিকার সুরক্ষায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান যে রক্ষাকবচসমূহের ব্যবস্থা করেছে তার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক নাগরিক যার যার অবস্থান থেকে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন বলেন স্বাধীনতার মাত্র ১১ মাসের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান জাতিকে উপহার দেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তিনি দেশকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিতে এই পবিত্র সংবিধানকে সমুন্নত রেখে দেশের কষ্টার্জিত গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান তার সমাপনী বক্তব্যে জাতীয় সংবিধান দিবসকে বাঙালী জাতির জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন হিসেবে বর্ণনা করে এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন এই সংবিধান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান এবং এই পবিত্র সংবিধানকে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার মাত্র ১১ মাসের মধ্যে সদ্য স্বাধীন জাতিকে এর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সংবিধান উপহার দেন। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান শামীমা ইয়াসমীন স্মৃতি। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

### গরিবের খাবার নিয়েও সিন্ডিকেট

# সাধ থাকলেও পণ্য কেনার সাধ্য নেই অনেকের নিম্নআয়ের মানুষের ডাল-ভাত-আলুভর্তা জোগাড়ও কঠিন হয়ে পড়েছে

**ঢাকা ডেস্ক:** বাজারে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে গরিবের খাবারেও সিন্ডিকেটের থাবা পড়েছে। সরবরাহ ঠিক থাকলেও খুচরা বাজারে প্রতিকেজি পেঁয়াজ সর্বোচ্চ ১৫০ ও আলু ৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পাশাপাশি মোটা চাল কেজিতে তিন টাকা বেড়ে ৫৬ টাকা হয়েছে। আর ডাল কিনতে ক্রেতার গুনতে হচ্ছে ১৩৫ টাকা। বাজারে পণ্য থাকলেও দামের তা কেনার সাধ্য নেই নিম্নআয়ের ভোক্তার। ফলে দুস্থদের পক্ষে ডাল-ভাত ও আলুভর্তা জোগানও কঠিন হয়ে পড়েছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট অতিমুনাফার লোভে দাম বাড়িয়ে ভোক্তাকে কষ্ট দিচ্ছে।

বাজারে ৭০ টাকা কেজির নিচে কোনো সবজিই মিলছে না। কিছু সবজির দাম ১৫০ টাকার ওপরে উঠেছে। আর মাছ-মাংসের বাড়তি দামের কারণে ক্রেতার নাভিশ্বাস উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাজধানীর কাওরান বাজার, মালিবাগ বাজার, নয়াবাজার ও শান্তিনগরসহ বেশ কয়েকটি খুচরা বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে। বৃহস্পতিবার প্রতিকেজি গোল বেগুন ১২০-১৪০ টাকা বিক্রি হয়েছে। প্রতিকেজি লম্বা বেগুন ৮০-১০০ টাকা, করলা ৮০-১০০ টাকা, কাঁচামরিচ ১৮০-২০০ টাকা, ঢেঁড়স ৮০ টাকা, পটোল-চিচিঙ্গা ৭০-৮০ টাকা, প্রতি পিস লাউ আকারভেদে ৬০-৮০ টাকা, প্রতিকেজি টমেটো ১২০-১৪০ টাকা, শিম ১৫০-১৬০ টাকা, শসা ৬০-৭০ টাকা, কচুমুখি ৯০-১০০ টাকা, বরবটি ১০০ টাকা, ঝিঙ্গা প্রতিকেজির দাম ৮০ টাকা।

বাজারে ব্রয়লার মুরগি কেজিপ্রতি ১৮৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কক মুরগির কেজি ৩২০ টাকা, দেশি মুরগি ৬৫০-৭০০ টাকা এবং লেয়ার ৩৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া খুচরা বাজারে প্রতিকেজি গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে ৮০০ টাকা। এছাড়া প্রতিকেজি রুই মাছ ৩৫০-৪৫০ টাকা, মৃগেল ২৫০-৩৫০, পাঙাশ ১৯০-২২০, চিংড়ি প্রতিকেজি ৭০০-১০০০ টাকা, বোয়াল মাছ প্রতিকেজি ৮০০-১২০০ টাকা, কাতল ৩০০-৪০০, পাবদা ৪০০-৫০০ টাকায় এবং তেলাপিয়া ২২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

জানতে চাইলে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আব্দুল জব্বার মন্ডল বলেন, পণ্যের দাম ভোক্তা সহনীয় করতে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে তদারকি ও অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। অনিয়ম পেলে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। কাউকেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে না।

এদিকে জুন থেকে অস্থির আলুর বাজার। সে সময় প্রতিকেজি আলু খুচরা বাজারে সর্বোচ্চ ৫৫ টাকায় বিক্রি করতে দেখা যায়। পরে তদারকি জোরদার করলে কেজি ৩৫ টাকায় নেমে আসে। তদারকি শিথিল হলে আগস্টের শেষে ফের বাড়তে থাকে দাম। সে সময় কেজি ৪০ টাকা বিক্রি হলেও সেপ্টেম্বর মাসে ৪৫ টাকায় স্থিতিশীল থাকে। এর পর ফের অসাধুরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। অক্টোবর মাসের শেষদিকে প্রতিকেজি ৬০-৬৫ টাকা বিক্রি হলেও বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) কেজিপ্রতি সর্বোচ্চ ৭০ টাকা বিক্রি হচ্ছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিকেজি আলু উৎপাদনে কৃষকের খরচ হয়েছে ১০ টাকা ৫০ পয়সা। কৃষক তা সর্বোচ্চ ১৫ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছেন। যা খুচরা বাজারে ৩২ টাকার বেশি হওয়ার কথা নয়। হিমাগার মালিক ও মজুতদাররা চাহিদার তুলনায় কম আলু বাজারে ছেড়ে দাম বাড়িয়েছে। দাম বৃদ্ধির পেছনে কারা দায়ী তা সরকারি সংস্থাও জানে। তারপরও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং আলু আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমদানির খবরে দাম কিছুটা নিম্নমুখী।

অন্যদিকে বাজারে বাড়তি মুনাফা করতে চালের বাজারে মিলারদের চোখ পড়েছে। খুচরা বাজারের বিক্রেতারা জানান, 'দিন আনে দিন খায়' এমন খেটে খাওয়া মানুষের এককেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৬ টাকা। যা আগে ৫৩ টাকা ছিল। কাওরান বাজারের আল্লাহর দান রাইস এজেন্সির মালিক সিদ্দিকুর রহমান বলেন, মিলারদের কারসাজিতে চালের দাম বাড়ছে। গত দুই সপ্তাহ আগে গরিবের মোটা, মাঝারি চালের দাম বস্তাপ্রতি (৫০ কেজি) ১০০-২০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। ফলে পাইকারি বাজারে হুহু করে বাড়ছে দাম। খুচরা পর্যায়ে প্রভাব পড়ায় ক্রেতার পকেট কাটা যাচ্ছে।

এদিকে দেশের বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ ও দাম সহনীয় রাখতে রপ্তানিতে প্রতিটন ৮০০ ডলার মূল্য বেঁধে দিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। তবে নতুন দামে আমদানি করা পেঁয়াজ দেশ না এলেও ভারত আমদানি মূল্য ঘোষণার পরপরই দেশে কারসাজি করে বাড়ানো হয় দাম। বৃহস্পতিবার খুচরা বাজারে কেজিপ্রতি দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১৪০ থেকে সর্বোচ্চ ১৫০ টাকায়। যা সাত দিন আগেও ১০০ টাকা ছিল। আর আমদানি করা ভারতীয় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১২০-১২৫ টাকা। যা সাত দিন আগে ৮০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

রাজধানীর নয়াবাজারে পণ্য কিনতে আসেন দিনমজুর মো. হাসান। তার সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, বাজারে সব ধরনের পণ্যের দাম বেশি। আমাদের মতো গরিবের গরুর মাংস দিয়ে ভাত খাব তা চিন্তাও করতে পারি না। পরিবারের জন্য দুই বেলা আলুভর্তা, ডাল-ভাত জোগাড় করব তারও উপায় নেই। এসবের দামও অনেক বেড়েছে। কিন্তু বাজারে সরবরাহের কোনো ঘাটতি নেই। সব মিলে আমাদের মতো মানুষের অনেক কষ্টে দিন পার করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, মা, স্ত্রী এবং দুই মেয়ে নিয়ে আমার পাঁচজনের সংসার। সবার খাবারের জোগান আমাকেই করতে হয়। কিন্তু সীমিত আয় দিয়ে বাজার করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। দাম বাড়ায় বাধ্য হয়ে চাহিদার তুলনায় কম পণ্য কিনতে হচ্ছে।

জানতে চাইলে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, সার্বিক মূল্যস্ফীতির কারণে এমনিতেই নিম্নআয়ের মানুষ কষ্টের মধ্যে আছে। এর মধ্যে সিন্ডিকেটের কারসাজিতে একাধিক পণ্যের দাম হুহু করে বাড়ছে। এতে উচ্চশ্রেণির মানুষের ভোগান্তি না হলেও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছে নিম্নআয়ের মানুষ। যারা তাদের আয়ের সঙ্গে ব্যয় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। পণ্যের দাম বেশি হওয়ায় তা দিয়ে তাদের চাহিদা মেটাতে পারছে না। ফলে কেনার সময় অনেকে পরিমাণে কম কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই সংশ্লিষ্টদের উচিত হবে, বাজারে তদারকি জোরদার করে অসাধুদের আইনের আওতায় আনা।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

**বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়**



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

**রাফি সাফওয়ান**

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

**267-992-3201**

**Park Realty**
*of Western New York*
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

**Looking for intake or scribing Positions for Starling Diagnostics In the Bronx.**

- Foreign Medical Graduate Preferred
- Typing speed 50+ preferred
- Experience 1 to 3 years Preferred
- Bangla and English Language

Please email your resume to
mohammod.ali@starlingdiagnostics.com
Daytime phone (267)342-1481.

starling diagnostics

**কাজী অফিস**

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
**আব্দুল মুকিত**
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

**917-428-1519**

**FREE CONSULTATION!!!**
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

**TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC**
**IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO**
**ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী**

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



**হাউজ কিপিং জব করতে চাই**

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

**ভ্রমণ**

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

- সম্পূর্ণ হালাল খাবার
- ক্যাটারিং
- লাঞ্চ ডিনার



Joy

**পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা**

**জয় ক্যাটারিং মেন্যু**

| প্যাকেজ -১ | প্যাকেজ-২ | প্যাকেজ-৩ | প্যাকেজ-৪ |
|---|---|---|---|
| প্লেইন পোলাও<br>চিকেন রোস্ট<br>মিক্সড ভেজিটেবল<br>সালাড<br>ডিজার্ট<br>**$ 7.00** | প্লেইন পোলাও<br>চিকেন রোস্ট<br>সামি কাবাব<br>মিক্সড ভেজিটেবল<br>সালাড<br>ডিজার্ট<br>**$ 8.00** | প্লেইন পোলাও<br>চিকেন রোস্ট<br>গোট অথবা বিফ কারি<br>মিক্সড ভেজিটেবল<br>সালাড<br>ডিজার্ট<br>**$10.00** | মটর পোলাও<br>চিকেন রোস্ট<br>সামি কাবাব<br>গোট অথবা বিফ কারি<br>মিক্সড ভেজিটেবল<br>সালাড<br>ডিজার্ট<br>**$11.00** |

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

## থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।
**যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮**

## বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।
Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.
**যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554**

## ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
**929-519-5139**



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

**Dr. Tahera Nasreen, MD**
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center



**Dr. Ataul Osmani, MD**
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
**TLC/Motor Vehicle Exam,**
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

## MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
**SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher**
*MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial*



**Our Programs:**
**Summer Program will start from July 5th**

**SAT**
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

**SHSAT**
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

**COMMON CORE MATH & ENGLISH**
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

**Admission going on**
K-6 & Common Core Regents Classes

*Bronx Branch:*
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

*Jackson Heights Branch:*
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

*Quality Education is Our Priority!*



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

## জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
**Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937**
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

**ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী**

### আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

# বাসা ভাড়া

## বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হি-লসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

**যোগাযোগঃ**
**৭১৮-৬০৭-৯৫৫১**
**৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।**

## বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

## বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

## রুম ভাড়া

২৩-৩০ ৪২ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া নিরিবিলি পরিবেশে রুম ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৮৬১-৯০৩৫।

## বাসা ভাড়া/ রুমমেট

২০-৫০ ৩২ স্ট্রীট বেসমেন্টে ১টি রুম / রুমমেট প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৭২৪-৩২০৪

## বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।
যোগাযোগঃ
জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

## বিজ্ঞাপন ম্যানেজার আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজের জন্য ফুল টাইম একজন বিজ্ঞাপন ম্যানেজার আবশ্যক। শুধুমাত্র সিরিয়াস আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন।
**যোগাযোগ:**
**৭১৮-৭৫৩-০০৮৬**

## মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: মোহাম্মদ তুহিন
☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

## TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

**কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-**
**TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.**

## পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

## পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
**যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪** সে-০৫/০৬

## পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
**যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০**
**Email: gomaruf@gmail.com**

## One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact




## ফ্লোরিডায় গবাদী পশু খামার বিক্রি হবে

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে একটি গবাদী পশু খামার/ফার্ম/ল্যান্ড গবাদী পশু সহ বিক্রি করা হবে। জমির পরিমান ৪৩+ একর। জমিটি হাই এন্ড ড্রাই প্লাসটুরেস। কোন ওয়েটল্যান্ড নেই। জমিতে বিদ্যুৎ. পানি, দুটি লেক, চারটি বাম আছে। কোরবানীর সব ইকুইপমেন্ট সহ কোরবানী করার সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। এছাড়াও একটি ট্রাক্টর এবং থাকার জন্য একটি ট্রেইলার বাড়ী আছে। মূল্য: ২২,৯৯৯ ডলার প্রতি একর। যোগাযোগ: আব্দুল বাতেন।
**টেক্সট # ৪০৭-৭১৯-২৫১৯**
**Email: chevron803@gmail.com**

## টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।
কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

## লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

## বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
**শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার**
**Bangladesh Center Inc**
**ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২**




## আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

## JAMAICA GARAGE FOR RENT

**INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928**

## মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
**Bangla Bazar Jame Masjid**
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



**Quazi Moulana Abul Kashem Eahea**
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
**Marriage Registrar New York State**
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
**Tel: 347-208-9055**
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

## পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
**Mobile Tel. No 646-591-4696**
**Res: 718-931-2509**
**e-mail: moondhs@gmail.com**

## MATRIMONIAL SERVICE

## কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
**KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR**
IMAM & KHATUB
**MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.**
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444










**স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে বিএনপি'র বিক্ষোভ**

## শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবী

(শেষের পাতার পর)

ডিপার্টমেন্টের সামনে সোমবার অপরাহ্নে (৩০ অক্টোবর) বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেছে। মেরিল্যান্ড ষ্টেট বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন। নিউইয়র্ক সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিএনপি এবং দলের বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী প্লাকাড-ফেস্টুন নিয়ে সমাবেশে অংশ নেন এবং দলের পক্ষে ও শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। খবর ইউএনএ'র।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য যথাক্রমে আব্দুল লতিফ সম্রাট, গিয়াস আহমেদ, জিল্লুর রহমান জিল্লুর ও মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী যুবদলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আবু সাইদ আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আব্দুস সবুর, গোলাম ফারুক শাহীন, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক ওলিউল্লাহ আতিকুর রহমান ও সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাইদ, ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপি'র সভাপতি হাফিজ খান সোহায়েল ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, নিউ-ইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ)-এর আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ বদিউল আলম, নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর)-এর আহ্বায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা তাদের ভাষায় 'ভোটার বিহীন নির্বাচন'-এর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবিলম্বে পদত্যাগ করার দাবী এবং বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, মহ-াসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ গ্রেফতার দলীয় নেতাকর্মীদের মুক্তি দাবী করেন।

সমাবেশে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আনোয়ার হোসেন খোকন বলেন, শুধু বিএনপি নয়, আজ দেশের মানুষ অবিলম্বে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই। গণতান্ত্রিক বিশ্ব একই দাবিতে সরকারকে বার বার সতর্ক করছে। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা নিয়ে নতুন ভিসানীতি ঘোষণা ও কার্যকর করেছে। এমন সময়ে বিএনপি'র শান্তিপূর্ণ মহ-াসমাবেশ সহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার নির্যাতন-গ্রেফতার বাড়িয়েছে। তিনি অবিলম্বে শেখ হাসিনা সরকারকে নির্যাতনের পথ পরিহার করে পদত্যাগের আহবান জানান।

আব্দুল লতিফ সম্রাট বলেন, ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে দেশে জনগনের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশীরাও জেগে উঠেছে। বিএনপি'র জনপ্রিয়তায় সরকার হতাশ হয়ে দরীয় নেতা-কর্মীদের উপর জুলুম-নির্যাতন, গ্রেফতার, হত্যা-মামলার পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু সরকারের কোন বাধাই আর জনগণন সহ্য করবে না। তিনি তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন দাবী করেন।

গিয়াস আহমেদ বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে কোনোভাবেই বাংলাদেশ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। তিনি বিএনপিসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতন, গ্রেফতার ও মহাসমাবেশে গুলিবর্ষণের তীব্র তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং সরকারকে গণতন্ত্রের পথে হাটার আহবান জানান।

জিল্লুর রহমান জিল্লু বলেন, শেখ হাসিনার সরকরের পায়ের তলায় মাটি নেই, দেশের অধিকাংশ মানুষের সমর্থন নেই। তাই সরকারের হাজারো বাধা-বিপত্তির পরাও বিএনপি'র সমাবেশে লাখো মানুষের সমাবেশ ঘটছে। তিনি বলেন, সরকার গায়ের জোরে, পুলিশের জোরে ক্ষমতায় বসে রয়েছে। কিন্তু সেই দিন বেশী দূরে নেই যেদিন আওয়ামী লীগতে বিদায় নিতে হবে। তিনি দলীয় চেয়ারপার্সন ও মহাসচিব সহ গ্রেফতারকৃত দলের সকল নেতাকর্মীর মুক্তি দাবি করেন।

মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন বলেন, দেশ-দেশের জনগণকে রক্ষা করতে হলে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের বিকল্প নেই। তিনি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়ে বলেন, তিনি একজন ভদ্র-মার্জিত রাজনীতিবিদ। তার মতো নেতাকে ন্যাক্কারজনক ও অগণতান্ত্রিকভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়া ও মির্জা ফখরুল সহ গ্রেফতারকৃত দলের সকল নেতাকর্মীর মুক্তি দাবি করেন।

সমাবেশ শেষে দেশে সরকার বিরোধী সাম্প্রতিক আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে গায়েবানা জানাজা অনু-ষ্ঠিতহয়। এতে ইমামতি করেন আব্দুল লতিফ সম্রাট।

সমাবেশে দলের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি শরাফত হোসেন বাবু, নিউজার্সী ষ্টেট (নর্থ) বিএনপি'র আহবায়ক সৈয়দ জুবায়ের আলী, বিএনপি নেতা শাহ রন, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের বিদায়ী সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী, যুবদল নেতা আবুল কাশেম, আমানত হোসেন আমান, কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী যুবদলের সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ইলিয়াস খান, মহিলা দল নেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন প্রমুখ।

## বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল বর্তমান

(শেষের পাতার পর)

সঙ্গে প্রাপ্তি মেলাতে পারেনি। সাত ম্যাচে ছয়টিতে হেরে এবারের আসর থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে ইংলিশদের। শনিবার (৪ অক্টোবর) আহমেদাবাদে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩৩ রানে হেরে সেমির আশা একেবারে শেষ হয়ে গেছে জস বাটলারের দলের। এই হারে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলা অনেকটা শঙ্কায় পড়ে গেল ইংল্যান্ডের। আর সাত ম্যাচে পাঁচ জয়ে ১০ পয়েন্ট পাওয়া অস্ট্রেলিয়ার সেমির স্বপ্ন আরো উজ্জ্বল হয়ে গেল। অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ২৮৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইংলিশদের ইনিংস থামে ২৫৩ রানে। ইনিংসের প্রথম বলেই রানের খাতা খোলার আগেই আউট হন জনি বেয়ারস্টো। তাঁকে বোল্ড করেন মিচেল স্টার্ক। এরপর জো রুটও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। স্টার্কের বলে উইকেটরক্ষকের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরার আগে করেন ১৩ রান। তৃতীয় উইকেট জুটিতে চাপ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন দাভিদ মালান ও বেন স্টোকস। দুজনে গড়েন ৮৪ রানের জুটি। কামিন্সের বলে আউট হয়ে মালান ফেরেন ৫০ করে এবং ৬৪ করা স্টোকসকে ফেরান জাম্পা। এ দিনও হাসেনি জস বাটলারের ব্যাট। জাম্পার বলে ফিরেছেন মাত্র ১ রান করে। মাঝে মঈন আলীর ৪২ এবং ক্রিস ওকস শেষ দিকে ৩২ করে আশা জাগালেও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

**অজিদের হয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন অ্যাডাম জাম্পা।**

এর আগে প্রথম ব্যাট করা অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের ইনিংস বড় করতে দেননি ইংল্যান্ডের বোলাররা। তবু রান এসেছে অজিদের স্কোর বোর্ডে। মারনাস লাবুশেনের সর্বোচ্চ ৭১ রানের সঙ্গে বাকিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় অল আউট হওয়ার আগে ২৮৬ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। আগের ম্যাচে উদ্বোধনী জুটিতে ১৭৫ রান তোলা অজি দলে প্রথম আঘাত ১১ রানে। সে ম্যাচে ১০৯ করা হেড আজ সুবিধা করতে পারেননি। ১৫ রান করা ডেভিড ওয়ার্নারকে নিজের দ্বিতীয় শিকার বানান ওকস। এরপর স্টিভ স্মিথের সঙ্গে লাবুশেনের ৭৫ রানের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় অস্ট্রেলিয়া। ৪৪ রান করা স্মিথকে ফিরিয়ে এই জুটি ভাঙেন আদিল রশিদ। এই লেগ স্পিনের পরের ওভারে ফেরেন জশ ইংলিস। তবে অন্য পপ্রান্তে অর্ধশতক তুলে নেন লাবুশেন। সঙ্গে ক্যামেরুন গ্রিনের ৪৭, মার্কস স্টয়নিসের ৩৫ ও শেষদিকে অ্যাডাম জাম্পার ১৯ বলে ২৯ রানে ২৮৬ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের হয়ে ওকস সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নেন।

## ডাল না ডিম- কোনটিতে পুষ্টিগুণ বেশি?

(শেষের পাতার পর)

থাকতে খাদ্যতালিকায় এই দুটি খাবার রাখতেই হবে। এই দুই খাবারের মধ্যে কোনটিতে পুষ্টিগুণ বেশি তা নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন আছে। বিশেষ করে, ডাল ও ডিমের প্রোটিন নিয়েই যত তর্ক। একদলের মতে, ডিমের প্রোটিন হল সর্বশ্রেষ্ঠ। আরেক দলের ভাষায়, ডিম ভালো হতে পারে, তবে ডালের প্রোটিনও কম নয়।

এখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আসে, ডাল না ডিম, কোন খাবারের প্রোটিন বেশি উপকারী? এ ব্যাপারে ভারতীয় পুষ্টিবিদ কোয়েল পাল চৌধুরী বলেন, ডিমের মতো সস্তায় পুষ্টিকর একটি খাবার খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন। কারণ এতে রয়েছে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের প্রোটিন যা কিনা শরীর সহজেই গ্রহণ করে নেয়। শুধু তাই নয়, ডিম হল ভিট-ামিন বি ১২, ফোলেট, সেলেনিয়াম, জিঙ্কের মতো একাধিক জরুরি ভিটামিন ও খনিজের ভান্ডার। তাই শরীর ভালো রাখতে প্রতিদিন একটি করে ডিম খেতেই হবে।

পুষ্টিবিদ কোয়েল পাল চৌধুরী আরও বলেন,সব ধরনের ডাল পুষ্টির ভান্ডার। এতে ভরপুর পরিমাণে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন রয়েছে। সেই সঙ্গে ডালে থাকা কার্বোহাইড্রেট শরীরকে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে। এখানেই শেষ নয়, এতে রয়েছে অত্যন্ত উপকারী কিছু ভিটামিন ও খনিজ। তাই নিয়মিত ডাল খেলে শরীর সুস্থ থাকবে।

**ডাল না ডিম, কোনটায় উৎকৃষ্ট মানের প্রোটিন রয়েছে?**

কোয়েল পাল চৌধুরি জানান, ডাল ও ডিম- দুটিই তুলন-ামুলকভাবে সস্তার খাবার। আর দুই খাবারেই রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন। ১০০ গ্রাম মসুর ডাল থেকে প্রায় ২৬ গ্রাম এবং সমপরিমাণে মুগ ডাল থেকে প্রায় ২২ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। অন্যদিকে ১০০ গ্রাম ডিম থেকে মোটামুটি ১৩ গ্রাম প্রোটিন মেলে। তাই প্রোটিনের পরিমাণের হিসাবে ডাল অনেকটাই এগিয়ে।

তবে উৎকৃষ্ট প্রোটিনের কথা বললে ডিমকে এগিয়ে রাখতে হবে। কারণ এতে রয়েছে অত্যন্ত উপকারী কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড যা কিনা ডালে অনুপস্থিত। আর এই কারণেই ডালের তুলনায় ডিমের প্রোটিনকে শরীর সহজেই গ্রহণ করে নিতে পারে। তাই ডিম ও ডালের মধ্যে ডিমকেই এগিয়ে রাখতে হবে।

## বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

# বদলে দেই পৃথিবী
# ধাঁপে ধাঁপে
# শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



## নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

## সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



## রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday / November 6 // 2023



# জাপা এখনো ভাবছে

**ঢাকা ডেস্ক:** দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে যাবে কিনা এ নিয়ে এখনো ভাবছে জাতীয় পার্টি। দলটির নেতারা জানিয়েছেন, পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর তারা নজর রাখছেন। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে-পরের পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এখন পর্যন্ত নির্বাচন নিয়ে দলটির কোনো সিদ্ধান্ত নেই। তবে পরিবেশ অনুকূল থাকলে ৩০০ আসনে নির্বাচন করার প্রস্তুতি রয়েছে দলটির। বুধবার বৃটিশ রাষ্ট্রদূত সারাহ কুকের সঙ্গে দলটির নেতাদের বৈঠকের পর কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমে খবর আসে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ নেবে। বৃটিশ দূতকে নেতারা এমনটা জানিয়েছেন। নেতাদের বরাতে এমন খবর প্রকাশ হলেও গতকাল মানবজমিন এর জিজ্ঞাসায় বৈঠকে অংশ নেয়া নেতারা জানিয়েছেন, বৃটিশ দূতের সঙ্গে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে যাবে এমনটি বলা হয়নি। তারা বলেছেন, জাতীয় পার্টি সুষ্ঠু নির্বাচন চায়। ৩০০ আসনে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। নির্বাচনে অংশ নেয়ার বিষয়ে এখনো (বাকি অংশ ১২ পাতা

## 'পিপল আপ'র উদ্যোগে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে সম্পাদক ও সাংবাদিকদের মুক্ত আলোচনা

# ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধের অবসান জরুরি

**নিউইয়র্ক:** বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে নিউইয়র্কে গড়ে তোলা রাজনীতি ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক সংগঠন পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস 'পিপল আপ' এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠান। গত ৩০ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকা ১৪৭-১৪ হিলসাইড-এ বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের শাখা অফিসে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, স্যার বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আবু জাফর মাহমুদের সভাপতিত্বে নিবিড় ও আনড়ম্বর ওই আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট সাংবাদিক






ও সাপ্তাহিক আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদ, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, লেখক-অনুবাদক ও সাংবাদিক আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, সাংবাদিক মঈনুদ্দিন নাসের, টাইম টিভি'র সিইও এবং সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক আবু তাহের, নিউ-ইয়র্ক কাগজ এর কন্ট্রিবিউটিং সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, রাজনৈতিক সংগঠক মুশফিকুর রহমান মোহন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ পিপল আপ এর পক্ষ থেকে নিয়মিত আলোচনার সূচনা প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, একজন মুসলিম, দেশের রণাঙ্গনের যোদ্ধা, বাংলাদেশী আমেরিকান ও তৃণমূল রাজনীতির ভেতর দিয়ে উঠে আসা মানুষ হিসেবে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে সমাজের প্রকৃত গুণী, সাধক ও নেতৃত্বদানকারীদের সঙ্গে আলোচনা এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্যই এই উদ্যোগ।

নাজমুল আহসান বলেন, আমরা বাংলাদেশের মানুষ যখন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তখন কিছু কিছু বিষয় আমাদেরকে প্রতিবন্ধকতার মুখে ঠেলে দেয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বসে বাংলাদেশের রাজনীতি। এটি আমাদের জন্য এখন অগ্রগতির ব্যাপার নয়। এটি আমাদের জন্য অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা। তিনি বলেন, আমরা যখন এই দেশে থাকি, এই দেশের সুখ দুঃখের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি নিজেরা আলোচনা করে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতাম, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রসর হতে পারা যেত। এই আলোচনাগুলো থেকে মূলধারা রাজনীতিক তথা আমেরিকার বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ গড়ে তোলার ওপর তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমি মনে করি আমেরিকানরা অনেক বেশি সংবেদনশীল। আমরা যদি আমাদের মর্মবেদনা তাদের বোঝাতে সক্ষম হই। অনেকখানি অগ্রসর হতে পারবো।

আবু তাহের বলেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার দিয়েছে, রাষ্ট্রের যেকোনো ব্যাপারে মতামত দেয়ার। এক্ষেত্রে আমরা যে কোনো পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মতামত রাখতে পারি। কিন্তু প্রয়োজন মানবতা, ধর্মীয় ও জাতীয়তার প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষা করা।

মনজুর আহমেদ সমকালে মানুষের উন্নাসিকতা বা উদাসিনতা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা এখানে বসে আলোচনা করে বা লিখে তার কোনো ফলাফল আশা করা যায় না। কারণ, আমাদের কাজগুলো আন্তরিতার সঙ্গে দেখবার মানসিকতাই এখন নেই। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাংবাদিকরা আজ বিভাজিত। জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পর্যন্ত মাইকে বক্তৃতায় বলছে, পিটার হাস তাকে নাকি আগেই বলেছিল ২৮ তারিখে দেশে কী কী ঘটতে যাচ্ছে। সাংবাদিকরা যতটা না সাংবাদিক তার চেয়ে বেশি দলীয় কর্মী। তিনি বাংলাদেশের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কিছুদিনের জন্য হলেও একটি অন্তবর্তীকালীন সরকারের অপরিহার্যতার কথা তুলে ধরে বলেন, লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন কোনোভাবে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত না হয়। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে শুধু নির্বাচনী দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে শাসনভার নয়।

ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল প্রসঙ্গে মনজুর আহমেদ বলেন, গাজাবাসীর দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাদের আর পিছু হটবার জায়গা নেই। প্যালেস্টাইনীরা যদি তাদের মুক্তির জন্য লড়াই করে আমরা তার বিরোধীতা করতে পারি না। এই আমেরিকাতেই ফিলিস্তিনীদের পক্ষে আন্দোলন বিক্ষোভ হচ্ছে। আমি মনে করি মানবতা ও অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

ডা. ওয়াজেদ এ খান বলেন, সারা পৃথিবীর জন্যই সময়টি অত্যন্ত সংকটময়। সকল সংকটের যদি শান্তিপূর্ণ সমাধান না হয়, তাহলে গোটা পৃথিবী এক ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়াতে পারবে না। সবাইকেই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। বর্তমান সময়ে বিশ্বের মুসলমানদের যেমন রক্তক্ষরণ হচ্ছে, একইভাবে বাংলাদেশের মানুষেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমাদের ধর্মের বাইরে যারা তাদেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশী আমেরিকান হিসেবে ন্যায়, শান্তি, অগ্রগতি, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের পাক্ষে থাকতে চাই। আমেরিকা যখথন এগুলোর পক্ষে কথা বলবে তখন আমরা আমেরিকাকে সমর্থন করি, তখন এগুলোর বিরুদ্ধে যায় তখন বিরোধীতা করি।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে ডা. ওয়াজেদ বলেন, বাংলাদেশ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অত্যন্ত খারাপ সময় যাচ্ছে। স্বাধীনতার বায়ান্ন বছর পর বাংলাদেশের মানুষ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করছে। অধিকার রক্ষার জন্য রাস্তায় নামছে লাখ লাখ মানুষ। এখন গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সামাজিক শৃংখলা, আইনের শাসন কোনো কিছুর ওপরই মানুষের আর আস্থা নেই। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিতে মানুষের নাভিঃশ্বাস উঠে গেছে।

আনোয়ার হোসেইন মনজু বলেন, জন্মের পর থেকে শুনছি দুটি জনপদের কথা। একটি হচ্ছে কাশ্মির অন্যটি ফিলিস্তিনী। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও দেখছি অস্তিত্বের জন্য লড়াই করছে এই দুটি জনপদের মানুষ। আজ ফিলিস্তিনী ইসরায়েল পরিস্থিতি নিরসন করতে পারে শুধু একজন। তিনি হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

মঈনুদ্দিন নাসের বলেন, বাংলাদেশে যা চলছে আমি এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করতে পারি না। দেশে গণতন্ত্রকে ধংস করে ফ্যাসিবাদ কায়েমের যে প্রক্রিয়া চলছে, তা কায়েম হয়ে যাবে। এখান থেকে ফিরে আসার কোনোই পথ দেখি না।

মনোয়ারুল ইসলাম প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির বিষাক্ত পরিবেশের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এমন একটি মুক্ত আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার জন্য পিপল আপ'কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমান বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে মানুষ নানাভাবেই শংকিত ও উৎকণ্ঠিত। এমন পরিস্থিতিতে খোলামেলা মত বিনিময় করে আমরা আমাদের মানসিক শক্তি ও বিবেচনাকে শাণিত করতে পারি।

সমাপনী বক্তব্যে ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, বর্তমান সময়ের যে রাজনীতি ও বিবেচনা তা সাধারণ মানুষের উপলব্ধির ক্ষেত্রে বেশ কঠিন ও প্যাচালো। বিশ্বের এক নম্বর শক্তি আমেরিকায় বসবাসকারী হিসেবে আমরা ফিলিস্তিনী-ইসরায়েল ইস্যুটিকে কীভাবে দেখবো, এর একটি সরল দিক রয়েছে। তা হলো, আমরা মুসলিম। ধর্মীয় অনুভূতির জায়গা থেকে আমরা প্রথমত মানবিক, দ্বিতীয়ত প্রতিটি মুসলিম সন্তানের ওপর আঘাত ও নির্যাতন আমাদেরকে স্পর্শ করে। এই পৃথিবীতে সব সন্তানেরই স্বাধীন দেশে বসবাসের অধিকার রয়েছে। তা সে ইসরায়েলেরই হোক বা ফিলিস্তিনের হোক। এই আমেরিকান গণতান্ত্রিক নীতির মধ্যেই প্রত্যেকের স্বাধীন স্বার্বভৌম জীবন-যাপনের অধিকার রয়েছে এবং আমরা আমেরিকান অনেক নেতৃত্বের মধ্যেই সেই অধিকার বাস্তবায়নের তাগিদও লক্ষ্য করি। আমরা চাই না, কোথাও মানবাধিকার লংঘিত হোক, কোথাও যুদ্ধ পরিস্থিতি বলবৎ থাক, যুদ্ধের নামে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা ও হত্যাযজ্ঞ চলুক। আমরা চাই বিশ্ব নেতৃত্ব আমেরিকার হস্তক্ষেপেই অতীতের মতো এবারও এই মুহূর্তে যুদ্ধ বিরতি হোক, মানুষের মাঝে শান্তি ফিরে আসুক।

প্রতি মাসে অন্তত. একবার পিপল আপ'র পক্ষ থেকে সমকালীন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আরো বড় পরিসরে মুক্ত আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





# ইউএস আর্মি ওয়ার কলেজের প্রতিনিধিদলের জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন পরিদর্শন

**নিউইয়র্ক:** যুক্তরাষ্ট্র আর্মি ওয়ার কলেজের ২৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ০৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন পরিদর্শন করেন। জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের সুনামের প্রেক্ষিতে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অংশ হিসেবে প্রতিবছরই ইউএস আর্মি ওয়ার কলেজের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ মিশন পরিদর্শনে আসেন। ২৩ সদস্যের এই ডেলিগেশনে ঐ কলেজে প্রশিক্ষণরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও রয়েছেন।

আর্মি ওয়ার কলেজের প্রতিনিধিদলকে মিশনে স্বাগত জানান জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। স্বাগত বক্তব্যে তিনি শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অমূল্য অবদান এবং জাতিসংঘের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, টেকসই শান্তি ও পিস্‌বিল্ডিং কার্যক্রমে বাংলাদেশের নিবিড় অংশগ্রহণের কথা তুলে ধরেন। এলডিসি ক্যাটেগরি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা তুলে ধরেন। রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ জাতিসংঘে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে তা উল্লেখ করেন। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতিসংঘের বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত মুহিত।

আগত অতিথিদেরকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের অসামান্য অবদান ও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে একটি বিস্তারিত ব্রিফিং প্রদান করেন বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের ডিফেন্স অ্যাডভাইজর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: ছাদেকুজ্জামান। প্রদত্ত ব্রিফিংয়ে বিগত ৩৫ বছর ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সাফল্যমন্ডিত অগ্রযাত্রার বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন ডিফেন্স অ্যাডভাইজর। তাছাড়া, আগামি দিনগুলোতে জাতিসংঘ শাতিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অব্যাহত অঙ্গীকারের কথাও পুনঃব্যক্ত করেন তিনি।

তথ্য-সমৃদ্ধ এই চমৎকার আয়োজন ও আতিথেয়তার জন্য ইউএস আর্মি ওয়ার কলেজের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ মিশনকে ধন্যবাদ জানান। পরিদর্শনের জন্য বাংলাদেশ মিশনকে নির্বাচিত করায় স্থায়ী প্রতিনিধি ইউএস আর্মি ওয়ার কলেজের প্রতিনিধিদলকেও ধন্যবাদ জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

# ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর ফজলুল করিমের ইন্তেকাল



**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):** বাংলাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম পাদপীঠ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. ফজলুল করিম ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। যুক্তরাষ্ট্রের ডেলওয়ার অঙ্গরাজ্যের ক্রিস্টিয়ানা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ফরিদা করিম, কন্যা ডা. ফওজিয়া হাসান, পুত্র ফায়সাল করিম ও ফাহিম করিম এবং নাতি-নাতনি সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু রেখে গেছেন। এছাড়াও মানুষ গড়ার খ্যাতিমান কারিগর প্রফেসর ফজলুল করিম দেশে-বিদেশে তার অসংখ্য চিকিৎসক ছাত্র-ছাত্রী রেখে গেছেন। খবর ইউএনএ'র।

জানা গেছে, প্রফেসর ডা. ফজলুল করিম পৈত্রিক নিবাস কুমিল্লার চান্দিনায়। ১৯৩৩ সালে ২২ নভেম্বর ময়মনসিংহে নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে তিনি এম-বিবিএস পাশ করেন ১৯৫৮ সালে। ১৯৬৩ সালে করাচী ইউনিভার্সিটি থেকে এমএসসি এবং ১৯৭০ সালে যুক্তরাজ্য থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। প্রফেসর করিম ১৯৬০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৫৫ বছর শিক্ষকতা করেন অত্যন্ত সুনামের সাথে। তিনি সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষর দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ছাড়াও লিবিয়ার বেনগাজি ও ত্রিপলী, লন্ডন, মালয়েশিয়া ও আমেরিকার জর্জিয়ার ভেলডসটা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেন ডা. ফজলুল করিম। প্রফেসর ডা. করিমের মৃত্যুতে জাতি হারালো তার এক সূর্য সন্তান। ডেলওয়ার রাজ্যের স্থানীয় মসজিদ ইব্রাহিমে বুধবার (১ নভেম্বর) বাদ জোহর মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানকার আস-সালাম কবরস্থানে তার মরদেহ সমাহিত করা হয় বলে জানা গেছে।

এদিকে মহান এই শিক্ষকের ইন্তেকালে তাঁর ছাত্র, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ'র পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. ফজলুল করিমের ইন্তেকাল গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়েছে।






TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086


# বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika


MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA
CPA



সাঈদ তারেকের কলাম

## টুকরো স্মৃতি



সাল ১৯৭৪। সারা দেশে সরকারবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। বিরোধী দলগুলো জনসভা ডাকলেই হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়ে যায়। ওদিকে বিভিন্ন এলাকায় বামপন্থী গুপ্ত সংগঠনগুলো শ্রেণী সংগ্রামের চেতনায় শ্রেণীশত্রু খতম, মানে আওয়ামী লীগের লোকজনকে হত্যা করছে। পুলিশ রক্ষীবাহিনী দলীয় ক্যাডার বাহিনী দিয়েও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। এমন একটা সময়ে দেশের সর্ববৃহৎ বিরোধী রাজনৈতিক (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবীতে বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভ

# ওয়াশিংটন ডিসিতে স্মরণেরকালের বৃহত্তম সমাবেশ

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবিতে সপ্তাহান্তে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ামিংটন ডিসি সহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছে। শনিবার (৪ নভেম্বর) ওয়াশিংটন ডিসি, লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, মিলান ও ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ হয়েছে। এদিকে তুরস্কে, ফিলিস্তিন সমর্থকদের একটি কাফেলা রোববার (৫ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সফরের সময় বিক্ষোভ দেখাতে দেশের দক্ষিণে একটি আমেরিকান সামরিক ঘাঁটির বাইরে সমবেত (বাকি অংশ ০০ পাতায়)



*শনিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিলিস্তিনীদের সমর্থনে বিক্ষোভের একাংশ*



## প্রচলিত হরতাল ও অবরোধ বিষয়ে ইসলাম কী বলে

**সাখাওয়াত উল্লাহ**

একজন মুসলিম সব কাজ মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যর আলোকে যাচাই করবে-এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহর নির্দেশ মেনে মানুষকে সৎপরামর্শ দেবে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

## নিউইয়র্ক পুলিশে আরও ৩ বাংলাদেশীর পদোন্নতি

**বিশেষ প্রতিনিধি:** নিউইয়র্ক পুলিশে আরও ৩ বাংলাদেশীর পদোন্নতি হয়েছে। পেশাদারিত্বে দক্ষতা, মেধা ও কাজের প্রতি সর্বোচ্চ ডেডিকেশনের জন্য নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (এনওয়াইপিডি) সার্জেন্ট বাংলাদেশী আমেরিকান এরশাদুর সিদ্দিক সার্জেন্ট ডিটেকটিভ স্কোয়াডের মর্যাদাপূর্ণ পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। এ ছাড়া সার্জেন্ট পদে আরো দুই বাংলাদেশী পদোন্নতি পেয়েছেন। তারা হলেন ডিপার্টমেন্টের চৌকস অফিসার আসহাফিক চৌধুরী ও রাইসুল ইসলাম। (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

## ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউস ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে আ'লীগের শান্তি সমাবেশ

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়ন-আগ্রগতির সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে সমাবেশ করেছে। সোমবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট ও হোয়াইট হাউজের সামনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আওয়ামী লীগ ছাড়াও দলের অন্যান অঙ্গ ও সহযোগি (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে বিএনপি'র বিক্ষোভ

## শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবী

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ** ঢাকায় গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশে পুলিশের হামলা, গুলিবর্ষণ ও নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতন এবং গ্রেফতারের প্রতিবাদ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন দাবীতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে ষ্টেট(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

## বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটসের মুনা সেন্টারের ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠিত

## প্রয় ২ লাখ ডলারের অর্থ প্রতিশ্রুতি




**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** মুনা সেন্টার অব জ্যাকসন হাইটস প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত নতুন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ নামিরাহ'র ফান্ড রেইজিং ডিনার ও দোয়া মাহফিল শনিবার (৪ নভেম্বর) মসজিদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাদ মাগরিব আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুসলিম (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

খেলার খবর

## বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা

**স্পোর্টস ডেস্ক:** শিরোপা ধরে রাখার প্রত্যাশা নিয়ে ভারতে এসেছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু প্রত্যাশার (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

## ডাল না ডিম- কোনটিতে পুষ্টিগুণ বেশি?

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** ডিম এবং ডাল দুটিই পুষ্টিকর খাবার। এই দুই খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন, খনিজ, প্রোটিনসহ একাধিক জরুরি উপাদান রয়েছে। এ কারণে সুস্থ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

## হিমু ফাঁসি দিতেই পারে না : মিহির

**বিনোদন ডেস্ক:** দেশজুড়ে এই মুহূর্তে আলোচনার তুঙ্গে ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী হুমায়রা হিমুর মৃত্যুর ঘটনা। ২ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) হঠাৎ করে তার মৃত্যুর খবর (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)




GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com


## বাংলাদেশী আচল হাই স্কুল সিনেটর নির্বাচিত

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** ফরিদ আহমেদ আচল। নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের স্পেশালাইজড স্কুল 'লাটিন হাই স্কুল'-এর ১০ গ্রেডের ছাত্র। এই স্কুলের ২০২৩-২০২৪ সালের স্টুডেন্ট সিনেটর নির্বাচিত হয়ে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন। গত ২৩ অক্টোবর স্কুল শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ এবং গোপন ভোটে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে দুই (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)




জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়


বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন


ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM


Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com